গ্লোবাল ডায়ালগ

১৫.৩

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

International Sociological Association

ম্যাগাজিন

বিশেষ সংখ্যা:
মাইকেল বুরাওয়ের স্মরণে

মাইকেল এবং কার্লদ্বয়

ক্লাউস ডোরে
ব্রিজিত আউলেনবাখার
রোলান্ড অ্যাটসমুলারও
ফ্যাবিয়েন ডেসিয়্যু
রাফায়েল ডাইনডল
কারিন ফিশার
জোহান্না গ্রুবনার
ন্যান্সি ফ্রেজার
এনগাই-লিং সাম
বব জেসপ
হেইডি গটফ্রিড
মিশেল উইলিয়ামস

মাইকেল এবং লোক সমাজবিজ্ঞান ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান

জিওফ্রে প্লেয়াস
নাজানিন শাহরোকনি
রুই ব্রাগা
পাভেল ক্রোটভ
তাতায়ানা লিটকিনা
স্বেতলানা ইয়ারোশেঙ্কো
ফারীন পারভেজ
আয়লিন টোপাল

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আরি সিতাস
শেখ মোহাম্মদ কায়েস
সিয়াবুলেলা ফোবোসি
ডেভিড গোল্ডব্ল্যাট

উন্মুক্ত বিভাগ

> সমাজবিজ্ঞানের উপযুক্ত সময়

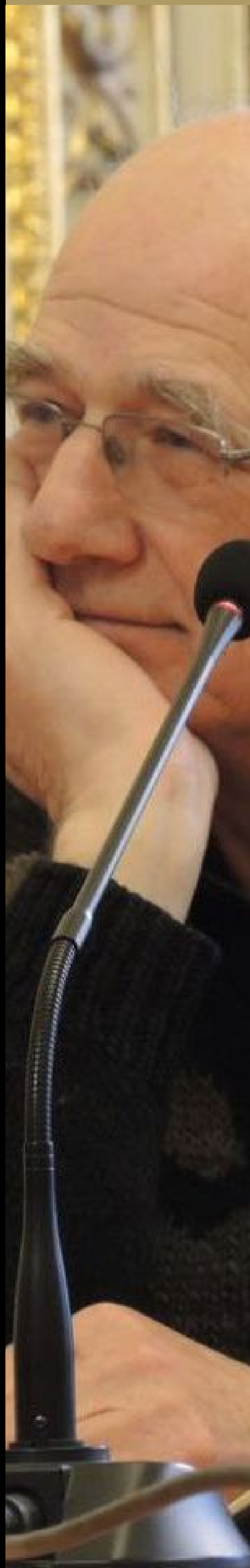

জিডি খন্ড ১৫/ সংখ্যা ৩/ ডিসেম্বর ২০২৫
https://globaldialogue.isa-sociology.org/
জিডি

> সম্পাদকীয়

মাইকেল বুরাওয়ের স্মরণে বিশেষ সংখ্যা

মাইকেল বুরাওয়ে ২০১০ সালে গ্লোবাল ডায়ালগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ১৫তম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে আমরা এ বছরের জানুয়ারিতে তাঁর সঙ্গে একমত হই যে, এই সংখ্যাটি গত পনেরো বছরে লোক বা গণমুখী (public) ও বৈশ্বিক (global) সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে।

এই বিশেষ সংখ্যাটি নিয়ে মাইকেলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যা তিনি নিজের কথায় ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে প্রকাশ করেছিলেন:
"ব্রেনো, আমার মনে হয় জিডির ১৫ বছর পূর্তিতে একটি বিশেষ সেশন আয়োজন করার বিষয়টি একটি দারুণ ব্যাপার হবে। হয়তো তুমি একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে পারো যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের অবদান থাকবে (যদিও তা একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে), অথবা অশান্ত সময়ে গণমুখী সমাজবিজ্ঞানের বড় চ্যালেঞ্জ যমন যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈষম্য এবং গর্ভপাত প্রভৃতির ওপর বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা যেতে পারে। বিকল্পভাবে, এমন ব্যক্তিদের লেখাও নিতে পারো যাঁরা নিশ্চিতভাবে আকর্ষণীয় কিছু লিখবেন। আরেকটি সম্ভাবনা হলো আরসি (জঙ্গ) -গুলোকে আহবান জানানো যাতে তারাও তাদের অবদান রাখতে পারে। তুমি প্রস্তাব চাইতে পারো। সম্ভাবনার কোনো সীমা নেই!"

অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ মাইকেল একটি হিট-অ্যান্ড-রান দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা ও স্মরণ ছিল তাৎক্ষণিক এবং গভীর। ৮ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (ISA) মাইকেল বুরাওয়ের স্মরণে একটি অনলাইন শ্রদ্ধাঞ্জলি আয়োজন করে। গত কয়েক মাস ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সহকর্মী, শিক্ষার্থী, কর্মী ও সংগঠনগুলো তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, উদারতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারকে স্মরণ করছে।

একজন পরামর্শদাতা, গণবুদ্ধিজীবী ও রূপান্তরমূলক গবেষক হিসেবে মাইকেলের প্রভাব বিশ্বজুড়ে হাজারো সমাজবিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করেছে। শ্রম ও নৃবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর অগ্রণী কাজ, পাবলিক সমাজবিজ্ঞানের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর পরামর্শে গড়ে ওঠা চিন্তাবিদ ও কর্মীদের বৈশ্বিক সম্প্রদায় তাঁর উত্তরাধিকারকে সংজ্ঞায়িত করে।

তাই এখন এই সংখ্যা কেবল লোক সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব উদযাপন নয়, বরং মাইকেলের স্মৃতি ও উত্তরাধিকারকে সম্মান জানানোরও একটি প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে আমরা গ্লোবাল ডায়ালগের ১৫তম বার্ষিকী উদযাপন করি এবং লোক ও গ্লোবাল সমাজবিজ্ঞানের বিকাশকে মাইকেলের কর্মজীবন ও অবদানের আলোকে প্রতিফলিত করি। এই বিশেষ সংখ্যার জন্য আমরা সারা বিশ্বের মাইকেলের সহকর্মী, শিক্ষার্থী এবং বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি যেন তাঁরা তাঁর কাজ, তাঁর সাথে কাটানো সময় এবং নিজেদের বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

সংখ্যাটি তিনটি বিষয়ভিত্তিক অংশে বিভক্ত।
প্রথম অংশটি সম্পাদনা করেছেন গ্লোবাল ডায়ালগের প্রাক্তন সম্পাদক ক্লাউস ডোরে এবং ব্রিজিত অলেনবাকার। তাঁরা তাত্ত্বিক নির্মোহতা এবং ব্যবহারিক তাৎপর্য উভয় অর্থে মাইকেল বুরাওয়ের সমাজতাত্ত্বিক মার্কসবাদ নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন। 'দুই কার্ল' শিরোনামে এই বিভাগের লেখাগুলো কার্ল মার্কস এবং কার্ল পোলানি-এর সাথে মাইকেলের সংলাপের ভিত্তিতে শ্রম, শোষণ, বাজার-মৌলবাদ এবং মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করে। ন্যান্সি ফ্রেজার, বব জেসপ, মিশেল উইলিয়ামসসহ আরও অনেকের অবদানে এই অংশে মাইকেলের বৌদ্ধিক প্রভাব ও তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং সমালোচনামূলক তত্ত্বকে সমসাময়িক সামাজিক সংগ্রামের সাথে সংযুক্ত করার সক্ষমতা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়ভিত্তিক অংশটি মাইকেলের লোক ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানে অগ্রণী কাজকে কেন্দ্র করে সাজনো হয়েছে। এখানে লেখাগুলো বৈশ্বিক পেশা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে-যা বৈষম্য, সামাজিক আন্দোলন এবং আন্তঃজাতীয় সংলাপের মতো জরুরি ইস্যুগুলোকে তুলে ধরেছে। প্রবন্ধগুলোতে মাইকেলের পদ্ধতিগত উদ্ভাবন, সিভিল সোসাইটির সাথে যুক্ত সমাজবিজ্ঞানের ওপর তাঁর জোর এবং ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত বিভিন্ন মহাদেশে তাঁর প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে, এগুলো দেখায় কীভাবে মাইকেলের কাজ অশান্ত সময়ে বিশ্বকে বোঝার জন্য দিকনির্দেশনা এবং কাঠামো তৈরি করেছে।

তৃতীয় অংশটি ব্যক্তিগত স্মৃতি ও প্রতিফলন নিয়ে গঠিত, যা মাইকেলের বৌদ্ধিক কাজের মানবিক মাত্রাকে তুলে ধরে। ব্যক্তিগত পরিচয়, বিতর্ক, এবং মাঠের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব লেখা তাঁর উষ্ণতা, অভিভাবকত্ব (সবহঃড়ৎংযরঢ়) এবং অনুপ্রেরণা প্রকাশ করে -যা শিক্ষার্থী, সহকর্মী এবং কর্মীদের সাথে তাঁর সম্পর্ককে আলোকপাত করেছে। লেখাগুলো দেখায় কীভাবে তাঁর কাজ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত স্থানীয় সংগ্রামে সাড়া জুগিয়েছিল এবং আজও তা কীভাবে তা সমাজবিজ্ঞানীদের সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা এবং রূপান্তরমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে অনুপ্রাণিত করে।

মাইকেল বুরাওয়ে এমন এক সমাজবিজ্ঞানের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা একইসঙ্গে নির্মোহ এবং সামাজিক রূপান্তরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিশেষ সংখ্যা তাঁর অসাধারণ জীবন ও কাজকে উদযাপন করে এবং আমাদের সম্মিলিতভাবে লোক ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের প্রতি প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে- যা কেবল বিশ্বকে বিশ্লেষণই নয়, বরং তাকে রূপান্তর করতেও চায়; যা নতুন ধারণা, বিতর্ক এবং কর্মের বীজ বপন করে। আজকে যখন সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানীরা আক্রমণের মুখে, তখন মাইকেল যে সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেছিলেন, তা পুনরুদ্ধার করা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি। এই কারণে, এই বিশেষ সংখ্যায় আন্তজাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক ৬ জুলাই ২০২৫-এ রাবাতে অনুষ্ঠিত ৫ম ওঝঅ ফোরামে উপস্থাপিত ঘোষণাপত্র "সমাজবিজ্ঞানের সময়" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমরা আশা করি এখানে উপস্থাপিত অন্তর্দৃষ্টি, প্রতিফলন এবং গবেষণা বিশ্বজুড়ে সমাজবিজ্ঞানীদের সাহসী, সমালোচনামূলক এবং রূপান্তরমূলক গণমুখী / পাবলিক ও গ্লোবাল সমাজবিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

ব্রেনো ব্রিনিউ, ক্যারোলিনা ভেস্তেনা ও ভিতোরিয়া গনজালেস
গ্লোবাল ডায়ালগের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকবৃন্দ

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ: globaldialogue@isa-sociology.org

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Breno Bringel.

সহকারী সম্পাদক: Vitória Gonzalez, Carolina Vestena.

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:

আরব বিশ্ব: (লেবানন) Sari Hanafi, (তিউনেশিয়া) Fatima Radhouani, Safouane Trabelsi, Siwar Harrabi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, ড. বিজয় কৃষ্ণ বনিক, শেখ মোহাম্মদ কায়েস, মো: আব্দুর রশীদ, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, ড. রাসেল হোসাইন, ইয়াসমিন সুলতানা, মো. শহিদুল ইসলাম, সাদিয়া বিনতে জামান, মোঃ নাসিম উদ্দীন, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, একরামুল কবির রানা, আলমগীর কবির, সুরাইয়া আক্তার, তাসলিমা নাসরিন, আয়শা সিদ্দিকা হুমায়রা, নূসান্তা অদ্রি, মো. শাহীন আক্তার

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Andreza Galli, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes, Carine Passos.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Manish Yadav.

ইন্দোনেশিয়া: Hari Nugroho, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Nurul Aini, Lucia Ratih Kusumadewi, Rusfadia Saktiyanti Jahya, Ario Seto, Aditya Perdana Setiadi, Dominggus Elcid Li, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Gregorius Ragil Wibawanto, Hartmantyo Pradigto Utomo.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Elham Shushtarizade, Ali Ragheb.

পোল্যান্ড: Aleksandra Biernacka, Joanna Bednarek, Sebastian Sosnowski.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: WanJu Lee, Yun-Hsuan Chou, Zhi Hao Kerk, Mark Yi-Wei Lai, Yun-Jou Lin, Tao-Yung Lu, Chien-Ying Chien, Yu-wen Liao, Ni Lee.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu.

সমাজবিজ্ঞান সমাজের ভেতরে গড়ে ওঠা, সমাজকে বিষয় করে নির্মিত, এবং সমাজের জন্য নিবেদিত–যা বৈশ্বিক ও স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করে।

ক্লাউস ডোরে ও ব্রিজিত আউলেনবাখার সম্পাদিত "মাইকেল অ্যান্ড দ্য টু কার্লস" শিরোনামের অংশটি সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের সঙ্গে মাইকেলের সম্পৃক্ততাকে অনুসন্ধান করে।

দ্বিতীয় বিষয়ভিত্তিক অংশটি লোক সমাজবিজ্ঞান ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানে মাইকেলের পথিকৃৎ অবদানকে কেন্দ্র করে আলোচনা করেছে।

শেষ অংশে ব্যক্তিগত সাক্ষ্যাৎ ও প্রতিফলনসমূহ সংকলিত হয়েছে, যা মাইকেলের গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মানবিক মাত্রাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়।

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার কৃতজ্ঞতা : ২০১৫ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিতে মাইকেল বুরাওয়ে। ছবি: তাতায়ানা লিটকিনা।

জিডি

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই সংখ্যার সূচীপত্র

সম্পাদকীয়: মাইকেল বুরাওয়ের স্মরণে বিশেষ সংখ্যা ২

> মাইকেল এবং কার্লদ্বয়

সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ: এখনো যা করা বাকি
ক্লাউস ডোরে, জার্মানি ৫

শোষণ ও বাজারকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ
ব্রিজিত আউলেনবাখার, রোলান্ড অ্যাটসমুলার, ফ্যাবিয়েন ডেসিয়্যু, রাফায়েল ডাইনডল, কারিন ফিশার এবং জোহান্না গ্রুবনার, অস্ট্রিয়া ৭

মাইকেল বুরাওয়ের জন্য: একটি প্রশংসা
ন্যান্সি ফ্রেজার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯

মাইকেলের লোক সমাজবিজ্ঞান ও মনোযোগ অর্থনীতি
এনগাই-লিং সাম ও বব জেসপ, যুক্তরাজ্য ১২

তত্ত্বের গণ্ডি পেরিয়ে মাইকেল বুরাওয়ে
হেইডি গটফ্রিড, যুক্তরাষ্ট্র ১৪

মাইকেল বুরাওয়ের সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের বৃক্ষ
মিশেল উইলিয়ামস, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬

> মাইকেল এবং লোক সমাজবিজ্ঞান ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান

মাইকেল বুরাওয়ে, আমাদের সময়ের সমাজবিজ্ঞানের এক দিগ্দর্শন
জিওফ্রে প্লেয়ার্স, বেলজিয়াম ১৯

মাইকেল বুরাওয়ে: পেশা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান
নাজানিন শাহরোকনি, কানাডা ২১

মাইকেল বুরাওয়ে: অপ্রতিরুদ্ধ মার্কসবাদ ও লোক সমাজবিজ্ঞানের সংযোগস্থলে
রুই ব্রাগা, ব্রাজিল ২৪

বুরাওয়ে এবং বৈশ্বিক লোক সমাজবিজ্ঞানের কারিগরি: রাশিয়ার সঙ্গে সংলাপ
পাভেল ক্রোটভ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; তাতায়ানা লিটকিনা, এবং স্বেতলানা ইয়ারোশেঙ্কো, রাশিয়া ২৭

মাইকেল বুরাওয়ে: লোক সমাজবিজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির আশাবাদ
ফারীন পারভেজ, ইউএস ৩০

শ্রম প্রক্রিয়া এবং আধিপত্যের উৎপাদন: বুরাওয়ের অবদান
আয়লিন টোপাল, তুরস্ক ৩৪

> শ্রদ্ধাঞ্জলি

ম্যাইকেল বুরাওয়ের সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ও বির্তক
আরি সিতাস, দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৮

মাইকেল বুরাওয়ে: এক আলোকবর্তিকা
শেখ মোহাম্মদ কায়েস, বাংলাদেশ ৪০

মাইকেল বুরাওয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি: দক্ষিণ আফ্রিকার মিনিবাস ট্যাক্সি শিল্পের ওপর মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি
সিয়াবুলেলা ফোবোসি, দক্ষিণ আফ্রিকা ৪২

একটি সম্ভাব্য ইউটোপিয়ার পর্যায় সারণি
ডেভিড গোল্ডব্ল্যাট, যুক্তরাজ্য ৪৩

> উন্মুক্ত বিভাগ

সমাজবিজ্ঞানের উপযুক্ত সময়
আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি ৪৫

"বুরাওয়ের অবদান ছাড়া লোক সমাজবিজ্ঞান যেন এক ডানাবিহীন পাখি। তবে সৌভাগ্যক্রমে, তিনি বহু তরুণ সমাজতত্ত্ববিদকে 'কীভাবে উড়তে হয়' তা শিখিয়েছেন।"

লাবিনট কুনুশেভচি (কসোভো)

> সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ: এখনো যা করা বাকি

ক্লাউস ডোরে, এমেরিটাস অধ্যাপক, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

কার্ল মার্ক্স এবং কার্ল পোলানি ছিলেন মাইকেল বুরাওয়ে এবং তার বন্ধু এরিক ওলিন রাইট এর সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ বিকাশে মূল অনুপ্রেরণায় উৎস।

> মার্ক্সবাদ: শিকড়, কাণ্ড ও শাখা

বুরাওয়ে এর মতে মার্ক্সবাদ হলো একটি জীবন্ত ঐতিহ্য, যার শিকড় ছিলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, মানবতাবাদ এবং তরুণ মার্ক্সের তত্ত্ব এবং অনুশীলনকে বিশেষভাবে বোঝার মাঝে। এই শিকড়গুলো থেকে বেড়ে উঠে পরিণত হয় মার্ক্সবাদের মুল 'জ্ঞানকান্ড': রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা। মার্ক্সের পুঁজি গ্রন্থটি এই রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার মূল ব্যাখ্যা পুস্তক; যা থেকে বিকশিত হয় বিভিন্ন শাখার, যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব জার্মান মার্ক্সবাদ, গোঁড়া মতাদর্শী সোভিয়েত মার্ক্সবাদ ও পশ্চিমা এবং তৃতীয় বিশ্বের মার্ক্সবাদ; যা মূলত সোভিয়েত মার্ক্সবাদ এর প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠে। মার্ক্সবাদের বিকাশে এর কিছু শাখা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হয়ে গেছে, আবার কিছু শাখা নতুনভাবে বিকশিত হয়েছে। বিশেষত, এসব শাখা বাজারায়নের তিনটি পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথম পর্যায়টি উনিশ শতকে, দ্বিতীয়টি ১৯১৮ সালের পর আর তৃতীয়টি শুরু হয় ১৯৭০-এর দশকে। পোলানির সঙ্গে সমালোচনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বুরাওয়ে এই তিনটি পর্যায়কে ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয় পর্যায়কে বোঝার জন্য যে সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ গড়ে ওঠে, তা বুঝতে মার্কসের পাশাপাশি পোলানিকে পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

> পোলানির পর মার্ক্সবাদ

বুরাওয়ে প্রচলিত মার্ক্সবাদী ধারণা থেকে সরে আসেন, যেখানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূল ক্ষেত্র হিসেবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর মতে, বাস্তবে উৎপাদনের ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের প্রতি সম্মতি তৈরি হয়। বিশ্বজুড়ে বিপুল এক "উদ্বৃত্ত" শ্রমশক্তি থাকার কারণে আংশিকভাবে সুরক্ষিত কর্মসংস্থান শ্রমিকের চোখে শোষণ হিসেবে ধরা পড়ে না; বরং তা কাঙ্ক্ষিত এক বিশেষ সুবিধা বলে মনে হয়। ফলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তরে পুঁজিবাদের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচিত হয় শোষণের মধ্য দিয়ে নয়, বরং বাজারের নির্মম ও নিয়ন্ত্রণহীন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে, যা পোলানি 'বাজারের শয়তানি কল' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতাই মানুষের নানামুখী জীবনযাপনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

> সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ

প্রচলিত মার্ক্সবাদকে নতুনভাবে ভাবার পাশাপাশি বুরাওয়ে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যুক্ত করেন। প্রথমত, তাঁর মতে তৃতীয় পর্যায়ের বাজারমুখীকরণের কেন্দ্রে রয়েছে প্রকৃতির পণ্যায়ন। এই প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের কাজ হবে বাজারকে সীমাহীন স্বাধীনতা থেকে বের করে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা এবং উৎপাদনের উপায়গুলোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যা কখনও স্বাধীনতার পরিসর বাড়াতে পারে, আবার কখনও সীমিতও করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় পর্যায়ের এই মার্ক্সবাদ রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে। রাষ্ট্র ও বাজার টিকে থাকবে, কিন্তু তাদের কার্যক্রমকে নাগরিক সমাজের গণতান্ত্রিক নজরদারির আওতায় আনতে হবে। তৃতীয়ত, এই নাগরিক সমাজ কেবল জাতীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। পরিবেশগত বিপর্যয় ও বৈশ্বিক সংকটের মুখে মানবতাকে রক্ষা করতে হলে নাগরিক সমাজকে বৈশ্বিক মাত্রা অর্জন করতে হবে। চতুর্থত, এই সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ বাজার সমালোচনার ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বে সঞ্চিত বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডারকে কাজে লাগায়। পঞ্চমত, বুরাওয়ে সমাজতন্ত্রকে কোনো চূড়ান্ত নকশা হিসেবে নয়, বরং নাগরিক সমাজের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা রূপান্তরের সম্ভাবনা হিসেবে কল্পনা করেন, যাকে তিনি বাস্তব ইউটোপিয়ার অনুসন্ধান হিসেবে দেখেন। ষষ্ঠত, তিনি দেখান যে বিশ্বের নানা প্রান্তে ইতিমধ্যেই বিকল্প জীবনব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ দেখা যাচ্ছে। তাই তিনি সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদকে একটি বৈশ্বিক মার্ক্সবাদে রূপ দেন। সপ্তমত, পদ্ধতিগতভাবে এই মার্ক্সবাদ চূড়ান্ত তাত্ত্বিক নিশ্চয়তা বা কঠোর ব্যবহারিক নির্দেশনা থেকে সরে এসে তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে নতুন ভারসাম্য পরীক্ষা করার ওপর গুরুত্ব দেয়।

> কর্তৃত্ববাদী উদারবাদ

সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো সমাজতন্ত্রের যে ধারণা বুরাওয়ে রেখে গেছেন, তা গ্রহণ করাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎকে বাসযোগ্য করার প্রথম শর্ত। এই সংগ্রামে তিনটি কাজ আজ বিশেষভাবে জরুরি। তার একটি হলো প্রকৃতি ও জ্ঞানের পণ্যায়ন, এবং অর্থ ও শ্রমের ওপর আর্থিক পুঁজির আগ্রাসী দখলদারিত্বের ফলে সমাজে যে নতুন বৈষম্য ও বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে, তা কীভাবে কাজ করছে সেগুলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা।

বাজারায়নের তৃতীয় পর্যায়টি ক্রমশ শেষের দিকে এগোচ্ছে। তবে বাজার সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে যে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে, তার উৎস আর গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজ এক নয়; বরং তা উঠে আসছে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ও সরকারের ভেতর থেকে। একই সময়ে, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজ ক্রমেই হুমকির মুখে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা ধীরে

>>

> “রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরেই যদি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প শক্তির উদ্ভব ঘটে, তবেই কর্তৃত্ববাদী উদারনীতিকে পরাজিত করা সম্ভব।”

ধীরে একটি চতুর্থ পর্যায়ে প্রবেশ করছি, যাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হারমান হেলারের অনুসরণে “কর্তৃত্ববাদী উদারনীতি” বলা যেতে পারে। এই ধারণাটি এমন এক রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিজের কর্তৃত্ব পুরোপুরি ছেড়ে দেয় এবং কেবল বাজারের স্বাধীনতাকেই স্বীকৃতি দেয়। আজকের পরিস্থিতি ঠিক সেই দিকেই এগোচ্ছে যেখানে সামাজিক ও পরিবেশগত রূপান্তরের জটিলতা ও সংঘাতের মুখে রাষ্ট্র অর্থনীতিকে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করছে । আর জলবায়ু সুরক্ষা যদি আদৌ গুরুত্ব পায়, তবে তা বাজারের শক্তি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ওপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। নব্য-মার্কেন্টাইল বাণিজ্যনীতি বাজারনির্ভর বিশ্বায়নের অবসান ঘটাচ্ছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনীতির জায়গা দখল করছে ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর গোপন সমঝোতা। অলিগার্কিক শাসনব্যবস্থা ভেতর থেকে গণতন্ত্রকে ফাঁপা করে দিচ্ছে আর মৌলবাদী সংস্কৃতিযুদ্ধ ধ্বংস করছে মৌলিক মানবাধিকার। শ্রেণিগত সুবিধা স্থায়ী রূপ পাচ্ছে। লিঙ্গবাদ ও বর্ণবাদ রূপ নিচ্ছে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে। এবং পণ্যায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুরাওয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছিলেন, সেগুলোই পড়ছে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের অধীনে। এই নতুন বাণিজ্যিক ঢেউ এখন মূলত সামাজিক সম্পর্ককে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে পৃথিবীতে সবার জন্য যথেষ্ট কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তাই কেবল ‘সবচেয়ে উৎপাদনশীল’ মানুষেরই বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে। আর সেই অধিকার কার্যকর হবে এমন সমৃদ্ধ অঞ্চলে যেগুলোকে সংকটাপন্ন বাকি বিশ্বের কাছ থেকে সব ধরনের উপায়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে।

> শ্রেণি-প্রশ্নের প্রত্যাবর্তন

যুদ্ধ, বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তায় ভরা বর্তমান বিশ্বে বুরাওয়ের রেখে যাওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো- পুরোনো ব্যবস্থার ফাঁকফোকরে বিকল্প তৈরির চেষ্টা যথেষ্ট নয়। নিচ থেকে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক চর্চা নিঃসন্দেহে জরুরি। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট-নতুন অভিজাতদের “স্বৈরতান্ত্রিক উদারতাবাদ”কে রুখে দেওয়া সম্ভব হবে কেবল তখনই যখন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই এমন বিকল্প শক্তি উঠে আসবে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন ও বিশ্বাস আদায় করতে সক্ষম। এই কারণেই রাষ্ট্রক্ষমতার লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানো নিছক দায়িত্বহীনতা। যুক্তির ধারাবাহিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে বাজারের তথাকথিত স্বাভাবিক নিয়মের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শোষণ ও আধিপত্যকে আবার জনসমক্ষে উন্মোচিত করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় এরিক ওলিন রাইটের সমন্বিত শ্রেণি-তত্ত্বের ধারণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্ব মার্ক্সকে শুধু পোলানির সঙ্গে নয়, ওয়েবার ও বুর্দিয়ুর সঙ্গেও সংযুক্ত করে, পাশাপাশি ‘ব্লযাক’ এবং নারীবাদী মার্ক্সবাদের বৌদ্ধিক ধারাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে। শ্রেণি প্রশ্নকে নতুনভাবে বোঝার জন্য এই বিস্তৃত তাত্ত্বিক সংযোগ অপরিহার্য।

> বৈশ্বিক মার্ক্সবাদ

এই প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে কেউ একমত হোক বা না হোক, বৈশ্বিক আত্মচেতনা সম্পন্ন একটি সমাজতান্ত্রিক মার্ক্সবাদ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এটিই বুরাওয়ের উত্তরাধিকার থেকে উঠে আসা তৃতীয় এবং শেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মাইকেলের আকস্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে সেই সমাজতান্ত্রিক প্রজন্মকে হারাচ্ছি, যাদের একাডেমিক ও রাজনৈতিক গঠনে ১৯৬৮-পরবর্তী আন্দোলনগুলোর গভীর প্রভাব ছিল। নতুন প্রজন্ম অবশ্যই সামনে আসছে। আমার মতো প্রজন্মের সমাজতান্ত্রিকদের দায়িত্ব হলো বুরাওয়ের সমাজতান্ত্রিক মার্ক্সবাদের ধারণাকে চিন্তার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে আগ্রহী সবাইকে সমর্থন ও উৎসাহ দেওয়া। এই সমর্থনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। একই সঙ্গে ‘চিরন্তন সত্যের’ নামে গড়ে ওঠা নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিগুলোর সমালোচনা করা জরুরি। যেমন জরুরি সেই ধারণারও বিরোধিতা করা যেখানে মার্ক্সবাদকে একটি তাত্ত্বিক সুপারমার্কেট হিসেবে দেখা হয়। যেখানে সময়ের হাওয়া বুঝে ধারণা বেছে নেওয়া হয়, কিন্তু নিপীড়িত মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক বঞ্চনার সঙ্গে বাস্তব সংযোগ তৈরি করা হয় না। সংক্ষেপে বললে, আমাদের এখনই এমন মঞ্চ ও যোগাযোগের ধরন গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হবে, যেখানে সত্যিকারের আদানপ্রদান সম্ভব হবে। এই ধরনের বিনিময়ের মাধ্যমেই মাইকেল যে ধারণাটি কল্পনা করেছিলেন সেটি বাস্তব রূপ নিতে পারে। তিনি একে একটি কার্যকর ও জীবন্ত ভাবনা হিসেবে দেখেছিলেন। এই ভাবনাই হলো একটি বৈশ্বিক মার্কসবাদ। এর লক্ষ্য পুঁজিবাদকে অতিক্রম করা এবং তার সঙ্গে জড়িত যুদ্ধ ও বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখানো। ■

সরাসরি যোগাযোগ ক্লাউস ডোরে <klaus.doerre@uni-jena.de>

যারা এই চিন্তাভাবনাগুলো নিয়ে আরও আগ্রহী, তারা লেখক ও তাঁর শিক্ষার্থী এবং তরুণ সমাজতাত্ত্বিক সহকর্মীদের যৌথভাবে পরিচালিত প্রকল্প Emancipation through Socialism-এর ফলাফলও দেখতে পারেন। প্রকল্পটির তথ্য পাওয়া যাবে এখানে:
https://emasoc.de/sozialismus-von-unten-emanzipatorische-ansaetze/

অনুবাদ: মোঃ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

> শোষণ ও বাজারকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

ব্রিজিত আউলেনবাখার, রোলান্ড অ্যাটসমুলার, ফ্যাবিয়েন ডেসিয়্যু, রাফায়েল ডাইনডল, কারিন ফিশার এবং **জোহান্না গ্রুবনার,** ইয়োহানেস কেপলার ইউনিভার্সিটি লিনৎস, অস্ট্রিয়া

মাইকেল বুরাওয়ের সমাজবিজ্ঞান কেবল মার্ক্স বা পোলানিয়ির ভাবনায় সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি অনেক বিস্তৃত। এই প্রবন্ধে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক কাজগুলো পুনরালোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর বাজারভিত্তিক পুঁজিবাদের ওপর তাঁর বিশ্লেষণ।

> মাইকেল এবং কার্ল মার্ক্স

মাইকেলের কাজের বিস্তার ও ধারাবাহিকতা অল্প কথায় বোঝানো কঠিন। তাঁর বিশ্লেষণের নানা দিক এতই আকর্ষণীয় যে পাঠক সহজেই এর মধ্যে হারিয়ে যেতে পারেন। শ্রমপ্রক্রিয়ার ওপর তাঁর দীর্ঘমেয়াদি কাজকে তিনি বলেছেন "Odyssey of a Marxist Ethnographer", আর সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকাকে দেখেছেন একজন " ট্রাভেলিং ইন্টারপ্রেটার" বা ভ্রমণরত বিশ্লেষক হিসেবে।

মাইকেলের তাত্ত্বিক ভাবনা মার্ক্সবাদ ও শাস্ত্রীয় সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তিনি তাঁর শ্রমপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত কাজগুলোতে-পুঁজিবাদের সংকটপূর্ণ অবস্থান উল্লেখ করেছেন ও শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, এবং দেখিয়েছেন যে কারখানার মাধ্যমে শাসক শ্রেণী এর ভেতরে ও বাইরে কীভাবে আধিপত্য বিস্তার করে এবং বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোও ব্যাখ্যা করেছেন। তবে শুরু থেকেই, তিনি মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক ধারাকে ব্যবহার করেছেন সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, তবে সব সাধারণ ধারণা মেনে নেননি। শ্রমপ্রক্রিয়ার উপর তাঁর গবেষণা দেখিয়েছে যে, উৎপাদনের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই উপলব্ধি কোনো তাত্ত্বিক ধারণাকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ দেয় না, হোক তা বিজ্ঞান বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। তার দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বোঝায় যে, পুঁজিবাদের পরিবর্তনশীল গতিশীলতা এবং রূপান্তরকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

> কার্ল মার্ক্সের সঙ্গে কার্ল পোলানিকে যুক্তকরণ

১৯৭০-এর দশক থেকে পুঁজিবাদে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে, যাকে 'মাইকেল থার্ড ওয়েভ অব মার্কেটাইজেশন' তথা বাজারায়নের তৃতীয় তরঙ্গ বলছেন। একই সঙ্গে 'বাস্তব সমাজতন্ত্রের' শেষ হওয়ায় তিনি সমাজ ও বাজারের সম্পর্কের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করেন। এই পরিবর্তন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অ্যান্টোনিও গ্রামস্কি ও কার্ল পোলানির মতো চিন্তাবিদদের বৈচিত্র্যময় কাজকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের ধারণা গড়ে উঠেছে। মাইকেলের মতে, সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ শুধু একটি দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি উপনিবেশমুক্তি ও পরউপনিবেশবাদী অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করে, সমাজের পিতৃতান্ত্রিক বিভাজন বিবেচনা করে, এবং সামাজিক সংগ্রামের বৈচিত্র্য এবং পোস্ট-ক্যাপিটালিস্ট সমাজের সম্ভাব্য রূপগুলোকেও স্বীকৃতি দেয়।

মাইকেলের লক্ষ্য ছিল আমাদের সময়ের জন্য মার্ক্সবাদী ঐতিহ্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা। তিনি মনে করতেন, এজন্য প্রচলিত তাত্ত্বিক নিশ্চয়তা-র পরিবর্তে প্রয়োজন একটি ইগ্যালিটারিয়ান ডায়ালগ বা সমতাবাদী সংলাপ অর্থাৎ সমতার ভিত্তিতে মতবিনিময়, যেখানে সমালোচনামূলক সামাজিক তত্ত্ব ও বিজ্ঞান একত্রিত হবে এবং সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে।

বিশেষত, ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পর থেকে মাইকেল ক্রমেই কার্ল পোলানির মাস্টারপিস দা গ্রেট ট্রান্সফর্মেশন থেকে অনুপ্রাণিত হন। জাপানে ১৮ তম বিশ্ব সমাজবিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁর সভাপতিত্বমূলক বক্তৃতা "ফেসিং এন আনইকুয়াল ওয়ার্ল্ড" এ তিনি পোলানির ভাবনাকে বর্তমান সময়ের সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করেন, এবং একই সঙ্গে জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞান (পাবলিক স্যোসিওলজি) নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনার ফলাফলও তুলে ধরেন, অর্থাৎ মূল সংকটের সময় সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা কী হওয়া উচিত এটা আলোচনা করেন। তার সমাজবিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগ ও চিন্তাভাবনা সমকালীন বাজারমূলক মৌলবাদের (পোলানিয়ান অ্যানালিসিস) বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে, এবং একইভাবে, বাজারমূলক মৌলবাদের বিশ্লেষণও তার সমাজবিজ্ঞানের চিন্তাভাবনায় সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই সম্মিলিত ধারণাটিকে তিনি "পোলানিয়ান গ্লোবাল স্যোসিওলর্জি" বলে অভিহিত করেন-যা সমাজের জন্য, সমাজের ভেতরে এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞানের একটি ধরণ। এটি নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রিত করে উপস্থাপন করে।

> মুক্তবাজার মৌলবাদ: মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতা

তিনি বিভিন্ন দেশের রূপান্তরমূলক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এক অনন্য দৃষ্টিকোণ থেকে মাইকেল পোলানির দা গ্রেট ট্রান্সফর্মেশন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অতীত শতাব্দী এবং বর্তমানের মুভমেন্ট ও কাউন্টারমুভমেন্ট কে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একসাথে

>>

> “সমাজকে কেন্দ্র করে, সমাজের ভেতরে থেকে এবং সমাজের জন্য গড়ে ওঠা এক সমাজতত্ত্ব, যা বৈশ্বিক ও স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রিত করে।”

মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন। মাইকেলের পোলানিয়ান মুক্তবাজার মৌলবাদের তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বাজারায়নের তিনটি তরঙ্গের সমন্বিত বিশ্লেষণ, যা ম্যাক্রো এবং মেসো-স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, তিনি বাজারায়নকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ‘অভিজ্ঞতা’ হিসেবেও দেখেছেন। ইতিহাসের আলোকে মাইকেল দেখিয়েছেন, পোলানির কথিত ‘ফিকটিশাস কমোডিটিজ’ যেমন ভূমি/প্রকৃতি, শ্রম, অর্থ এবং ‘জ্ঞান’ -এসবকে বাজারে পণ্য হিসেবে বেচাকেনা করার চেষ্টা সমাজে নানা ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। এগুলো মূলত শ্রমিক অধিকার, সামাজিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রাম; কখনো শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলনের রূপে, আবার কখনো আইনি সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রক নীতিমালার দাবিতে প্রকাশ পেয়েছে।

মাইকেলের মতে, আমাদের সময়ের ‘কাউন্টারমুভমেন্টস’ বা প্রতিপ্রবাহ বুঝতে হলে মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা খেয়াল করা জরুরি; কারণ এই দৈনন্দিন সমস্যাগুলিই শেষ পর্যন্ত নানা ধরনের সামাজিক প্রতিবাদের জন্ম দেয়। মুক্তবাজার মৌলবাদের সময় শুধু জিনিসকে পণ্য বানানোই (কমোডিফিকেশন) নয়-বরং কোনো কিছু বাজার থেকে সরিয়ে দেওয়া (ডি-কমোডিফিকেশন), পুরোপুরি বাদ দেওয়া (এক্স-কমোডিফিকেশন) কিংবা আবার বাজারে ফিরিয়ে আনা (রি-কমোডিফিকেশন)- এসব প্রক্রিয়াও বড় ধরনের সংকট তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে যারা বেকারত্ব বা দারিদ্র্যের কারণে বাজার থেকে ছিটকে যায়, কিংবা যেসব পরিবেশগত সমস্যা লাভজনক নয় বলে অবহেলিত থাকে-এসব প্রক্রিয়ার ক্ষতি সবচেয়ে বেশি তারাই ভোগ করেন। মাইকেল কখনোই নাগরিক সমাজকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেননি-বিশেষ করে ডানপন্থী জনতাবাদের উত্থানের এই সময়ে। তাঁর মতে, এক-বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শ্রমিক আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনের বিস্তারই পোলানির ভাষায় নানা ধরনের “কাউন্টারমুভমেন্টস” বা প্রতিপ্রবাহ তৈরি করেছে, যা পুঁজিবাদের চলমান রূপান্তরের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

> সামাজিক আন্দোলনের জন্য এবং সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে মাইকেলের সমাজবিজ্ঞান

পোলানির বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে মাইকেল দেখিয়েছেন, পণ্যায়ন (কমোডিফিকেশন) আমাদের যুগের মূল উপলব্ধির বিষয়। পুঁজিবাদের সমালোচনার জন্য শোষণ অপরিহার্য হলেও, সাধারণ মানুষ প্রায়ই তা সচেতনভাবে বুঝতে পারে না-এই অন্তর্দৃষ্টি তিনি আগেই ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট-এ তুলে ধরেছিলেন। তার “সাধারণ তত্ত্বে”, বাজারায়নের তিনটি তরঙ্গকে আলাদা আলাদাভাবে দেখা হয়নি; বরং এগুলোকে পারস্পরিক সংযুক্ত ও দ্বন্দ্বাত্মক কখনও কখনও প্রতিসম বা পশ্চাদমুখী গতিশীলতার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে।

মাইকেল মনে করতেন, বর্তমান সময়ে প্রকৃতিকে বাজারে পরিণত করা “কমোডিফিকেশন অফ লেচার” সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে। তিনি বলেছিলেন, এর মোকাবিলা করতে হলে বৈশ্বিক পর্যায়ে কার্যকরী প্রতিরোধ আন্দোলন (কাউন্টারমুভমেন্টস) দরকার, কারণ শুধু এই পর্যায় থেকেই প্রকৃতির ক্ষয় এবং বৈশ্বিক আর্থিক পুঁজির কৌশলগুলোর বিরুদ্ধে অর্থপূর্ণ প্রতিবাদ করা সম্ভব। তবে এই আন্দোলনকে অবশ্যই রাজ্যসীমা, জাতীয় নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারায়নের স্বল্পমেয়াদী নীতিকে অতিক্রম করতে হবে।

সাধারণ আশাবাদকে উড়িয়ে দিয়ে, মাইকেল নিরঙ্কুশ নৈরাশ্যকে সমর্থন করেছেন। তিনি পোলানির এবং মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করেছেন, পোলানির “ফিকটিশাস কমোডিটিজ” এবং কাউন্টারমুভমেন্টস ধারণাগুলোকে মার্ক্সীয় পুঁজিবাদী গতিশীলতার বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়েছেন। মাইকেলের মতে, যদি আমরা বাজারায়নকে চালিত করা মূল শক্তিগুলোকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ না করি, তবে বোঝা সম্ভব হবে না যে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনগুলো এটি আরও শক্তিশালী করছে কিনা-চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত-নাকি এর প্রভাব কমাচ্ছে।

> মাইকেলের স্মরণে

দীর্ঘ বছর ধরে মাইকেলের সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত থাকার কারণে এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ও সমৃদ্ধ সহযোগিতামূলক কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া, তাঁর কাজ থেকে শিক্ষা নেওয়া, চিন্তাভাবনা বিনিময় করা এবং একত্রে কাজ করার সুযোগ সবই আমাদের জন্য অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর বুদ্ধিভিত্তিক উদারতা, একাডেমিক নিবেদন এবং প্ররোচনামূলক হাস্যরস আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে মাইকেল অস্ট্রিয়ায় আন্তর্জাতিক কার্ল পোলানি সোসাইটির ভিত্তি স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। গ্লোবাল ডায়ালগ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি আমাদেরকে এই অসাধারণ পত্রিকায় অবদান রাখার সুযোগ দিয়েছিলেন। আরও অনেক কিছু বলা সম্ভব, কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের সময়ের এক অসাধারণ চিন্তাবিদ চলে গেছেন। আমরা তাঁকে স্মরণ করি এবং গভীরভাবে তার অভাব অনুভব করছি।■

সরাসরি যোগাযোগ: ব্রিজিত আউলেনবাখার : <brigitte.aulenbacher@jku.at>

অনুবাদ: আয়শা সিদ্দিকা হুমায়রা, গবেষক, ইউসেপ বাংলাদেশ।

> মাইকেল বুরাওয়ের জন্য: একটি প্রশংসা

ন্যান্সি ফ্রেজার, নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মাইকেল বুরাওয়ের মর্মান্তিক এবং অর্থহীন মৃত্যুর খবরে আমরা সকলেই হতবাক এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমার জন্য, সেই খবরটি হাতছাড়া সুযোগের জন্য অনুশোচনার যন্ত্রণাও বয়ে এনেছিল। আমি দীর্ঘদিন ধরে মাইকেলের বৌদ্ধিক প্রতিভা, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং ব্যক্তিগত উষ্ণতার প্রশংসা করে আসছিলাম। কিন্তু আমি তার সাথে একটি টেকসই সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগটি নষ্ট করেছিলাম। আসলে, আমরা কেবল মাঝে মাঝেই যোগাযোগ করতাম: প্রথমত, নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে, ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন তিনি একজন ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন এবং আমি নিউ স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম; এবং পরে, একাধিক সম্মেলন এবং সেমিনারে, যেখানে আমরা মার্কস এবং পোলানি, গ্রামসি এবং ডু বোইস নিয়ে আলোচনা করেছি, সবই গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক রূপান্ড়রের সম্ভাবনা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে। এই প্রতিটি সভাই ফলপ্রসু ছিল কিন্তু একই সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়ও পরিপূর্ণ ছিল। নর্থওয়েস্টার্নে, মাইকেল এক কঠিন, সংকটময় মুহূর্তে আমার সমর্থনে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যা কেবল নিঃস্বার্থ, স্বতঃস্ফূর্ত উদারতার একটি কাজ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। সম্মেলনগুলিতে, তিনি বৌদ্ধিক, আবেগপ্রবণ বিতর্কে জড়িয়েছিলেন, যা আমাকে আরও গভীর, আরও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি ও ভাবতে বাধ্য করেছিল। এখন, যখন তার মৃত্যু নিয়ে ক্ষতির মুখোমুখি হই, তখনই আমি বুঝতে পারি যে তিনি আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। এবং এখনই আমি বুঝতে পারি যে তার সাথে আরও টেকসই সংলাপ না চালিয়ে আমি কতটা মিস করেছি।

> যৌথ অনুপ্রেরণা

অবশ্যই, আলোচনা করার জন্য অনেক কিছু ছিল, মাইকেল এবং আমি কতটা ভাগ করে নিয়েছিলাম তা বিবেচনা করে। ধরা যাক, এই ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত সমাজবিজ্ঞানী যখন তিনটি মহাদেশের শ্রম ব্যবস্থা অধ্যয়ন করেছিলেন, তখন আমি তুলনামূলকভাবে প্রাদেশিক মার্কিন দার্শনিক। কিন্তু আমরা দুজনেই বেবি বুমার প্রজন্মের এবং নব্য-বামপন্থী ছিলাম যারা মুক্তি আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী উত্থানের এক অসাধারণ মুহূর্তে আমাদের নিজ নিজ কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দুজনেই "সমাজতন্ত্র-পরবর্তী" সময়ের জন্য এমন একটি মার্কসবাদ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম, যা পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক বিকৃতি থেকে প্রাপ্ত কঠিন শিক্ষার সাথে নতুন সামাজিক আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য ছিলো, যদি অবিকশিত,অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে একত্রিত করতে পারে। তবে এখন যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে তা হল, আমরা দুজনেই একই মধ্যে এই মিলের জন্য উপাদান খুঁজে পেয়েছি।

কার্ল পোলানিই এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর মধ্যে, মাইকেল এবং আমি উভয়েই এমন একজন চিন্ড়বিদকে দেখতে পেয়েছিলাম যিনি মার্কসকে পরিপূর্ণএবং সমৃদ্ধ করেছিলেন। যারা "দুই কার্ল" কে পারস্পরিক বিরোধী বলে অভিহিত করেছিলেন তাদের প্রতি একমত না হয়ে, আমরা স্বাধীনভাবে দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন এর পাঠগুলি তৈরি করেছি যা পুঁজিবাদী সংকট এবং সামাজিক সংগ্রামের বিস্তৃত, আন্তঃ-মার্কসীয় বোঝাপড়া প্রদান করে।

> পুঁজিবাদী সমাজে সংগ্রাম বোঝার নতুন উপায়

আমাদের উভয়ের জন্য, জমি, শ্রম এবং অর্থের কাল্পনিক পণ্যে রূপান্ড়রকরণের বিষয়ে পোলানির বিবরণ পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোগত শিকড়গুলিকে প্রকাশ করেছে, বাস্তুতন্ত্র, সামাজিক প্রজনন এবং অর্থের সংকটের - প্রথম দুটি "অর্থনীতি" থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু মাইকেলের এই বিন্দুর সূত্রটি অনন্যভাবে উজ্জ্বল ছিল, এমন একজন পোলানির ধারণা তৈরি করেছিল যিনি অপরিহার্যবাদ-বিরোধী এবং গভীরভাবে মার্কসবাদী ছিলেন। বুরাওয়ের ভাষায়, কাল্পনিক পণ্যে রূপান্ড়রকরণে ভূমি, শ্রম এবং অর্থকে বিনিময় মূল্যের জন্য হ্রাস করে এবং এর ফলে তাদের ব্যবহার মূল্য ধ্বংস করে, যার মধ্যে প্রকৃত পণ্যের বাজারের সম্ভাবনার শর্তও অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের উভয়ের জন্যও, পোলানির "দ্বৈত আন্দোলন" ধারণা, যা বর্ধিত বাজারীকরণের সমর্থকদের এর থেকে সামাজিক সুরক্ষার সমর্থকদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে, পুঁজিবাদী সমাজে সংগ্রাম বোঝার একটি নতুন উপায়ের পরামর্শ দিয়েছে। উৎপাদন বিন্দু থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, এই দ্বন্দ্বগুলিকে আমি "সীমান্ত সংগ্রাম" বলেছি যা জীবনের শৃঙ্খলা এবং সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক নকশার সাথে প্রতিযোগিতা করে, উদ্বৃত্ত মূল্য বিতরণের বিপরীতে। মাইকেল এবং আমার উভয়ের জন্যই, পোলানির ব্যক্তিত্ব, অর্থনীতিবাদ, বহুমুখী স্থান এবং ধ্রুপদী মার্কসবাদের কেন্দ্রবিন্দু ছাড়িয়ে পুঁজিবাদ-বিরোধী সক্রিয়তার রূপগুলিকে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল।

> বিভিন্নমূখী ব্যাখ্যা: সংশয়বাদ বনাম ক্ষমতা এবং প্রতিশ্রুতি

তবুও একটি গুর্ত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। যদিও পোলানির "সমাজ" এর আহ্বান সম্পর্কে আমি গভীরভাবে সন্দিহান ছিলাম, যাকে আমি অপরিহার্যতাবাদী এবং অ-বাজার-ভিত্তিক আধিপত্যকে অস্পষ্ট করার জন্য গ্রহণ করেছিলাম, মাইকেল এটিকে ইতিবাচকভাবে আড়াল করেছিলেন - "সক্রিয় সমাজ" হিসাবে। পুঁজিবাদী বিকাশের দ্বারা আবির্ভূত হয়েছিল এবং এইভাবে, ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট, পোলানিয়ান সমাজ তার কাছে গতিশীলতায় পূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। কর্মশক্তিতে ভরপুর, এটি সমাজতন্ত্রের একটি

>>

"লিবারেল অভিজাতদের মধ্যে স্পষ্টভাবেই সেই ইচ্ছার অভাব দেখা যায়, যে ব্যবস্থাই একসময় তাদের ক্ষমতাবান করেছিল, সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার।"

নতুন রূপের পূর্বাভাস দিয়েছিল যেখানে কথিত স্ব-নিয়ন্ত্রক বাজার একটি সত্যিকারের স্ব-নিয়ন্ত্রক সমাজের অধীনস্থ হবে। এখনই, তার ২০০৩ সালের অসামান্য প্রবন্ধ, "ফর এ সোসিওলজিক্যাল মার্ক্সিজম" পুনরায় পড়ার পর, আমি মাইকেলের ব্যাখ্যার শক্তি এবং প্রতিশ্রুতি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

> গ্রামসির কাজের মাধ্যমে মিলন

সেই বিখ্যাত প্রবন্ধটি পোলানি এবং আন্তোনিও গ্রামসির মধ্যে মিলনকে তুলে ধরেছিল, যিনি মাইকেলের সাথে আমার ভাগ করা দ্বিতীয় প্রধান রেফারেন্স পয়েন্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইতালীয়রাও উন্নত পুঁজিবাদে সমাজের কেন্দ্রীয়তাকে তুলে ধরেছিলেন। তবে পোলানির বিপরীতে, গ্রামসি "নাগরিক সমাজ" তত্ত্বকে দ্বান্দ্বিকভাবে উপস্থাপন করেছিলেন: শ্রেণিগত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র এবং এর উপর একটি সীমাবদ্ধতা উভয়ই। উন্নত পুঁজিবাদী সমাজের জন্য, নাগরিক সমাজ হল অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী স্থান, স্কুল এবং গির্জা, আইন আদালত এবং কল্যাণ সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্র, ট্রেড ইউনিয়ন এবং পেশাদার সমিতি, মিডিয়া এবং জাদুঘরের একটি কেন্দ্র।

এখানেই জনমত এবং দৈনন্দিন বোঝাপড়া তৈরি এবং প্রচারিত হয়, বুর্জোয়া সাধারণ জ্ঞানকে আধিপত্যবাদী করে তোলা হয় এবং শ্রেণি শাসনের প্রতি আধিপত্যের সম্মতি (কমবেশি) জয়ী হয়। কিন্তু এখানেই সব নয়। নাগরিক সমাজও বিরোধের একটি স্থান, যেখানে সম্মতি দ্বন্দ্ব করতে পারে এবং নীতিগতভাবে প্রতি-আধিপত্য তৈরি করা যেতে পারে। একই সাথে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিযোগিতার একটি ভূখণ্ড, এটি অর্থনীতি থেকে রাজনীতির আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন এবং নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাট্রিক্স, শ্রেণী-কাঠামোগত বলক্ষেত্র এবং ঐতিহাসিক সংমিশ্রণে পূর্বোক্তের অন্তর্নিহিততার ইঙ্গিত দেয়। মাইকেলের জন্য, আমার জন্যও, এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলগতভাবে এক। আমরা দুজনেই গ্রামশীয় ধারণা বিস্তৃত পরিসরের প্রচুর ব্যবহার করেছি, যার মধ্যে রয়েছে নাগরিক সমাজ, সম্প্রসারিত (বা অবিচ্ছেদ্য) রাষ্ট্র, ঐতিহাসিক বক, কর্তৃত্বের সংকট, আন্তঃরাজ্য, নিষ্ক্রিয় বিপ্লব, নিম্নবর্গতা, আধিপত্যবাদ এবং প্রতি-আধিপত্যবাদ, সাধারণ জ্ঞান এবং সুবুদ্ধি, অবস্থানের যুদ্ধ এবং আন্দোলনের যুদ্ধ, ফোর্ডবাদ এবং "আমেরিকানবাদ"।

মাইকেল এবং আমি প্রথম একটি প্রাথমিক প্রবন্ধে এই ধারণাগুলির কিছু ব্যবহারের সাথে সংযুক্ত হয়েছিলাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে, আমি আধা-সচেতনভাবে গ্রামশিয়ান ভাবধারাগুলো প্রয়োগ করেছি শেষের দিকের সামাজিক-গণতান্ত্রিক, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যে "প্রয়োজন নিয়ে সংগ্রাম" বিশ্লেষণ করার জন্য। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট "সামাজিক" ক্ষেত্রে, যেখানে পূর্বে "ব্যক্তিগত" বিষয়গুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠত, এই সংগ্রামগুলি কেবল চাহিদা পূরণের জন্যই নয়, বরং তাদের ব্যাখ্যা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিকতার মাধ্যমে সেগুলি পূরণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারী পদ্ধতির সাথেও বিরোধিতা করেছিল। এগুলিও ছিল সীমানা সংগ্রাম, কিন্তু পোলানির বিপরীতে, একটি "ত্রিমুখী আন্দোলন" গঠন করেছিল, যার মধ্যে দুই নয় বরং তিন ধরণের প্রতিপক্ষ ছিল: উগ্রপন্থী কর্মী যারা "পলাতক" চাহিদার জনসাধারণের রাজনৈতিক চরিত্র এবং তাদের অংশগ্রহণমূলক-গণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য জঙ্গিবাদ করেছিলেন; রক্ষণশীলরা যারা এই চাহিদাগুলিকে পারিবারিক এবং বাজার ছিটমহলগুলিতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য রেখেছিলেন যারা পূর্বে তাদের রাজনৈতিকভাবে অরাজনৈতিক করে তুলেছিল; এবং প্রগতিশীল উদারপন্থী প্রযুক্তিবিদেরা, যারা এই প্রয়োজনগুলোকে প্রশাসনিক ভাষায় রূপান্তর করে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে মেটানোর চেষ্টা করছিল। মাইকেল আমার চেয়ে ভালোভাবে এবং তার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিশ্লেষণটি গ্রামসির চিন্তাধারার কাছে কতটা ঋণী। ২০০৩ সালে এই কাজের উপর তার আলোচনা আমাকে একটি স্নাতকোত্তর সেমিনারে "দ্য প্রিজন নোটবুকস" সম্পর্কে একটি পদ্ধতিগত অধ্যয়ন শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এর জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ।

> যখন আধিপত্যবাদী শাসন সম্মতির পরিবর্তে বলবৎ হয়ে ওঠে

মাইকেলও বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রামসির এখন কতটা দেওয়ার আছে, এক অন্ধকার ঐতিহাসিক সংমিশ্রণের সময়কালে। ট্রাম্পবাদ (এবং বিশ্বজুড়ে এর অনেক উপমা) দ্বারা প্রভাবিত এক যুগে, একটি উন্নত উদার-গণতান্ত্রিক সমাজে আধিপত্যবাদী শাসনের "স্বাভাবিক" কার্যক্রম এবং ফ্যাসিবাদে এর রোগগত রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে মহান ইতালীয় কমিউনিষ্ট সময়কালের বৈপরীত্য স্মরণ করা দরকারী। মাইকেলের উজ্জ্বল ভাবনায় গ্রামসির বিবরণ অনুকরণীয়। সম্মতি এবং বলপ্রয়োগের একটি সুষম মিশ্রণ হিসাবে আধিপত্যবাদী শাসনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, গ্রামসির জন্য, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার স্বাভাবিক রূপ "কেবলমাত্র বাইরের খাদ, যার পিছনে দুর্গ এবং মাটির তৈরি শক্তিশালী ব্যবস্থা" অর্থাৎ নাগরিক সমাজ। যতদূর পর্যন্ত সেই "ব্যবস্থা" শ্রেণি শাসনের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সরাসরি শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং দৃশ্যমানতা উভয়ই হ্রাস করে।

আজ, অবশ্যই, সেই দুর্গ এবং মাটির কাজগুলি আক্রমণের মুখে -বামপন্থীদের দ্বারা নয় বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মাগা (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন) রাষ্ট্র পদ্ধতিগতভাবে উদার-গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংযুক্ত করছে: শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনকে ছিন্নভিন্ন করছে; রাষ্ট্র-স্বাধীন মিডিয়া এবং সরকার-স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির; বেসরকারী সংস্থা, এনজিও এবং পেশাদার সমিতিগুলির। এইভাবে বুর্জোয়া সমাজের সম্মতি তৈরির "স্বাভাবিক" চ্যানেলগুলিকে বাতিল করে, এটি বল প্রয়োগের পক্ষে আধিপত্যবাদী ভারসাম্যকে স্থানান্তরিত করছে। পরবর্তীকালের দৃশ্যমানতা এখন বৃহৎ, নিষ্ঠুর বাস্তবতা এবং আসন্ন হুমকি উভয়ই। পুলিশিংকে সামরিকীকরণ করা হয়, প্রতিবাদ বাতিল করা হয়, এবং মুখোশধারী লোকেরা অভিবাসীদের রাস্তা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং নির্বাসিত করা হয়। ভয়ের সংস্কৃতি সমগ্র বসতিতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। যদি এটিকে অনেকটা প্রাথমিক ফ্যাসিবাদের মতো দেখায়, তবে এটি একটি নতুন ধরণের ফ্যাসিবাদকে নির্দেশ করে, যা প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নয়, বরং একটি "জাগ্রত বাম" এর ভয়ঙ্কর ছায়াকে সামনে আনে যা নব্য উদারপন্থীদের সাথে জোটবদ্ধ ছিল এবং যার প্রতি শ্রমিক শ্রেণির সমর্থন নাই বললেই চলে।

> (প্রোটো) ফ্যাসিবাদ মোকাবিলা করার উপায়: বুরাওয়ের অন্তর্দৃষ্টি বা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সংহতি

এই অনুমানে, একটি কার্যকর বিরোধী দল কোথায় কেন্দ্রীভূত হতে পারে?

>>

অবশ্যই উদারপন্থী অভিজাতদের মধ্যে নয়। নাগরিক সমাজের একটি সমন্বিত জঙ্গি আত্মরক্ষা গড়ে তোলা তো দূরের কথা, সেই স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সম্মিলিত পদক্ষেপের কোনও চিন্তাভাবনা ত্যাগ করেছেন এবং ব্যক্তিগত চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য তাড়াহুড়ো করেছেন। স্পষ্টতই, তাদের সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার ইচ্ছাশক্তির অভাব রয়েছে যা একসময় তাদের ক্ষমতায়িত করেছিল। কার্যকর বিরোধী দল, যদি আসে, তবে অন্য কোথাও থেকে আসবে।

কি এই ধরনের বিরোধী দল নীচ থেকে আসতে পারে? কি এমন একটি নিম্নবর্গ-নেতৃত্বাধীন ঐতিহাসিক বকের আবির্ভাব হতে পারে যা (প্রোটো) ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটি বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী দল গড়ে তুলতে পারে? অনুমান করা যায়, এমন একটি জোটের মূল লক্ষ্য হবে না সেই "নন প্যাথোলজিকাল বা স্বাভাবিক" শক্তি ও সম্মতির ভারসাম্য পুনঃস্থাপন করা, যা "স্বাভাবিকভাবে" পুঁজিবাদী শ্রেণি আধিপত্যকে সমর্থন করার জন্য বুর্জোয়া কর্তৃত্বকে দৃঢ় করে তোলে। বরং এই ধরনের কর্তৃত্ব এবং আধিপত্যকে অতিক্রম করা হবে। কিন্তু এমন একটি জোটকে টেকসই করতে হলে, অধীনস্ত বা নিপীড়িত শ্রেণির সমালোচনামূলক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে বর্তমানে তাদের বিভক্ত করে রাখা বিষাক্ত ভুলস্বীকৃতির গভীর খাঁজ বিশেষ করে বর্ণভিত্তিক বিভাজন অতিক্রম করতে হবে। এই ধরণের প্রক্রিয়া কি এখনও কল্পনা করা যায়?

মাইকেলের এই বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে। বামপন্থীদের জন্য এটি একটি ভয়াবহ ক্ষতি যে তার কণ্ঠস্বর এখন স্তব্ধ। তবে, সৌভাগ্যবশত, তিনি আমাদের জন্য এমন একটি সমৃদ্ধ ভার রেখে গেছেন, যা কঠোর বিশ্লেষণ ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় ভরা, এবং যার সাহায্যে আমরা কাজ করতে পারি মুক্তির জন্য বর্তমান দিনের সম্ভাবনাগুলি স্পষ্ট করার জন্য তার অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে একত্রিত করেই আমরা এই উজ্জ্বল এবং মানবিক চিন্তাবিদকে সর্বোত্তমভাবে সম্মান জানাতে পারি। ■

ন্যান্সি ফ্রেজারের সাথে সরাসরি যোগাযোগঃ <frasern@newschool.edu>

অনুবাদঃ মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক,
ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ,
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

> মাইকেলের লোক সমাজবিজ্ঞান ও মনোযোগ অর্থনীতি

এনগাই-লিং সাম ও **বব জেসপ,** ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

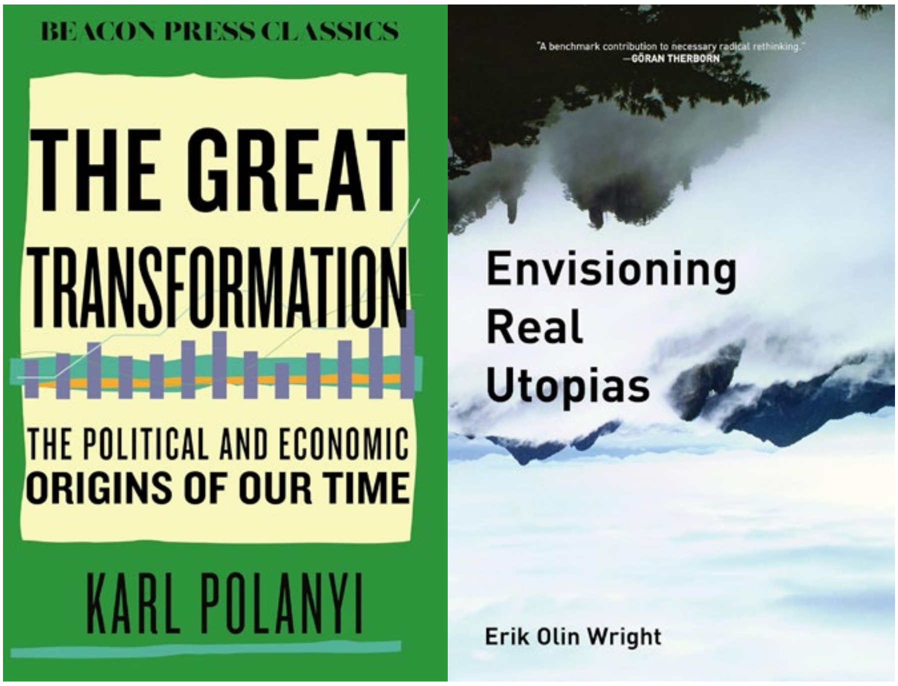

কার্ল পোলানির দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন (বিকন প্রেস, ২০২৫ সংস্করণ) এবং এরিক ওলিন রাইটের এনভিশনিং রিয়েল ইউটোপিয়াস (ভার্সো বুকস, ২০১০)।

এই লেখাটি মাইকেলের উদ্ভাবনী ও প্রভাবশালী ধারণা " লোক সমাজবিজ্ঞান"-এর প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধার প্রতিফলন, পাশাপাশি কিভাবে মনোযোগ অর্থনীতি ও পোস্ট-ট্রুথ ট্রাম্প যুগের বাস্তবতা মোকাবিলায় এই ধারণাটি আরও সমৃদ্ধ করা যায় তা নিয়ে এই লেখায় আলোচনা করা হয়েছে। মাইকেল তাত্ত্বিকভাবে মার্কস ও পোলানিকে একে অপরের থেকে আলাদা করেছেন, বিশেষ করে পুঁজিবাদ, পণ্যায়ন, শোষণ ও বৈষম্য বিশ্লেষণে বাজারায়নের তিনটি ধারা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাদের কাজকে সমন্বয় ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছেন।

> মাইকেল, মার্কস, এবং পোলানি

মাইকেল মার্কসকে উৎপাদনে পুঁজিবাদী শোষণের তাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন যিনি মূলত বাজারায়নের প্রথম ধারার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। অন্যদিকে, পোলানি বাজার সম্পর্কের পণ্যায়নের তাত্ত্বিক ছিলেন যিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে কিভাবে কাল্পনিক পণ্য (যেমন শ্রমশক্তি, অর্থ, এবং ভূমি), যা সরাসরি বিক্রয়ের জন্য উৎপাদিত নয় যদিও এদের প্রত্যেকটিরই দাম রয়েছে, বাজারের স্ব-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ব্যর্থ করার দিকে নিয়ে যায় এবং সমাজকে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করে যাতে এই পণ্যের ব্যবহারমূল্য সংরক্ষিত থাকে। মাইকেল পোলানির বিশ্লেষণকে সম্প্রসারণ করে তৃতীয় ধারার বাজারায়নও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা ১৯৮০-এর দশকে নব্যউদারবাদের মাধ্যমে সূচিত হয়। এ ধারাটি প্রকৃতিকেও পণ্য হিসেবে রুপ দিয়েছে সাথে পরিবেশগত অবনতিও ঘটিয়েছে। এই নতুন ধারা জ্ঞানকেও পণ্যায়ন করেছে বিশেষ করে মেধাস্বত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার আকারে।

মার্কস এবং পোলানির এই মিশ্র ব্যাখ্যা ২০২২ সালেও দেখা গিয়েছে যখন মাইকেল ই. ও. রাইটের "রিয়াল ইউটোপিয়া" নিয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ওপর আলোকপাত করেন। ইউটোপিয়ারা বাজার বা রাষ্ট্রকে বিলোপ করে না বরং এগুলোকে সমাজের সামষ্টিক স্ব-সংগঠনের অধীনস্ত করে রাখে। এরা সমাজকে আবার সমাজতন্ত্রের দিকে ফিরিয়ে আনে এবং দেখায় যে, পাল্টা আন্দোলনের মতো তারা পণ্যায়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়, যেমন উইকিপিডিয়া জ্ঞানের পণ্যায়নের বিরুদ্ধে কাজ করে। মাইকেলের সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ কাল্পনিক পণ্যায়ন এবং সমাজ কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা অনুসন্ধানের জন্য লোক সমাজবিজ্ঞানকে উপযুক্ত পন্থা মনে করেন।

> মনোযোগ অর্থনীতি এবং পোস্ট-ট্রুথ ট্রাম্প যুগ

২০২৫ সালে মাইকেল তাঁর মৃত্যুর আগের শেষ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প যুগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এটি তৃতীয় ধারার বাজারায়নের সর্বশেষ ধাপ হিসেবে

>>

দেখা যেতে পারে, বিশেষ করে মনোযোগের পণ্যায়নের ক্ষেত্রে। এই পর্যায়ে, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের আচরণগত তথ্য ব্যবহার করে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যা বিনোদনভিত্তিক গেমিফিকেশন (যেমন কুইজ, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব, ভার্চুয়াল মুদ্রা, একচেটিয়া পয়েন্ট সিস্টেম, সামাজিক নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি) এবং অতিরঞ্জিত বক্তৃতা/ছবির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। এই প্ররোচনামূলক পদ্ধতিগুলো ব্যবহারকারীদের সম্পৃক্ত এবং মনোযোগের অর্থনীতিতে আবদ্ধ করে রাখে। সমালোচনার দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়, মানব মনোযোগ একটি সীমিত সম্পদ হয়ে ওঠে যা বিনিময়মূল্য অর্জনের জন্য পণ্যায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা তথ্য ও মনোযোগ আকর্ষণ, দখল, ছাঁকনি এবং অর্থায়ন করতে প্রতিযোগিতা করে। মনোযোগ অর্থনীতিতে এই ধরণের পণ্যায়নের কাজ করে সিলিকন ভ্যালির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন মেটা'র জাকারবার্গ)। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্ল্যাটফর্মে তথ্য সংগ্রহ করে, ডেটা সেন্টারে একত্রিত করে এবং অ্যালগরিদম নকশা ও গেমিফিকেশন/প্ররোচনামূলক কৌশল নিয়ন্ত্রণ করে যা তাদের ওয়েবসাইটে মানুষের মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। তারা ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করতে ও মতামতকে প্রভাবিত করতে এবং সম্ভবত অর্থনৈতিক ও এমনকি রাজনৈতিক ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলতেও তাদেরকে কিছু মিডিয়া বা সামাজিক-অর্থনৈতিক পণ্য (যেমন ডিজিটাল উপ-হার, ভিডিও, নিউজফিড, নেটওয়ার্কিং) দিয়ে থাকে।

এই প্রেক্ষাপটে, মানুষের মনোযোগ বিনিময়মূল্য উৎপন্ন করে কারণ এটি একই সঙ্গে একটি সম্পদ এবং একটি মুদ্রা। একটি সম্পদ হিসেবে, এটি বিক্রয় বাড়ানো ও প্রভাব সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি মুদ্রা হিসেবে, ব্যবহারকারীদের জ্ঞানাত্মক, আবেগগত এবং সংবেদনশীল মনোযোগ কিছু নির্দিষ্ট উপহার এবং প্রযুক্তিগত সেবার (যেমন ভার্চুয়াল ইভেন্ট টিকিট, সামাজিক সম্পৃক্ততা, ইন্টারনেট অনুসন্ধান) বিনিময়ে ব্যবহৃত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ সেই মনোযোগের কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রভাবক এবং মনোযোগ ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায় (যেমন বিজ্ঞাপন দেখানো এবং রাজনৈতিক "ফাস্ট-ফুড" টুইটের সম্মুখীন হওয়া)। এই ব্যবসায়ীরা সেই নিয়ন্ত্রণ পুনর্বিক্রয় করে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করে বিনিময়মূল্য আহরণ করে, যারা প্রদত্ত মনোযোগের পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ প্রদান করে (যেমন ব্যবহারকারীরা বিজ্ঞাপন কতক্ষণ ও কত গভীরভাবে দেখেছে)। অনুরূপভাবে, প্রভাবকরা ইনস্টাগ্রাম, টিকটক এবং এক্সের বার্তা ও টুইটের মাধ্যমে গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকে মুনাফায় রূপান্তর করার চেষ্টা করে।

মনোযোগ অর্থনীতি রাজনীতি এবং সমাজকেও পুনর্গঠন করছে। ট্রাম্প কে পোস্ট-ট্রুথ মনোযোগ আকর্ষণকারী সেলিব্রিটির প্রতীক হিসেবে দেখা হয় যিনি ট্রাম্প ব্র্যান্ড তৈরি করেছেন এবং এখন একজন রাজনীতিক হিসেবে সেটা ব্যবহার করছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যমের (যেমন ফক্স নিউজ, এক্স, এবং ট্রুথ সোশ্যাল) মাধ্যমে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যা রাজনৈতিকভাবে সমমনা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সংযুক্ত করতে অ্যালগরিদমিক কৌশল এবং ইকো চেম্বার হিসেবে কাজ করে। এগুলো তাকে প্রতিপক্ষদের ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে দেখাতে, জনসম্মুখে উৎসাহিত করার মতো সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও স্লোগান (যেমন "আমেরিকাকে আবার মহান করো") ব্যবহার করতে সাহায্য করে, যা দ্রুত তার পপুলিস্ট সামাজিক ভিত্তির আবেগ (আশা, ভয়, উদ্বেগ) কে জাগিয়ে তোলে। অন্যান্য রাজনীতিকদের তার সরলীকৃত মিম এবং নাটকীয় কর্মকাণ্ডে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়, যা তাকে বাচনিক, আবেগীয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেয়। মনোযোগের এই যুগে রাজনৈতিক যোগাযোগের এমন পুনঃরূপায়ণ ব্যক্তিগত-সামাজিক জ্ঞানপ্রক্রিয়া (এবং আবেগ) কে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে সমাজকে নতুন নতুন দিকনির্দেশনায় বিভাজিত করে।

> মাইকেলের লোক সমাজবিজ্ঞান এবং পোস্ট-ডিসিপ্লিনারিটি

মাইকেলের লোক সমাজবিজ্ঞানের আহ্বানে প্রতিক্রিয়া স্বরুপ, এই ধারন-ার বিকাশ তৃতীয় ধারার পোস্ট-ট্রুথ মনোযোগ অর্থনীতির বৈশ্বিক বিস্তারের বিপক্ষে পাল্টা আন্দোলন চালানোর জন্য দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করেছে। এখানে মার্কস এবং পোলানির মধ্যকার সংযোগ হিসেবে বাস্তব ইউটোপিয়ারা কাজ করে, কারণ তারা প্রান্তিক পর্যায়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে যা মনোযোগ এবং জ্ঞানকেন্দ্রিক পণ্যায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, যদিও এটি সর্বদা বৈশ্বিক মাত্রায় সম্ভব হয় না। এমন প্রান্তিক পর্যায়ের কার্যক্রমের উদাহরণ হিসেবে বিকেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্মগুলোর "মনোযোগ সচেতনতা আন্দোলন" এবং স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল ডিটক্সের "মনোযোগ আশ্রয়স্থল" গড়ে তোলার কথা বলা যায় যারা অন্যান্য (আন্তঃ)জাতীয় স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এসব থাকার পরও, আচরণগত তথ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মনোযোগের পণ্যায়ন মানুষের জ্ঞানপ্রক্রিয়া, অনুভূতি আর আবেগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ বিষয়কে নিয়ন্ত্রন করছে, পাশাপাশি মনোযোগকে সম্পদ, মুদ্রা এবং প্রভাবিত করার মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগত-গণনামূলক ভিত্তি কাঠামো হিসেবেও ব্যবহার করছে।

এই পরিবর্তনগুলো বোঝার জন্য আমাদের সমাজতাত্ত্বিক কল্পনাশক্তিকে আগের চেয়ে আরও প্রসারিত করতে হবে। এরকম ঘটে যাওয়া পাল্টা আন্দোলনের জনগণকে এমনও কল্পনা করতে হতে পারে যে লোক, নীতি, সমালোচনামূলক এবং পেশাদার সমাজবিজ্ঞানকে পুনরায় সক্রিয় করা প্রয়োজন, পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলোকে পোস্ট-ডিসিপ্লিনারী পদ্ধতিতে একত্রিত করে আমাদের একাডেমিক ও সামষ্টিক জ্ঞানকে বৃদ্ধির জন্য চিন্তা করতে হবে। এক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞানের বাইরে গিয়ে সমালোচনামূলক মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিষয়ক এবং শিক্ষাব্যবস্থাপনা গবেষণা, গণনামূলক বিজ্ঞান, মিডিয়া অধ্যয়ন, বক্তৃতা বিশ্লেষণ, বৈচিত্র্যময় অর্থনীতি ও (আন্তর্জাতিক) রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে উদ্ভূত ধারণা ও সম্পর্কগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এর লক্ষ্য হলো মনোযোগ এবং জ্ঞানকেন্দ্রিক বাজারায়নের এই বিশেষ ক্ষমতাশালী ধারাকে মোকাবেলা করা, "রিয়াল ইউটোপিয়া" সম্পর্কে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতিফলন বাড়ানো এবং বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন ধাপে এই পাল্টা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানগত ও প্রতিনিধিত্বের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ এনগাই-লিং সাম <n.sum@lancaster.ac.uk>
বব জেসোপ <b.jessop@lancaster.ac.uk>

অনুবাদঃ ইয়াসমিন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

> তত্ত্বের গণ্ডি পেরিয়ে মাইকেল বুরাওয়য়ে

হেইডি গটফ্রিড, ওয়েইন স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইকেলের নেওয়া নৃবিজ্ঞান বিষয়ক স্নাতকোত্তর কোর্স আমাকে প্রথম গবেষণায় প্রেরণা দেয়, যেখানে আমি নারীবাদ ও গ্রামসিয়ান মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষুদ্রভিত্তি একত্র করে "অস্থায়ী সেবা শিল্পে নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে নমনীয়তা" নিয়ে কাজ শুরু করি। মাইকেলের অনুপ্রেরণা কেবল তাত্ত্বিক সীমায় আটকে থাকেনি; তিনি আমার প্রথম নৃবৈজ্ঞানিক অভি-যাত্রায় হাতে কলমে সহায়তাও দিয়েছিলেন। নিজ বাড়ি থেকে কাজ করা মাইকেল তখন আমার কাজের সমন্বয় করতেন এবং অস্থায়ী নিয়োগ/শ্রম সংস্থার পাঠানো চাকরির খবর আমাকে পৌঁছে দিতেন। এক অর্থে, তিনি ছিলেন আমার 'ডিসপ্যাচার'। তাই এই প্রবন্ধে শুধু তাঁর তত্ত্বের বিশ্লেষণ নয়; বরং এতে রয়েছে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ছাপ যা তাঁর কাজের প্রতি সমালোচনামূলক অনুধাবনের একটি মিশ্র প্রকাশও বটে। আমি চেষ্টা করেছি তাঁর শ্রম-অধ্যয়নের তাত্ত্বিক ধারাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে, যা একদিকে অ্যান্টোনিও গ্রামসির প্রিজন নোটবুকস-এর চিন্তাধারায় গভীরভাবে গাঁথা, আর অন্যদিকে কার্ল পোলানির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সংলাপের যে ধারাটি তিনি গড়ে তুলেছেন, তা দৃশ্যমান করার চেষ্টা।

> নৃবিজ্ঞানের মোড়

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ডোনাল্ড রয়কে নিয়ে মাইকেল বুরাওয়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করার মতো। 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট' এর বিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে রয়কে তিনি আখ্যায়িত করেন 'সমাজ-বিজ্ঞানী এবং শ্রমজীবী মানুষ' হিসেবে, অর্থাৎ এমন একজন সমাজতাত্ত্বিক, যিনি নিজেও শ্রমের মধ্য দিয়ে সমাজ বোঝার চেষ্টা করেছেন। নিজের প্রতিক্রিয়ায় মাইকেল চটকদার ভঙ্গিতে বলেন, "আমাদের পূর্বসূরিদের স্মরণ করা উচিত, কিন্তু তাঁদের মূর্তি বানিয়ে ভাস্কর্য বা পেডেস্টাল -এ বসালে। আমরা তাঁদেরকে সময়ের মধ্যে আটকে ফেলি এবং বর্তমানের জন্য তাঁদের যে গুরুত্ব, তা হারিয়ে ফেলি। সেই লেখার শেষ বাক্যগুলোতে মাইকেল নিজেকেও তুলে ধরেছেন-শিক্ষক, সংগঠক এবং গবেষক হিসেবে-"তিনি শিল্পশ্রম নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত সেই অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এসে সমাজবিজ্ঞানের কাজের নতুন পথ অনুসন্ধান করেছিলেন।"

মাইকেলের অবদান অধ্যয়ন কেবল তাঁর তাত্ত্বিক অবদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট' গ্রন্থে তিনি দৈনন্দিন জীবনকে শিকাগো স্কুল-এর সমাজতাত্ত্বিক ধারায় পাশ্চাত্য মার্কসবাদের বস্তুবাদী ঐতিহ্য-র ধারণা দিয়ে একসঙ্গে একত্রে দেখবার কথা ভেবেছিলেন; এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি মার্কসবাদের গবেষণায় 'নৃবৈজ্ঞানিক মোড়' (এথনোগ্রাফিক টার্ন)-এর পথ তৈরি করেন ও নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে, গ্লোবাল এথনোগ্রাফি (বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞান) এবং এথনোগ্রাফি আনবাউন্ড (মুক্ত নৃতত্ত্ব) গ্রন্থে বুরাওয়ে ও তাঁর সহকর্মীরা নৃবিজ্ঞানের শিল্পসম্মত প্রয়োগকে বিভিন্ন স্থানীয় ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। হাঙ্গেরির ওয়েলফেয়ার অফিস থেকে শুরু করে সান ফ্রান্সিসকোর গৃহহীন মানুষদের জীবন, আয়ারল্যান্ডের সফটওয়্যার ডেভেলপারদের কর্মজীবন, এমনকি ভারতের কেরালা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল সিটিতে স্থানান্তরিত নার্সদের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত এর পরিধি লক্ষণীয় ছিলো। নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকরাও বুরাওয়য়ের ক্ষুদ্র-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (মাইক্রোপলিটিক্যাল পার্সপেকটিভ) ব্যবহার করে নতুন দিক উন্মোচন করেন এবং তাঁরা গবেষণা করেন দেখান যে কীভাবে প্রতিনিয়ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে কারখানা, অফিস এবং সেবা-ক্ষেত্রে মানসিক শ্রম, পুরুষত্ব ও নারীত্ব পুনর্গঠিত হচ্ছে।

'এথনোগ্রাফি আনবাউন্ড' এবং 'গ্লোবাল এথনোগ্রাফি' নামক দুটি গ্রন্থই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার এক ধারাবাহিক বংশসূত্রের অংশ, যার সূত্রপাত হয়েছিল শিকাগো ও ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা ফিল্ড এর অর্থ নতুন করে ভাবতে শেখায়। সাধারণত নৃবিজ্ঞান স্থান-ভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু বুরাওয়ে দেখিয়েছেন স্থানীয় ব্যবস্থাকে বোঝার এই পদ্ধতি দিয়েই কীভাবে বৈশ্বিক বাস্তবতাও অনুসন্ধান করা যায় এবং এর মাধ্যমে তিনি নৃবিজ্ঞানকে এক নির্দিষ্ট সময় ও স্থানিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করেন। এরপর বুরাওয়ে পাঠককে নিয়ে যান এক তাত্ত্বিক অভিযাত্রায় যেখানে তিনি জেমসন, ক্যাসটেলস, হার্ভে এবং গিডেন্সের মতো চিন্তাবিদদের ধারণার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিকীকরণের একটি যথাযথ তত্ত্ব খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এই অনুসন্ধানে তিনি সময় ও স্থানের নতুন বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈশ্বিকীকরণের মূল সুরগুলি তুলে ধরেন, যেমনঃ স্থানচ্যুতি, সংকোচন, দূরত্ব সৃষ্টি, এবং বিলয়। এই বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলোর টুকরো টুকরো অংশ থেকে বুরাওয়ে বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেন।

> সমাজতাত্ত্বিক মার্কসবাদের ধারা

অতৃপ্ত কৌতূহল ও ভ্রমণপ্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি মাইকেলকে বারবার নিয়ে গিয়েছিল নানা সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ববিদদের শিল্পসম্ভারের জগতে। তাঁদের কাজ বিশ্লেষণ করে তিনি নতুনভাবে ভাবতে শিখেছিলেন, এবং সেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই আধুনিক সময়ে সমাজতাত্ত্বিক মার্কসবাদের এক নবায়িত রূপ তৈরি করেছিলেন। তাঁর "দুই ধারার মার্কসবাদের গল্প" এ টেল অফ টু মার্কসিসমস গ্রন্থে গ্রামসি ও পোলানির ভাবনার মুখোমুখি সংলাপের মধ্য দিয়ে উত্থাপিত থিমগুলো পুনরায় আলোচিত হয়। দুজন চিন্তাবিদই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যের প্রতিক্রিয়ায় এক জায়গায় এসে মিলে গেলেও, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই দুই মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্ব আর সীমাবদ্ধতার জায়গায় ভিন্নতা বিদ্যমান। এই আলোচনায় নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার ও শ্রমের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুরাওয়ে সিমোন দ্য বোভোয়ার ও ন্যান্সি ফ্রেজারের কথা উল্লেখ করেন । তবে তিনি স্বীকার করেন, এখানেই তাঁর নিজের তাত্ত্বিক দুর্বলতা রয়ে গেছে।গ্রামসি ও পোলানিকে তিনি সমালোচনা করেছেন কারণ তাঁরা সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস ও ক্ষমতার সম্পর্ককে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামসির আমেরিকানিজম অ্যান্ড ফোর্ডিজম (আমেরিকানবাদ ও ফোর্ডবাদ) বিখ্যাত প্রবন্ধে দেখা যায়, একগামী পরিবারকে তিনি শিল্পায়িত

>>

আমাদের যুগের জন্য পুনর্নবীকৃত সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ

সমাজে ফোর্ডবাদী উৎপাদনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে দেখেছেন। অন্যদিকে, পোলানি পরিবারকে দেখেছেন বাজারের ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও শ্রমের পণ্যায়নের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এক প্রতিরোধক বলয় হিসেবে। তবে, মাইকেলের নিজস্ব নারীবাদও পরিবারের দোরগোড়াতেই থেমে গেছে কারণ তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামো এখনো পর্যন্ত শ্রেণি ও লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ককে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

> > নারীবাদী মোড়

বুরাওয়ের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে এক শক্তিশালী নারীবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি ক্ষুদ্রস্তরের বিশ্লেষণ থেকে বৃহত্তর কাঠামোয় অগ্রসর হয় যেখানে যত্ন বা "কেয়ার" শ্রমের নব্যউদারনীতিকে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পোলানিকে নতুনভাবে পড়ার এই প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু হলো যত্ন ও গৃহস্থালি শ্রম কোনো প্রকৃত পণ্য নয়; অথচ বাজার এটি পণ্যে রূপান্তর করার চেষ্টা করছে। এই বাজারীকরণের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে প্রতিস্রোত আন্দোলন, যা যত্নের মানবিক সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করতে চায়।

আজকের বিশ্বে কেয়ারওয়ার্কের (যত্নশ্রমের) বহু ক্ষেত্রই বাজারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। আন্তরিকতার ক্রমবর্ধমান পণ্যায়ন দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক সম্পর্কের আরও বহু দিককে বাজারের ভেতরে টেনে নিচ্ছে, যেখানে সেগুলো মূলধনের প্রবাহে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে এই পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন জীবিকা-নির্ভর প্রক্রিয়া বজায় রাখতে মজুরিভিত্তিক (পণ্যায়িত) ও অবৈতনিক (অপণ্যায়িত) যত্ন ও গৃহস্থালি শ্রমের এক জটিল মিশ্রণকে অন্তর্ভুক্ত করে। অবৈতনিক শ্রম হলো গৃহস্থালির উৎপাদনের একটি উপাদান, যা আবার নির্ভর করে মজুরি-ভিত্তিক কাজ থেকে উপার্জিত অর্থে কেনা পণ্যের ওপর এবং এই দুই ধরনের শ্রমই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একটি পরিবারের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।

তবে এখানে একটি স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। পুঁজির প্রবণতা যেখানে পণ্যায়িত যত্ন ও গৃহস্থালি শ্রম থেকে মুনাফা আহরণের দিকে ধাবিত, সেখানে অপণ্যায়িত শ্রমই মূলত সেই পিতৃতান্ত্রিক ও জাতিগতভাবে স্তরায়িত 'পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক' পুনরুৎপাদনের ব্যয় বহন করে, যা শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। শ্রেণি ভেদ, যা লিঙ্গ এবং অভিবাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, তা অপণ্যায়িত ও পণ্যায়িত গৃহসেবা শ্রমের গতিশীলতার মূল ভিত্তি। জীবন-সংরক্ষণমূলক বা যত্নসম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের ব্যাপক ব্যক্তিগতকরণ ও পণ্যায়ন মূলত শ্রেণিভেদেই নির্ভর করে এবং প্রায়শ জাতিগত বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। নিম্নআয়ের পরিবারগুলো অপ্রাতিষ্ঠানিক, অপণ্যায়িত শ্রমের ওপর নির্ভর করে, যেখানে উচ্চআয়ের পরিবারগুলো বাজারভিত্তিক সেবা গ্রহণের সামর্থ্য রাখে এবং কর সুবিধা ও নগদ অর্থের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধা ভোগ করে। তবে এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, তারা প্রায়শই পণ্যায়িত শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। তাই এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শাসন কাঠামোর বিরোধী প্রতিরোধমূলক সামাজিক আন্দোলনগুলো সমাজে যত্ন ও জীবন রক্ষাকারী শ্রমের সামাজিক সংগঠনকে নতুনভাবে কল্পনা করছে, যাতে তা বাজারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে এবং মানবিক সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করে।

> স্থায়ী প্রেরণা

এই সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এমন এক রাজনৈতিক সময়ে দাঁড়িয়ে লেখা, যেখানে এখনো কর্তৃত্ববাদিতার ভয়াল ছায়া ঘুরে বেড়ায়। গ্রামশি, পোলানি ও নারীবাদী দৃষ্টিকোণ মিলিয়ে গড়ে ওঠা বুরাওয়ের বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ আমাদের শেখায় একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি কতটা জরুরি, যদি আমরা তাঁর বন্ধু ও সহযোগীএরিক ওলিন রাইটের কল্পিত 'বাস্তব ইউটোপিয়া'র মতো বিকল্প সমাজের স্বপ্নকে ছুঁতে চাই। সমস্ত প্রবন্ধ জুড়ে, জাম্বিয়ার কপারবেল্টের খনি বা শিকাগোর কারখানার অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সমাজবিজ্ঞানীদের কণ্ঠ উত্থানের নৈতিক অবস্থান - যেন সব জায়গাতেই বুরাওয়ের চিন্তা একই সুতায় গাঁথা। তাঁর কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয় ইতিহাসের জটিল পথবাঁকের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে সেই সূত্রগুলো, যেগুলো অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা চিনে নিতে সাহায্য করে।■

সরাসরি যোগাযোগ হেইডি গটফ্রিডঃ <Heidi.gottfried@wayne.edu>

অনুবাদঃ নূসান্তা অদ্রি, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> মাইকেল বুরাওয়ের
সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের বৃক্ষ

মিশেল উইলিয়ামস, উইটওয়াটারসর‌্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা

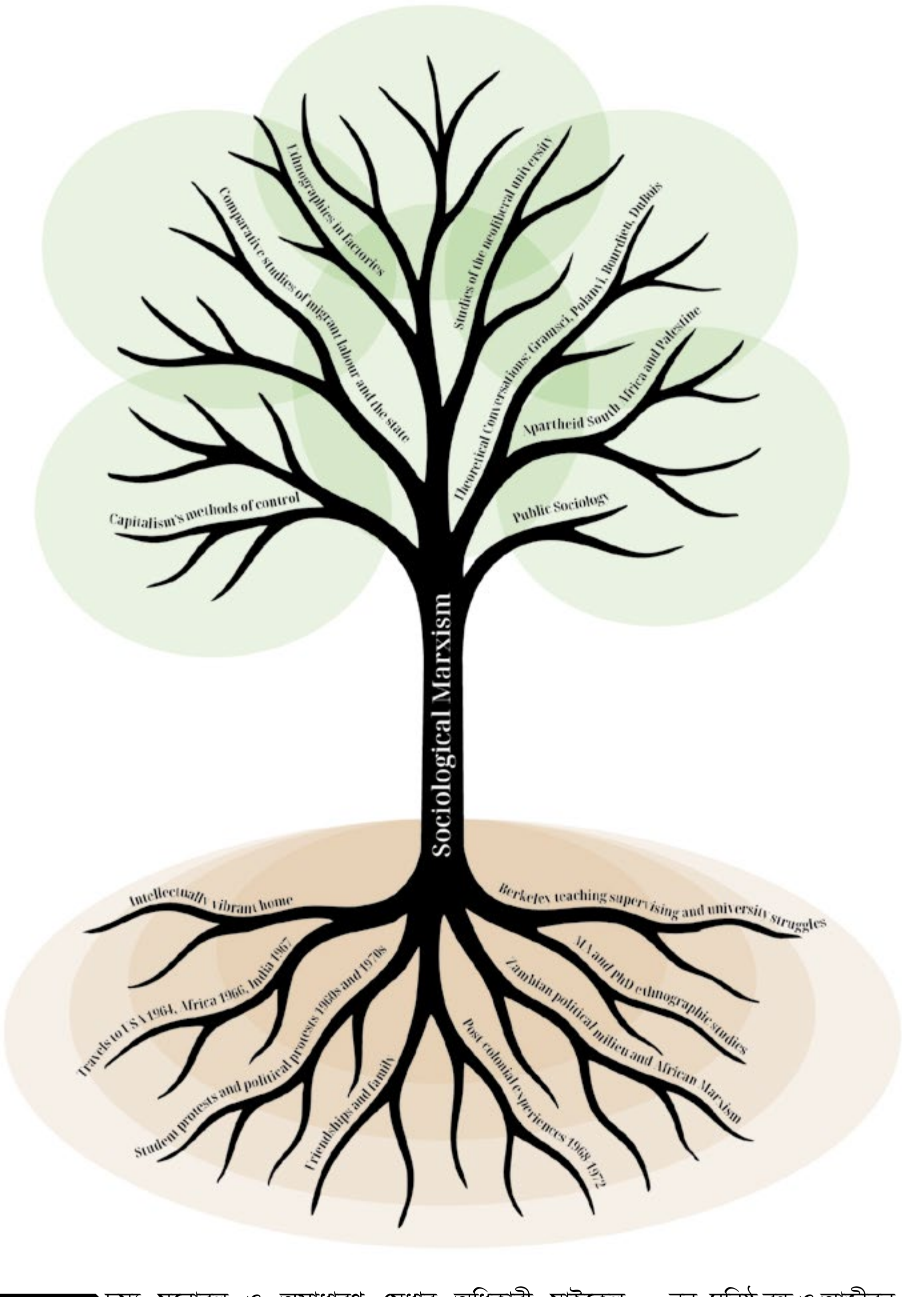

বুরাওয়ের সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের গাছ। কৃতজ্ঞতা: মিশেল উইলিয়ামস।

অদম্য মনোবল ও অসাধারণ মেধার অধিকারী মাইকেল বুরাওয়েকে আমরা হারিয়েছি ২০২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে এক নির্মম 'হিট-অ্যান্ড-রান' দুর্ঘটনায় চিরতরে নিভে গেল এই কিংবদন্তি সমাজবিজ্ঞানীর জীবন। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মাইকেল ছিলেন আমার এমএ ও পিএইচডি তত্ত্বাবধায়ক। বার্কলি ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার পরও তিনি নিয়মিত আসতেন, দেখা করতেন, এবং ধীরে ধীরে তিনি শুধু এক শিক্ষকই নন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আজীবন পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে তীব্র সমালোচকদের একজন, আবার একই সঙ্গে সবচেয়ে নিবেদিত সহযাত্রীও। মাইকেলের সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদের অবদানের পরিসর নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি জানি আমার অবস্থান পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়। একজন শিক্ষার্থী ও বন্ধু হিসেবে তাঁর কাছ থেকে যা শিখেছি, সেই কৃতজ্ঞতা ও স্নেহই আমার লেখাকে গড়ে তুলেছে। মাইকেলের এক বিশেষ গুণ ছিল। তিনি যে কোনো লেখা পড়ে তাতে নতুন কিছু সংযোজনের

>>

বা আরও উন্নত করার উপায় খুঁজে পেতেন। আমি নিশ্চিত, এই লেখাটিও তার ব্যতিক্রম হতো না। তবু আশা করি, আমার "বুরাওয়ের সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের বৃক্ষ" পড়ে তিনি কিছুটা হলেও মুচকি হাসতেন।

> বৃক্ষের শিকড়

মাইকেল বুরাওয়ে ছিলেন এক বিরল ধরণের পণ্ডিত, যিনি আজীবন সমাজ-বিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদ, এই দুই ক্ষেত্রেই অবিচল প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী মননকে এই দুই ধারায় তিনি এমনভাবে যুক্ত করেছেন, যা ছিল একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল ও নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভরপুর। । এই দ্বৈত অঙ্গীকারের উৎস ছিল আংশিকভাবে তাঁর নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা। সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এসেছে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যা গড়ে তুলেছিল তাঁর ন্যায়বোধ ও সমাজজগতের প্রতি গভীর কৌতূহল। মাইকেলের বাবা-মা ছিলেন রুশ-ইহুদি যারা ১৯২০-এর দশকে রাশিয়া ছেড়ে জার্মানিতে যান এবং সেখানে রসায়নে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে হিটলারের উত্থানের সময় তাঁরা জার্মানি ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। তাঁদের ঘর ছিল বৌদ্ধিক উদ্দীপনা ও রাজনৈতিক সচেতনতার এক প্রাণবন্ত পরিবেশ। ১৯৬৪ সালের গ্রীষ্মে মাত্র সতেরো বছর বয়সে বুরাওয়ে একটি নরওয়েজিয়ান কার্গো জাহাজে করে আটলান্টিক পাড়ি দেন এবং সেই গ্রীষ্মটি কাটান যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভ্রমণ করে নিউ ইয়র্কের এক বই বিক্রেতার জন্য বই বিক্রি করতে করতে। তখন দেশজুড়ে ফ্রি স্পিচ মুভমেন্ট, নাগরিক অধিকার আন্দোলন, ভিয়েতনামবিরোধী প্রতিবাদ এবং শহুরে বিদ্রোহে উত্তাল সময়। এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনাশক্তির প্রথম বীজ বপন করেছিল, যা পরবর্তী বছরগুলোতে ভারতে তৃতীয় শ্রেণির ট্রেনে ভ্রমণ এবং আফ্রিকা জুড়ে হেঁটে চলার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আরও গভীর ও দৃঢ় ভিত্তি পায়।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর মাইকেল বুরাওয়ে প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ছয় মাস পর তিনি চলে যান সদ্য স্বাধীন জাম্বিয়ায়, যেখানে তিনি তামা খনির সঙ্গে যুক্ত এক বহুজাতিক কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগে কাজ করেন। ১৯৬৪ সালের যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক উদ্দীপনার মতোই দক্ষিণ আফ্রিকাও তখন উত্তপ্ত ছিল বর্ণবৈষম্যবিরোধী ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে। এই সময়েই জাম্বিয়ায় বুরাওয়ে প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন মার্ক্সবাদ, উপনিবেশ-উত্তর রাজনীতি এবং শ্রেণি ও বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে।এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে সমাজবিজ্ঞানের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে দেয়। তিনি জাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হন। মাত্র তিন সদস্যের সমাজবিজ্ঞান বিভাগটি তাঁকে পরিচিত করায় মার্ক্সবাদ, এক্সটেন্ডেড কেস মেথড, নৃবিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা এবং জাতি, জাতপাত ও শ্রেণির আন্তঃসম্পর্কের সঙ্গে। এখানেই তিনি উপলব্ধি করেন সমাজবিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রের শক্তি, বিশ্বকে বোঝার এক গভীর বৌদ্ধিক হাতিয়ার হিসেবে। এরপর থেকেই সমাজবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা স্থায়ী হয়ে যায়। বুরাওয়ের কাছে সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদ ছিল একে অপরের পরিপূরক, যা কেবল বিশ্বকে বোঝার নয়, বরং তা পরিবর্তনেরও পথ দেখায়। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি গড়ে তোলেন এই দুই ধারার প্রতি তাঁর অনড় নিষ্ঠা। সমাজবিজ্ঞানকে মার্ক্সবাদের সঙ্গে সংলাপে এনে তিনি বিকাশ করেন "সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ", এক ধরনের অ-আনুষ্ঠানিক, সমালোচনামূলক মার্ক্সবাদ, যা সমাজকে রাষ্ট্র ও অর্থনীতির পাশাপাশি একটি মৌলিক ক্ষেত্র হিসেবে স্থাপন করে। তিনি এই পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হননি, বরং একাডেমিক জগতে প্রচলিত অলঙ্কারধর্মী ভঙ্গির প্রতি ছিলেন গভীরভাবে অনাগ্রহী।

পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে মাইকেল বুরাওয়ে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন বহু গুণে গুণান্বিত একজন মানুষ, একজন কিংবদন্তি শিক্ষক, নিবেদিত তত্ত্বাবধায়ক, সহানুভূতিশীল বন্ধু ও সহকর্মী, মতবাদে অনমনীয় নন এমন এক মার্ক্সবাদী এবং এক অসাধারণ পণ্ডিত।

> বৃক্ষের কাণ্ড

বুরাওয়ে ছিলেন এক উচ্ছ্বসিত, প্রায় ধর্মপ্রচারকের মতো সমাজবিজ্ঞানী এবং এক প্রখর মার্ক্সবাদী চিন্তক, যিনি মানবমুক্তির সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আজীবন ভাবতেন। তাঁর কাছে সমাজবিজ্ঞানের কাজ ছিল অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তোলা আর মার্ক্সবাদের ভূমিকা ছিল সেই অদৃশ্য বাস্তবতার পেছনের সামাজিক শক্তিগুলোকে বোঝার উপায় দেখানো। বুরাওয়ের মৌলিকতা ছিল সাধারণ প্রশ্নকে অসাধারণ উপায়ে তোলার মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ, জাম্বিয়ার তামা খনিতে কাজ করার সময় তিনি উপনিবেশমুক্তির পর শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়ার দিকে নয়, বরং ব্যবস্থাপনার প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দেন। এর ফলে তিনি আবিষ্কার করেন কীভাবে আফ্রিকানরা ব্যবস্থাপনা স্তরে প্রবেশ করতে শুরু করলে বর্ণভিত্তিক বিভাজন উপরের দিকে সরে যাচ্ছিল। আরেকটি দৃষ্টান্ত তাঁর শিকাগোর কারখানাভিত্তিক গবেষণায় দেখা যায়। সেখানে তিনি শ্রমিকদের প্রতিরোধের চিহ্ন খোঁজেননি, বরং প্রশ্ন তুলেছিলেন, শ্রমিকরা এত পরিশ্রম করে কেন? এই প্রশ্ন তাঁকে নিয়ে যায় পুঁজিবাদ ও তার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার গভীরে যা তাঁর সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদকে এক নতুন বিশ্লেষণধারায় রূপ দেয়।

বুরাওয়ে গভীরভাবে বুঝতেন, যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন মার্ক্সবাদও টিকে থাকবে। পুঁজিবাদ যেমন সময়ের সঙ্গে রূপান্তরিত হয় তেমনি মার্ক্সবাদকেও সময়ের সমস্যাগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে নিজেকে পুনর্গঠিত করতে হবে। তাঁর কাছে এই পুনর্গঠনের রূপ ছিল "সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ", যা সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদের এক সৃষ্টিশীল সংলাপ। গ্রামশি ও পোলানির চিন্তাধারা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব এবং পুঁজিবাদের বাইরে আশা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলোকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁর নৃবিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি উন্মোচন করেছিল পুঁজিবাদের সূক্ষ্ম ভিত্তিগুলো; আর "এক্সটেন্ডেড কেস মেথড" সেই মাইক্রো-প্রক্রিয়াগুলিকে বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে সংযুক্ত করেছিল। এইভাবে তিনি মার্ক্সবাদের মধ্যে এনেছিলেন ইতিহাসনির্ভরতা, যা তাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে নতুন প্রাণ দিয়েছিল। একই সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানে তিনি প্রবর্তন করেন জাম্বিয়ায় গড়ে তোলা নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যা দেখিয়েছিল সমাজতন্ত্রের জন্য ক্ষুদ্র সামাজিক বাস্তবতার গভীর পর্যবেক্ষণ কতটা জরুরি। বুরাওয়ের মতে "সমাজ" এবং পুঁজিবাদের মধ্যে এর ভূমিকা ছিল সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদের উভয়ের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ২০০৩ সালের প্রবন্ধ"সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ" এ তিনি ব্যাখ্যা করেন যে "সমাজ" হলো অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র। গ্রামসির নাগরিক সমাজ ধারণা ও পোলানির "একটিভ সোসাইটি" চিন্তার ওপর ভিত্তি করে তিনি যুক্তি দেন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন বাজার ও রাষ্ট্র উভয়েরই সমাজের অধীনতা।

> বৃক্ষের শাখা

বুরাওয়ে প্রথমে শ্রমব্যবস্থা ও কর্মক্ষেত্রভিত্তিক নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে মার্ক্সবাদকে নতুন রূপ দেন। পরবর্তীতে তিনি মনোযোগ দেন নাগরিক সমাজ ও উন্নত পুঁজিবাদের মধ্যে উদ্ভূত সামাজিক আন্দোলনগুলোর দিকে। এই পরিবর্তন তাঁর চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটায় উৎপাদনক্ষেত্র ও শ্রমজীবী শ্রেণি থেকে নাগরিক সমাজের দিকে যা পুঁজিবাদ অতিক্রমের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে উঠে আসে। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ-এর প্রথম ধাপটি কেন্দ্রীভূত ছিল কর্মক্ষেত্রকে ঘিরে যা যুক্ত ছিল তাঁর "এক্সটেন্ডেড কেস মেথ ড"- ভিত্তিক নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সঙ্গে। কারখানায় অন্য শ্রমিকদের পাশে কাজ করে তিনি সরাসরি দেখেছিলেন কীভাবে পুঁজিবাদ শ্রমিকদের সম্মতি

>>

সৃষ্টি করে এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে ক্রমাগত মানিয়ে নেয়। জাম্বিয়ার তামা খনি, ক্যালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার অভিবাসী শ্রমিক এবং শিকাগো ও হাঙ্গেরির কারখানাগুলির তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে বুরাওয়ে গড়ে তোলেন এক "জীবন্ত" মার্ক্সবাদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষুদ্র সামাজিক বাস্তবতার আলোকে পুঁজিবাদের গতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বোঝাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

১৯৮০-এর দশকের শেষ ও ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে রাশিয়ায় একের পর এক নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর বুরাওয়ে নতুন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হন: কীভাবে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে সমাজতন্ত্র ধীরে ধীরে পুঁজিবাদে পরিণত হলো? সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন তাঁর চিন্তাজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় এনে দেয়। তিনি তখন মাঠ পর্যায়ের গবেষণার হাতিয়ার নামিয়ে রেখে মনোযোগ দেন মার্ক্সবাদ নিয়ে তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে। এই সময় তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন "সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ" নিয়ে এবং যুক্ত হন এরিক ওলিন রাইটের "রিয়াল ইউটোপিয়াস" প্রকল্পের সঙ্গে। এরপর তিনি মার্ক্সবাদের আলোচনাকে প্রসারিত করেন গ্রামসি, পোলানি, বুরদিয়ু ও ডু বোয়া'র মতো চিন্তকদের সঙ্গে সংলাপে। নব্যউদারবাদ ও নতুন প্রজন্মের প্রতিরোধ আন্দোলনের উত্থানের প্রেক্ষাপটে বুরাওয়ে উপলব্ধি করেন, সংগ্রাম কেবল কারখানার মেঝেতে সীমাবদ্ধ নয়; তার বাইরেও নাগরিক সমাজে নতুন ঐতিহাসিক শক্তি জন্ম নিচ্ছে। ফলে তাঁর তাত্ত্বিক কাজগুলোও উৎপাদনক্ষেত্র থেকে নাগরিক সমাজে ফোকাস সরিয়ে নেয়, যেখানে তিনি নতুন সামাজিক বিষয়গুলোর উত্থান খুঁজে পান। মাইকেল লেভিয়েন তাঁর ২০২৫ সালের প্রবন্ধ "মাইকেল বুরাওয়ে: সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদী"-এ দেখিয়েছেন, বুরাওয়ের এই তাত্ত্বিক কাজগুলো মার্ক্সবাদের এক নবায়িত রূপ নির্মাণে নানা দিক উন্মোচন করেছে। এই সময়েই বুরাওয়ে গড়ে তোলেন তাঁর বিখ্যাত ধারণা "মার্ক্সবাদের বৃক্ষ"। এখানে তিনি দেখান, কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস হলেন সেই বৃক্ষর কাণ্ড যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে নানা শাখা- জার্মান, রুশ ও সোভিয়েত, পশ্চিমা এবং তৃতীয় বিশ্বের মার্ক্সবাদের ধারা। পাশাপাশি বাকুনিন ও নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিক্যালিজম এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রবাহ। বৃক্ষেরর এই রূপক ব্যবহার করে তিনি দেখান কীভাবে মার্ক্সবাদ এক জীবন্ত চিন্তাধারা হিসেবে বিকশিত হয় যেখানে কিছু শাখা শুকিয়ে যায় আবার কিছু নতুন করে বেড়ে ওঠে ।

সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গনে বুরাওয়ের উত্থান ছিল ধাপে ধাপে শীর্ষে পৌঁছানোর এক যাত্রা। প্রথমে বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ার হিসেবে; এরপর আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে। এই নেতৃত্বের সময়ে তিনি মনোযোগ দেন নব্যউদারবাদী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার দিকে এবং সমাজবিজ্ঞানের অবস্থান নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা আবারও তাঁর চিন্তায় প্রভাব ফেলে। এখান থেকেই জন্ম নেয় তাঁর বিখ্যাত ধারণা "জনসমাজবিজ্ঞান"। ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়মিত সফরের সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেন এমন এক সমাজবিজ্ঞান যা সমাজের বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। উত্তর গোলার্ধের সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় এই পার্থক্য তাঁকে ভাবায়; এবং সেখান থেকে তিনি সমাজবিজ্ঞানের চারটি রূপের ধারণা তৈরি করেন যা জনসমাজবিজ্ঞান, সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান, পেশাগত সমাজবিজ্ঞান এবং নীতিনির্ধারণমূলক সমাজবিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে জনসমাজবিজ্ঞানকে তিনি সবচেয়ে কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেন যা সামাজিক রূপান্তরের মূল চালিকা শক্তি হতে পারে। বুরাওয়ে মতে, জনসমাজবিজ্ঞান নাগরিক সমাজকে সক্রিয় করে নব্যউদারবাদের উত্থানের (যাকে তিনি বলেছিলেন "তৃতীয় তরঙ্গের বাজারায়ন") বিরুদ্ধে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে, একই সঙ্গে জাতিরাষ্ট্রের গুরুত্বও স্বীকার করে। বুরাওয়ে আরও আহ্বান জানিয়েছিলেন এমন এক বিশ্বসমাজবিজ্ঞান গড়ে তোলার যা স্থানীয় বাস্তবতায় ভিত্তি রেখে বৈশ্বিক সংলাপে অংশ নিতে পারে।

> বুরাওয়ের সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের বৃক্ষ

বুরাওয়ের অসাধারণ বৌদ্ধিক যাত্রাকে সম্ভবত সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝানো যায় তাঁর সমাজতাত্ত্বিক "মার্ক্সবাদের বৃক্ষ"র মাধ্যমে। তাঁর মার্ক্সবাদের বৃক্ষ-এর মতোই বুরাওয়ে সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদের শিকড় গড়ে তুলেছেন এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর ভিত্তি করে। বুরাওয়ের বৃক্ষের শিকড়ের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধিকভাবে প্রাণবন্ত শৈশবের ঘর, প্রারম্ভিক বৈশ্বিক ভ্রমণ, উপনিবেশ-উত্তর সমাজের সঙ্গে পরিচয়, জাম্বিয়ার সক্রিয় সমাজবিজ্ঞান ও আফ্রিকান মার্ক্সবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষার রূপান্তরমূলক শক্তি, নৃবৈজ্ঞানিক ও "এক্সটেন্ডেড কেস মেথড" পদ্ধতি, তুলনামূলক গবেষণা, সামাজিক তত্ত্বের শক্তি এবং পুঁজিবাদের শক্তি ও গতিবিধি বোঝার প্রচেষ্টা। এই শিকড় থেকে গড়ে ওঠে সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের কাণ্ড। কাণ্ড থেকে জন্ম নেয় শক্তিশালী শাখা যার মধ্যে রয়েছে জাম্বিয়া, শিকাগো এবং হাঙ্গেরির কারখানায় ক্ষুদ্র সামাজিক শক্তির অনুসন্ধান; অভিবাসী শ্রমিক ও রাষ্ট্র নিয়ে গবেষণা; গ্রামসি, পোলানি, বুরদিয়ু ও ডু বোয়া'র সঙ্গে তাত্ত্বিক সংলাপ; নব্যউদারবাদী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিশ্লেষণ; দক্ষিণ আফ্রিকা ও প্যালেস্টাইনের বর্ণবৈষম্য তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ; এবং জনসমাজবিজ্ঞান (চিত্র দেখুন)।

বারাওয়ো মার্ক্সবাদকে কখনোই একটি স্থির বা চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে এটি ছিল এক বিকাশমান তাত্ত্বিক ঐতিহ্য যা পুঁজিবাদের কার্যপ্রণালী ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল বোঝার নির্দিষ্ট অনুসন্ধানগুলোকে আলোকিত করতে সহায়তা করে। এইভাবেই সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ এক জীবন্ত ও ক্রমবর্ধমান বৃক্ষের রূপ পায়, যার শাখা-প্রশাখা থেকে ক্রমাগত নতুন ধারণা জন্ম নেয়, আর অতীতের বিশ্লেষণগুলো পুনর্বিবেচিত ও পুনর্গঠিত হয়।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমি বুরাওয়ের সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের প্রতি অসামান্য অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এটি আসলে বিশাল এক পর্বতের কেবল পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করার মতো। তাঁর বিপুল লেখালেখি থেকে শেখার এখনও অনেক কিছু বাকি। যাঁরা তাঁর ছাত্র বা সহকর্মী হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছেন, তাঁদের কাছে তাঁর অসাধারণ শিক্ষাদান, দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান এক অনুপ্রেরণার উৎস এবং রেখে গেছেন এমন এক বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার যেখান থেকে আমরা অনবরত শিখে যেতে পারি।■

এই প্রবন্ধের বৃক্ষচিত্রে সহায়তার জন্য জোয়ান মরিসনকে এবং মন্তব্যের জন্য বিশ্বাস শতগর ও পিটার ইভান্সকে বিশেষ ধন্যবাদ।

সরাসরি যোগাযোগ মিশেল উইলিয়ামস: <michelle.williams@wits.ac.za>

অনুবাদঃ আলমগীর কবির, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, অর্থনীতি অনুষদ,
প্রিন্স অব শংক্লা ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড

> মাইকেল বুরাওয়ে, আমাদের সময়ের সমাজবিজ্ঞানের এক দিগ্‌দর্শন

জিওফ্রে প্লেয়ার্স, এফএনআরএস ও লুভন ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেলজিয়াম এবং আইএসএ সভাপতি (২০২৩-২০২৭)

মাইকেল বুরাওয়ে, ২৮ আগস্ট ২০২৪, পোর্টো, পর্তুগাল। ছবি: জিওফ্রে প্লেয়ার্স

৩ রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হঠাৎ প্রয়াত হন মাইকেল বুরাওয়ে।

সংগঠনের অন্যতম প্রভাবশালী ও প্রেরণাদায়ী সভাপতির প্রয়াণে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ) গভীর শোকাহত। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ ও সৃজনশীল বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানী, যিনি সর্বদা জনসাধারন ও সিভিল সমাজের উপযোগী এক জনসমাজবিজ্ঞানের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন এক প্রজ্ঞাময় শিক্ষক যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম সমাজবিজ্ঞানীদের গড়ে তুলেছিলেন, এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

১৯৪৭ সালে জন্ম নেওয়া মাইকেল বুরাওয়ে প্রথমত একজন গণিতজ্ঞ হিসাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি একজন গণিতজ্ঞই ছিলেন, ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজের গ্রন্থাগারে একটি সমাজবিজ্ঞানের বই হাতে নেও-য়ার আগে পর্যন্ত। ১৯৭২ সালে জাম্বিয়ার একটি তামার খনিতে গবেষণার পাশাপাশি জাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমান এবং সেখানে শিল্প শ্রমিকদের উপর গবেষণার ভিত্তিতে পিএইচডি সম্পন্ন করেন, যা তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে গণ্য করা হয়। তাঁর অভিসন্দর্ভটি ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: চেঞ্জেস ইন দ্য লেবার প্রসেস আন্ডার মনোপলি ক্যাপিটালিজম (শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৯) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তিনি হাঙ্গেরি এবং সোভিয়েত-পরবর্তী রাশিয়ার কারখানাগুলোতেও একই ধরনের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন।

যখন পুঁজিবাদ ও শোষণ ক্রমবর্ধমান হারে জ্ঞানের পণ্যায়নের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি উচ্চশিক্ষায় নব্যউদারনীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করেন এবং দেখান কিভাবে বাজার ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রসারিত করতে জ্ঞান উৎপাদনকে কোনঠাসা করা হচ্ছে। তিনি এমন একটি জনসমাজবিজ্ঞানের পক্ষাবলম্বন করেন যার লক্ষ্য নাগরিক, সাম-াজিক আন্দোলন ও সিভিল সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক জ্ঞান উৎপাদন করা।

ইউসি বার্কলেতে ৪৭ বছর অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত থেকে তিনি শিক্ষাথ র্ীদের একের পর এক প্রজন্মের উপর এক অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছেন। সমগ্র পৃথিবীজুড়ে ভ্রমণ করে তিনি সমাজবিজ্ঞানীদের এমন এক বৈশ্বিক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন যারা গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বকে অনুধাবনের ও পরিবর্তনের উপায় উদ্ভাবনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২২ সালে তিনি জোহানেসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন, এবং ২০২৪ সালে আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতি (এএসএ) তাঁকে প্রদান করে ডব্লিউইবি ডু বোয়েসের ক্যারিয়ার অব ডিস্টিঙ্গুইশ্‌ড স্কলারশিপ।

তিনি সমাজবিজ্ঞানের ধারণা ও সমাজে এর ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ভাবনায় এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যাবেন। তাঁর কাজ উদাহরণ হিসাবে দেখায় যে, কঠোর বাস্তবভিত্তিক গবেষণা যেমন তাত্ত্বিক আলোচনাকে সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করতে পারে, তেমনি তত্ত্বও গবেষণাকে গভীরতা ও দিকনির্দেশনা দিতে পারে। স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এক সূত্রে গেঁথে তিনি এমন সামগ্রিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, যার প্রভাব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সীমানা অতিক্রম করেছে এবং জনজীবন ও নীতি নির্ধারণী আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। "প্রমাণ-নির্ভর গবেষণাকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে যুক্তকরণে" তাঁর প্রয়াস ছিল। তিনি তত্ত্বের মতোই এথনোগ্রাফিক গবেষণা নিয়েও সমান উৎসাহী ছিলেন। তিনি সমাজ-কাঠামো বিশ্লেষণে যেমন আগ্রহী ছিলেন, তেমনি আগ্রহী ছিলেন সেই কাঠামোর ভেতরকার ক্রিয়াশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রতিও। এই বিশ্লেষণ তিনি সম্পন্ন করেছেন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে - যার পুনর্মূল্যায়ন ও বিস্তারে তাঁর নিজস্ব অবদান ছিল অসামান্য। জাম্বিয়ার তামার খনির শ্রম-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ, আমেরিকান ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ডব্লিউইবি দু বোয়াকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বিভি-ন্ন সামাজিক পটভূমির শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত পাবলিক শিক্ষার পক্ষে সংগ্রাম - এইসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে বর্ণভিত্তিক

>>

অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আগ্রহ কেবল বইয়ের প্রতি ছিলো না, ছিলো মানুষের প্রতিও। সেসব মানুষের প্রতি যাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন গবেষণা ক্ষেত্রে, ক্লাসরুমে, একাডেমিক ও ব্যক্তিগত জীবনে - এ চারটি ক্ষেত্র মাইকেলের জীবন ও কাজে কখনো বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি একজন মানুষ হিসাবে উদার ছিলেন, উদার ছিলেন একজন শিক্ষক এবং গবেষক হিসাবেও।

মাইকেল ছিলেন আমাদের দিকনির্দেশক; তিনি স্মরণ করিয়ে দিতেন কেন সমাজবিজ্ঞান আমাদের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ, কেনো সমাজবিজ্ঞান শেখা এবং শেখানোতে অধিক সময় ও শক্তি ব্যয় করা প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন: “সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বোঝায় সমাজ কিভাবে সমষ্টিগতভাবে গঠিত এবং এখানে জাতি, শ্রেণী ও জেন্ডারের ভূমিকা কী। সমাজবিজ্ঞান হলো বৈষম্য ও বৈষম্য-সৃষ্ট নিপীড়নের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। রক্ষণশীল গোষ্ঠীসমূহ সমাজে যেসমস্ত ভূক্তিহীনতা তৈরিতে উৎসাহ দেয় সমাজ-বিজ্ঞান সেগুলোই অধ্যয়ন করে। কিন্তু আমরা এসব ভূক্তিহীনতা অধ্যয়ন করি সেগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, বরং সেগুলোকে শনাক্ত করা ও জনসম্মুখে উপস্থাপনের জন্য, যাতে বুঝতে পারি কিভাবে এগুলো মোকাবিলা করে অবস্থার উন্নয়ন করা যায়।” (মিয়ামি, ১০ মার্চ, ২০২৪)

এমন এক সময় মাইকেল আমাদের ছেড়ে গেলেন যখন এ বিশ্বকে বুঝতে আমাদের সবচেয়ে বেশি তাঁর নেতৃত্ব, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিলো। যখন প্রয়োজন ছিলো একজন অসাধারণ শিক্ষক হিসাবে তাঁর দৃষ্টান্ত, প্রাসঙ্গিক জনসমাজবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস, সত্যিকার বৈশ্বিক সংলাপের প্রতি তাঁর উদার মনোভাব, মাসের পর মাস কারখানায় পরিচালিত এথনোগ্রাফিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে তাঁর গভীর ও কঠোর সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সামাজিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ন্যায়বিচারের নিরলস অনুসন্ধান, প্যালেস্টাইনসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি ও ন্যায়ের জন্য তাঁর অবিচল সংগ্রাম, এবং যখন প্রয়োজন ছিলো তাঁর অনন্য প্রাণশক্তি, দায়বদ্ধতা এবং উদ্যম।

মাইকেলের নেতৃত্ব, অঙ্গীকার ও উদ্দীপনা আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি এবং বৈশ্বিক সমাজবৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে এক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। আইএসএর অনলাইন ম্যাগাজিন গ্লোবাল ডায়লগ, যা এবছর ১৫তম বার্ষিকী উদযাপন করছে, তার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি চেয়েছিলেন “সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিতর্ক ও আলোচনাকে উৎসাহিত করতে।” আইএসএর জাতীয় সমিতিবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে (২০০৬-২০১০) এবং পরে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে থাকাকালীন (২০১০-২০১৪) তিনি বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছেন, আমাদের সময়ে সমালোচনামূলক ও জনসমাজবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তাঁর উদ্দীপনা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে। তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে তিনি সহস্রাধিক সমাজবিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করেছেন। একই সাথে তাঁর মানবতা, মহানুভবতা এবং সততার দ্বারা তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছেন।

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানী সম্প্রদায়কে এক আকস্মিক শোক ও বিশাল শূন্যতায় রেখে তিনি চলে গেছেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫, শনিবার তাঁর জীবন ও গৌরবময় অবদানের প্রথম স্মরণসভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আয়োজন করা হয় আইএসএর নির্বাহী কমিটির সভায় (জোহানেসবার্গ, মার্চ ২০২৫) এবং মরক্কোর রাবাতে আইএসএর সমাজ-বিজ্ঞান ফোরামে (৬-১১ জুলাই ২০২৫), পাশাপাশি আইএসএর গবেষণা কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি ও থিমেটিক গ্রুপগুলোর উদ্যোগের মাধ্যমে।

কিভাবে বিশ্বকে উপলব্ধি করা এবং বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা যায় সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করতে মাইকেল বুরাওয়ের অবদান অব্যাহত থাকবে। ২০১৪ সালে ইয়োকোহামায় আইএসএর বিশ্ব সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর প্রেসিডেন্সিয়াল ভাষণটি পুনরায় শোনার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যেখানে তিনি সমাজবিজ্ঞান, বৈশ্বিক সংলাপ এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। আমরা তাঁর এই ভাষণ নিয়ে রচিত নিবন্ধ এবং কারেন্ট *সোসিওলজি*-তে তাঁর অন্যান্য রচনা সকলের জন্য উন্মুক্ত করবো।

মাইকেল কেবল আমাদের জন্য গৌরবময় সৃষ্টিকর্মই রেখে যাননি, অধিকন্তু তিনি তাঁর মেধা ও শ্রম উৎসর্গ করেছিলেন সমাজবিজ্ঞানীদের একত্রিকরণের জন্য নানা ক্ষেত্র ও মাধ্যম গড়ে তোলায়, যার মধ্যে আইএসএ অন্যতম। কেবল আমাদের একতাই পারে তাঁর গৌরবময় অবদানকে সুরক্ষিত ও বিকশিত করতে, এই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে উজ্জীবিত হয়ে যে, এ সংকটপূর্ণ সময়ে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

সরাসরি যোগাযোগ: জিওফ্রে প্লেয়াস <Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be>

অনুবাদ:
শেখ মোহাম্মদ কায়েস, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> মাইকেল বুরাওয়ে:

পেশা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান

নাজানিন শাহরোকনি, সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

মাইকেল বুরাওয়ে একজন সমাজবিজ্ঞানী ছাড়াও বেশি কিছু ছিলেন; তিনি সমাজবিজ্ঞানের একজন নির্মাতা ছিলেন কেবল তার তাত্ত্বিক অবদানের মাধ্যমেই নয়, বরং তার দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান, তার লালিত সম্পর্ক এবং তার দ্বারা তৈরি বৈশ্বিক সংহতির মাধ্যমেও। তিনি এই বিষয়টিকে একটি প্রতিফলিত এবং অনুশীলন-ভিত্তিক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন -যা ক্ষমতাতে প্রশ্নবিদ্ধ করে, প্রান্তিকতাকে কেন্দ্র করে এবং সমালোচনাকে কল্পনার সাথে, তত্ত্বকে কর্মের সাথে সেতুবন্ধন করে।

এই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমি মাইকেলের অবদানের উপর প্রতিফলন করি এবং এই বিষয়ের পদ্ধতি, শিক্ষাদান এবং বিশ্বব্যাপী বক্তব্যের উপর তার স্থায়ী প্রভাব তুলে ধরি।

> জীবন্ত সমাজবিজ্ঞান: মূর্ত অনুশীলন, প্রতিফলনশীল পদ্ধতি

মাইকেলের সমাজবিজ্ঞান কেবল একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না; এটি ছিল একটি জীবন্ত অনুশীলন, যা আন্দোলন, সংগ্রাম এবং ঐতিহাসিক চেতনার উপর ভিত্তি করে তৈরি। তার শেষ বই, জন সমাজবিজ্ঞান: বিটুইন ইউটোপিয়া এবং অ্যান্টি-ইউটোপিয়া, সমাজবিজ্ঞানের দ্বৈত বাধ্যতামূলকতার উপর দশকের পর দশক ধরে প্রতিফলিত হয়ে আসছে: বিকল্প ভবিষ্যতের কল্পনা গড়ে তোলার সময় বিদ্যমান অবস্থার সমালোচনা করা। মাইকেল এই পরস্পরবিরোধী আবেগগুলির সুনির্দিষ্ট অর্থ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ইউটোপিয়া ছিল একটি নিখুঁত সমাজের নীলনকশা নয়, বরং একটি সংলাপ এবং বিকল্পের সম্মিলিত কল্পনা, একটি প্রয়োজনীয় শক্তি যা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখে। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'ইউটোপিয়া ছাড়া,' সমাজবিজ্ঞান হতাশার আয়না হয়ে ওঠে।চ বিপরীতে, ইউটোপিয়া-বিরোধী ছিল মোহমুক্ত কিন্তু প্রয়োজনীয় সংশয়বাদ যা সরল আশাবাদকে ক্ষুন্ন করে।মাইকেলের কাছে সমাজবিজ্ঞান মূলত: রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজবিজ্ঞাণের প্রসারকে বাধাগ্রস্ত করে এমন সব বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য পেতো। সেই উত্তেজনার মধ্যে - যা আছে এবং যা হতে পারে তার মধ্যে - তিনি সমাজবিজ্ঞানকে একটি পেশা হিসেবে গড়ে তোলেন।

মাইকেলের প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল শৃঙ্খলার সমালোচনা; সমাজবিজ্ঞানকে ভেতর থেকে পুনর্নির্মাণের একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা। তিনি সমাজবিজ্ঞানের ইউরোকেন্দ্রিকতা, এর বদ্ধ নীতিমালা, এর বিশেষাধিকারের পুনরুৎপাদনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। যদিও তিনি একাডেমিক প্রতিপত্তির একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়েছিলেন, তবুও তিনি ক্রমাগত নিজেকে উন্নত করার জন্য কাজ করেছিলেন - ডু বোয়েস, নারীবাদী চিন্তাভাবনা এবং গ্লোবাল সাউথ জ্ঞানতত্ত্বের সামনে। তিনি পছন্দের প্রান্তে বাস করেছিলেন - সর্বদা বাইরের দিকে এবং নীচের দিকে: সম্প্রদায়, কর্মক্ষেত্র এবং অনিশ্চয়তার সম্মুখীন ব্যক্তিদের জীবনে।

২০০৪ সালে এএসএ-এর সভাপতির ভাষণে, তিনি বিচক্ষনতার সহিত চার ধরণের সমাজবিজ্ঞানের স্কেচ তুলে ধরেন: পেশাদার, নীতি, সমালোচনামূলক এবং জনসাধারণ। এগুলি পৃথক সাইলো ছিল না, বরং একটি সমন্বিত, দ্বান্দ্বিক অনুশীলনের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর কাছে জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞান এই শাখার মূল শাখা, এবং এটা ছিল এর বিবেক। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে জবাবদিহিতামূলক করে তুলেছিলেন, জোর দিয়ে বলেছিলেন যে আমরা জিজ্ঞাসা করি: আমরা কার জন্য জ্ঞান তৈরি করি এবং কী উদ্দেশ্যে? জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞানের জন্য তাঁর আহ্বান ছিল জ্ঞান হিসাবে গণ্য বিষয়গুলির ভিত্তি পুনর্গঠনের আহ্বান। যেমনটি তিনি প্রায়শই বলতেন, জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞান প্রচার নয়; এটি এমন একটি কথোপকথন যা সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আনে।

এই অঙ্গীকার মাইকেল কীভাবে আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন তার উপরও বিস্তৃত ছিল। তিনি যা তত্ত্ব দিয়েছিলেন তা তিনি অনুশীলন করেছিলেন। তিনি সেমিনার কক্ষ এবং পিকেট লাইনের মধ্যে, আইএসএ সভা এবং কারখনার মেঝের মধ্যে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জাম্বিয়ার শ্রমিক ইউনিয়নের সক্রিয়তা থেকে শুরু করে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন, অকুপাই ওকল্যান্ড, স্নাতক ছাত্র সংগঠন এবং ফিলিস্তিনের সাথে সংহতি, মাইকেলের কাজ শিক্ষা এবং সক্রিয়তার মধ্যে এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন রচনা করে।

সমাজবিজ্ঞানের এই রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তার পদ্ধতিগত প্রতিশ্রুতি থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল। মাইকেলের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের কেন্দ্রবিন্দু হল বর্ধিত কেস পদ্ধতি: একটি গবেষণা পদ্ধতি যা স্বাভাবিক নির্ণয়মূলক অর্থে বাহ্যিকভাবে সাধারণীকরণের চেষ্টা করেনি। পরিবর্তে, এটি দৈনন্দিন জীবনে পরিলক্ষিত দ্বন্দ্ব থেকে বিস্তর সামাজিক কাঠামোগুলিকে গঠনকারী বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর বোঝার দিকে প্রসারিত হয়েছিল। মাইকেলের জন্য, প্রতিফলনশীলতা স্বীকারোক্তি ছিল না, এটি ছিল জ্ঞানের একটি তত্ত্ব।

এই পদ্ধতিগত প্রতিশ্রুতি তার সবচেয়ে স্থায়ী অবদানগুলির মধ্যে একটিতে আরও প্রকাশ পেয়েছে: গ্লোবাল এথনোগ্রাফি, যা তার নয়জন স্নাতক ছাত্রের সাথে একটি সহযোগিতামূলক প্রকল্প। বইটি গ্রাউন্ডেড গ্লোবালাইজেশনের ধারণাটি চালু করেছে: বিমূর্ত মডেল বা ম্যাক্রো প্রবাহের মাধ্যমে নয় বরং নির্দিষ্ট, স্থানীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শক্তিগুলি কীভাবে প্রতিসৃত হয় তা অবলোকন করে বৈশ্বিক প্রক্রিয়াগুলি বোঝার জন্য একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি। একসাথে, এই পদ্ধতিগুলি (বর্ধিত কেস পদ্ধতি এবং গ্রাউন্ডেড গ্লোবালাইজেশন) মাইকেলের দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। যে জীবিত বাস্তবতার সাথে সংলাপের মাধ্যমে এবং সর্বদা জ্ঞানকে সম্ভব করে তোলে এমন কাঠামোগত অবস্থার প্রতি মনোযোগী হয়ে তত্ত্বটি মাঠ পর্যায় থেকে তৈরি করা উচিত।

>>

"মাইকেলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তত্ত্ব গড়ে উঠতে হবে নিজ থেকে, মানুষের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে।"

> সমাজবিজ্ঞান শেখানো, সংলাপ অনুশীলন করা

মাইকেলের কাছে, শিক্ষাদান গবেষণার অধীনস্থ ছিল না: এটি ছিল একটি রূপান্তরকারী সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি। তিনি প্রায়শই এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে শিক্ষাদান নিরপেক্ষ। গবেষণার মতোই শিক্ষাদানও বৃহত্তর ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত ছিল, বিশেষ করে নব্য-উদারনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। লেবারিং ইন দ্য এক্সট্র্যাক্টিভ ইউনিভার্সিটিতে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে শোষণের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, যেখানে শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষক উভয়ই প্রায়শই শেখার প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হন। তবুও তিনি শ্রেণীকক্ষে উগ্র কল্পনার সম্ভাবনাও দেখেছিলেন; সমালোচনা এবং যত্ন উভয়ের জন্য সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান গড়ে তোলার একটি স্থান হিসেবে।

তিনি প্রায়ই বলতেন: "আমাদের প্রথম জনসাধারণ হলো আমাদের ছাত্রছাত্রীরা।" তাঁর চোখে, প্রতিটি ছাত্রই ছিল শোনার মতো গল্প, অন্বেষণের মতো চ্যালেঞ্জ। তিনি এমন একটি জায়গা তৈরি করেছিলেন যেখানে শেখার সমষ্টি ছিল, যেখানে ধারণাগুলি তীব্রভাবে বিতর্কিত হত কিন্তু উদারভাবে, এবং যেখানে জ্ঞান কখনও সঞ্চয় করা হত না বরং ভাগ করে নেওয়া হত। তাঁর ছাত্র হিসেবে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে মাইকেলের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার ছিল এমন একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলা যেখানে আমরা একে অপরের অন্তর্দৃষ্টি এবং সম্ভাবনাকে চিনতে এবং বিকাশ করতে পারতাম। তিনি আমাদের ব্যক্তিগত সংগ্রামকে বিভ্রান্তি হিসেবে নয়, বরং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রবেশপথ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

তিনি শ্রেণীকক্ষে সংহতির নীতিশাস্ত্রের মডেল তৈরি করেছিলেন; নিয়মিতভাবে তাঁর প্রকাশনাগুলিতে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব দিতেন, শিক্ষক সহকারীদের পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিতেন এবং তাদেরকে সহকারী নয় বরং বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরামর্শ দিতেন।

নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষকদের একজন ছিলেন। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্রৌল প্লাজায় শিক্ষকতা করার সময়, বার্কলেতে এবং পিকেট লাইনে তিনি শিক্ষাদান কী হতে পারে তা পুনর্নির্ধারণ করেছিলেন এবং রাস্তায় তার কিছু স্মরণীয় পাঠ শিখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে, শিক্ষাদান এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি সম্মিলিত সংগ্রাম থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল।

আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে, তাঁর অনুসারী মাইকেল বুরাওয়, কোনও চিন্তাধারা তৈরি করেননি। তিনি অনুশীলনের একটি সম্প্রদায় তৈরি করেছিলেন; যা শিষ্যত্ব দ্বারা নয়, বরং মতবিরোধ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। তিনি অনুসরণ করতে চাননি, তিনি তর্ক করতে চেয়েছিলেন। আমরা সকলেই একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি না এমনকি মার্কসবাদও নয়, যা তার নিজস্ব কাজকে এত গভীরভাবে রূপ দিয়েছে। যা আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে তা পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য বা আদর্শিক সারিবদ্ধতা নয়, বরং বিশ্বের প্রতি একটি সাধারণ অভিমুখ: সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার জরুরিতার উপর বিশ্বাস, এবং আমাদের জীবনের পরিস্থিতি আলোকিত করার এবং পুনর্নির্মাণ করার ক্ষমতা। তার সমাজবিজ্ঞান গভীরভাবে তার সময়ের রাজনৈতিক ও নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির জন্য প্রতিক্রিয়াশীল এবং জবাবদিহিতার সাথে জড়িত ছিল, এবং আমাদেরও তাই।

শিক্ষাবিজ্ঞানকে শ্রম হিসেবে মাইকেলের প্রতিশ্রুতি বিশ্বব্যাপী সমাজবিজ্ঞানের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল।

> বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান: সংহতি থেকে কাঠামো

মাইকেলের কাছে, আইএসএ কেবল একটি প্রশাসনিক প্ল্যাটফর্ম ছিল না বরং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য একটি পরীক্ষাগার ছিল। তিনি এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে কেবল সম্মেলন, সহযোগিতা বা উদ্ধৃতি দিয়ে বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণ সম্প্রসারণ করা যথেষ্ট নয়। পরিবর্তে, তিনি এই শাখার জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর আরও গভীর রূপান্তরের আহ্বান জানিয়েছিলেন। চক্রবর্তীর "ইউরোপের প্রাদেশিকীকরণচ ধারণার উপর ভিত্তি করে মাইকেল যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমাজবিজ্ঞানকে অবশ্যই তার উত্তরাঞ্চলীয় পক্ষপাতের মুখোমুখি হতে হবে এবং বৌদ্ধিক কর্তৃত্ব পুনর্বণ্টন করতে হবে। তার কাছে আন্তর্জাতিকীকরণ একটি প্রভাবশালী মডেলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে নয়, বরং পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রাণবন্ততার উপর ভিত্তি করে একটি সংলাপমূলক, বহুকেন্দ্রিক সমাজবিজ্ঞান গড়ে তোলার বিষয় ছিল। মাইকেল জ্ঞানের উল্লম্ব একীকরণ থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেখানে তত্ত্বটি গ্লোবাল নর্থে তৈরি হয় এবং ডেটা সংগৃহীত হয় গ্লোবাল সাউথ থেকে। যার বিনিময়ের একটি অনুভূমিক কাঠামোতে বিশ্বের সমস্ত অংশ থেকে তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতামূলক অবদান উঠে আসে। মাইকেলের জন্য, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ছিল না; এটি ছিল সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে বিশ্বায়ন: কণ্ঠস্বরকে সংযুক্ত করা, কর্তৃত্ব পুনর্বণ্টন করা এবং জ্ঞানের আরও ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উৎপাদন সক্ষম করা। বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের তার দৃষ্টিভঙ্গি নিষ্কাশনমূলক ছিল না। পরিবর্তে, তিনি পারস্পরিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন। যেমনটি তিনি দ্য গ্লোবালাইজেশন অফ সোসিওলজিতে লিখেছেন: "আমরা সমাজবিজ্ঞানকে বিশ্বায়ন করতে পারি না যদি না আমরা এর উৎপাদনের শর্তগুলিকেও বিশ্বায়ন করি।

তাঁর নেতৃত্বে, গ্লোবাল ডায়ালগ একটি বহুভাষিক পত্রিকা হিসেবে চালু হয়েছিল যা ভাষাগত এবং ভূ-রাজনৈতিক সীমানা পেরিয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিতর্ক প্রচার করবে। ১৫টি ভাষায় অনূদিত, এটি বহুভাষিক, বহুকেন্দ্রিক সমাজবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর দৃঢ়তার প্রতিফলন। তিনি জানতেন যে অনুবাদ কেবল প্রযুক্তিগত নয়, এটি রাজনৈতিক। তিনি ওঝঅ-এর আঞ্চলিক নাগাল সম্প্রসারণ, এর কাঠামোকে গণতান্ত্রিকীকরণ এবং রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে অনিশ্চিত পরিবেশে পণ্ডিতদের সমর্থন করার উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করেছিলেন।

এই নীতিবোধকে ধারণ করে ২০০৮ সালে তার ইরান সফরে আমি তার সাথে থাকার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। তিনি ভিসা ব্যবস্থা, নিষেধাজ্ঞা, অথবা রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন - এবং সীমান্ত, তা সে রাজনৈতিক, ভাষাগত, অথবা শৃঙ্খলাগত - কাদের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন তা নির্ধারণ করতে অস্বীকৃতি জানান। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং অভ্যন্তরীণ দমন-পীড়নের কারণে যখন ইরানি সমাজবিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন মাইকেল জোর দিয়ে বলেছিলেন: "যদি তারা আমাদের কাছে আসতে না পারে, তাহলে আমাদের অবশ্যই তাদের কাছে যেতে হবে।চ এবং তিনি তা করেছিলেন, ইরানি সমাজবিজ্ঞানীরা যাতে বিশ্বব্যাপী আলোচনার অংশ থাকেন তা নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যেখানে অন্যরা একটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র দেখেছিলেন, সেখানে তিনি একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় দেখেছিলেন। দেখার, শোনার এবং শেখার

>>

জন্য তার তৃষ্ণা এবং তার চারপাশের সকলকে দেখা, শোনা এবং বৈধতা দেওয়ার জন্য তার প্রতিভা, তার ইরানি সহকর্মীদের মধ্যে একটি অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছে।

ইরানে, একজন সহানুভূতিশীল কথোপকথক হিসেবে মাইকেলের ভূমিকা তার ভেতরের পরিপূর্ণ নৃতাত্ত্বিকের অবিরাম আকর্ষণের সাথে সহাবস্থান করেছিল। তেহরানের আরামদায়ক ছিটমহলে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার পরিবর্তে, তিনি রাজধানীর পরিষ্কার অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে ইরানের ছোট শহরগুলিতে এবং এর মধ্যে বাসে চড়েছিলেন। "আপনি কীভাবে মানুষের সাথে যোগাযোগ করবেন?" তিনি আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আমরা তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার সময় হেসেছিলাম, "মাইকেল, আপনি একটি শব্দও ফার্সি বলতে পারেন না!" তবুও ভাষা কোনও বাধা নয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল। মাইকেলের স্থানগুলিতে বসবাস করার, স্থানীয় জীবনের গঠন শোষণ এবং প্রতিফলিত করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি কখনও দূরদর্শী ছিলেন না; তিনি তার চারপাশের মানুষের উন্মোচিত গল্পগুলিতে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। বাস ড্রাইভারের সাথে আড্ডা দেওয়া হোক, বিক্রেতার সাথে দর কষাকষি করা হোক, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সাথে ধারণা বিনিময় করা হোক, তিনি তার প্রকৃত কৌতূহল এবং সেই ট্রেডমার্ক হাস্যরস দিয়ে প্রতিটি প্রাচীর ভেঙে ফেলেছিলেন, এমন সংযোগ তৈরি করেছিলেন যা শব্দের বাইরেও ছিল। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন যে নৃতাত্ত্বিক সাক্ষাৎ ভাষা আয়ত্তের বিষয়ে নয়, বরং মানুষের কৌতূহল এবং মর্যাদার বিষয়ে।

রাষ্ট্রপতি আহমাদিনেজাদ এবং বুশের জন্য তাঁর কী বার্তা জানতে চাইলে মাইকেল উত্তর দেন: "রাষ্ট্রপতিদের জন্য সমাজবিজ্ঞান ১০১ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করুন।" আজকের পরিবেশে, যেখানে রাজনৈতিক নেতারা ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের তহবিল হ্রাস এবং অবৈধকরণ করছেন, তার কৌতুককে রসিকতা হিসেবে কম এবং ক্ষমতা এবং সমালোচনামূলক জ্ঞানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার একটি সুবিবেচনামূলক সমালোচনা হিসেবে বেশি দেখা হয়।

মাইকেলের সফরের পর, ইরানি সমাজতাত্ত্বিক সমিতি জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞানের উপর একটি নিবেদিতপ্রাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে, যা এখন এর সবচেয়ে প্রাণবন্ত এবং সক্রিয় শাখাগুলির মধ্যে একটি। জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞানের প্রতি তার আহ্বান অনুবাদ করার এবং ফার্সি-ভাষী শিক্ষাবিদ সম্প্রদায়ের কাছে এই ধারণাটি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। তার কাজ গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছে: জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞানের উপর অসংখ্য বই এবং সিম্পোজিয়াম তখন থেকে সংগঠিত হয়েছে, এবং মাইকেলের প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকার সহ মূল লেখাগুলি অনুবাদ করা হয়েছে; ইরানি সমাজবিজ্ঞানীরা তার নিবিড়, সমালোচনামূলক পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন; এবং তার মৃত্যুতে, সমিতি তার সম্মানে একটি বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। জাতীয় সংবাদপত্রগুলি তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রতিবেদন করেছে, ইরানের সমাজতাত্ত্বিক ভূদৃশ্যের উপর তার সফর এবং ধারণার স্থায়ী প্রভাবকে তুলে ধরেছে।

মাইকেলের কাছে, বিশ্বব্যাপী সমাজবিজ্ঞান ছিল একটি অভ্যাস, সীমানা পেরিয়ে শোনা, পার্থক্যকে অনুবাদ করা এবং জোর দিয়ে বলা যে জ্ঞান কখনই সত্যিকার অর্থে বিশ্বব্যাপী হয় না যদি না এটি ভাগ করা হয়, সংগ্রাম করা হয় এবং বহু ভাষায় বলা হয়।

> প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

আজকের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ, জলবায়ু বিপর্যয় এবং বিশ্বব্যাপী স্থানচ্যুতির প্রেক্ষাপটে, মাইকেলের একটি জনসাধারণের, সমালোচনামূলক এবং আশাবাদী সমাজবিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া আগের চেয়েও বেশি জরুরি। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন যে সমাজবিজ্ঞানকে তার সময়ের অবস্থার সাথে সাড়া দিতে হবে এবং এটি সংকটের মুহূর্তগুলিতে উন্নতি লাভ করে; তাদের সত্ত্বেও নয়, বরং তাদের কারণে।

তাঁর উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হল তাঁর উদাহরণ দেওয়া মূল্যবোধগুলিকে ধরে রাখা:

- সংলাপ এবং নম্রতার উপর ভিত্তি করে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান;
- পারস্পরিক রূপান্তরের স্থান হিসেবে শিক্ষাদান;
- এমন গবেষণা যা বিভক্ত জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে;
- বিশ্লেষণকে দায়িত্ব থেকে পৃথক করতে অস্বীকৃতি।

এবং সম্ভবত আইএসএ-তে তিনি আমাদের জন্য এটাই রেখে গেছেন: কেবল কিছু ধারণা বা টাইপোলজির সমষ্টি নয়, বরং সমাজবিজ্ঞান করার একটি উপায় যা একই সাথে সমালোচনামূলক, সংলাপমূলক এবং যে বিশ্বকে তারা বুঝতে চায় তার প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ■

সরাসরি যোগাযোগ: নাজানিন শাহরোকনি: <nazanin_shahrokni@sfu.ca>

অনুবাদ:
ড. রাসেল হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক,সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

> মাইকেল বুরাওয়ে: অপ্রতিরুদ্ধ মার্কসবাদ ও লোক সমাজবিজ্ঞানের সংযোগস্থলে

রুই ব্রাগা, সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাজিল

২০২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে নিজের বাড়ির নিকটে মাইকেল বুরাওয়ে এক দুর্ঘটনায় গাড়িচাপায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দুর্ঘটনার পর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মাইকেলের মৃত্যু আধুনিক যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী সমাজ-বিজ্ঞানীর অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর কর্মজীবন আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে মার্কসবাদের অবস্থানকে নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেছিল এবং একই সঙ্গে তিনি তত্ত্ব ও মানবমুক্তির সংগ্রামের মধ্যে একটি জৈবিক সংযোগ বজায় রেখেছিলেন।

প্রায় ৪৭ বছর ধরে শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও পরামর্শপ্রার্থীদের সেবায় নিষ্ঠার সাথে নিয়োজিত থাকার পর, মাইকেল ২০২৩ সালে বার্কলে-এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭০-এর দশক থেকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism* যা শ্রম অধ্যয়নে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে তিনি সমালোচনামূলক মার্কসবাদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর কাজ ছিল বাস্তবভিত্তিক গবেষণার দৃঢ়তা ও উন্মুক্ত সংলাপের ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

জীবনজুড়ে মাইকেল ছিলেন এক কিংবদন্তি শিক্ষক, যিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব, রসিকতা এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে পুরো লেকচার হলের শিক্ষার্থীদের মুগ্ধ করতে পারতেন। আবার একই সঙ্গে তিনি প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিও ব্যক্তিগত যত্নশীল মনোযোগ দিতেন। শ্রেণিকক্ষে তিনি প্রতিটি ক্লাসে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর নাম মুখস্থ করতেন এবং নিঃশব্দে বোর্ডে নোট করে রাখতেন; সেমিস্টারের শেষে তিনি প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম মনে রাখতে পারতেন। একজন পরামর্শদাতা হিসেবে অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর যত্ন, সম্পৃক্ততা এবং ভ্রাতৃসুলভ সহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ৮৪টি গবেষণাপত্র তত্ত্বাবধান করেছেন, যেখানে তিনি প্রায়শই তাঁর শিক্ষার্থীদের গবেষণাকে বিশ্বব্যাপী তুলনামূলক বিশ্লেষণের বৃহৎ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা থেকে বহু প্রভাবশালী যৌথ গবেষণাকর্মের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর স্নাতকোত্তর সেমিনারগুলো স্নাতক কোর্সগুলোর মতই সমানভাবে আকর্ষণীয় ছিল। মাইকেলের নিষ্ঠা তাঁর গবেষণাকে অনুপ্রাণিত করা গভীর সংহতির চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল, যা তাঁর চিন্তাধারা ও পদ্ধতিকে গঠন করেছিল।

> একটি নবীন ও অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা

সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে মাইকেল "এক্সটেন্ডেড কেস মেথড"-এর প্রধান উদ্ভাবক ও প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত, যা ম্যানচেস্টার স্কুল অব অ্যানথ্রোপলজির ধারায় বিকশিত হয়ে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এটি কেবল একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি নয় বরং এক কঠোর প্রায়োগিক অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গি যা সামাজিক পুনরুৎপাদন ও রূপান্তরের বৃহত্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে ক্ষুদ্র মানব-অভিজ্ঞতাকে সংযুক্ত করতে বিশেষভাবে কার্যকর। এই পদ্ধতি নৃতত্ত্বভিত্তিক গবেষণায় প্রতিফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে-যেখানে নির্দিষ্ট থেকে সাধারণে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তরে, বর্তমান থেকে অতীতের মাধ্যমে ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় অগ্রসর হওয়া হয়। এর মাধ্যমে মাইকেল দেখিয়েছেন, উৎপাদনের ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা কীভাবে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন ঘটায়। একজন অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষক হিসেবে তিনি মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানের নৈতিক ভিত্তির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন-মানব ইতিহাস সামাজিকভাবে নির্মিত, আর তাই এটিকে সামাজিকভাবেই পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব এবং আদর্শভাবে আরও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে তা করা উচিত।

সংহতি, ন্যায়, সমতা এবং স্বাধীনতা-এই মূল্যবোধগুলো মাইকেলের কাছে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। তিনি মনে করতেন, সমাজবিজ্ঞানীদের উচিত এসব মূল্যবোধকে অস্বীকার না করে বরং প্রতিফলিতভাবে তাদের অনুসন্ধানমূলক সম্ভাবনাকে গ্রহণ করা। তাঁর প্রায়োগিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল একাডেমিক জগতের জন্য অস্বাভাবিক কিছু ক্ষেত্র থেকে-যেমন জাম্বিয়ার একটি তামার খনি, শিকাগোর একটি ইঞ্জিন কারখানা, হাঙ্গেরির একটি ইস্পাত মিল এবং রাশিয়ার একটি আসবাবপত্র কারখানা। চারটি দেশে তিনি কখনো যন্ত্রচালক, কখনো চুল্লিকর্মী, আবার কখনো মানবসম্পদ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। এসব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি শ্রমক্ষেত্রের বাস্তবতা থেকে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিকে শাণিত করেছিলেন এবং চারটি প্রধান ঐতিহাসিক রূপান্তরকে বিশ্লেষণ করেছিলেন-আফ্রিকার উপনিবেশমুক্তি, ফোর্ডবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সংহতি, আমলাতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পতন এবং নব্য উদারনীতির উত্থান। তাঁর তাত্ত্বিক সংশ্লেষণ ছিল এক বহুমুখী মার্কসবাদের রূপ, যেখানে তিনি গ্রামসি, লুক্সেমবার্গ, ট্রটস্কি, ফ্যানন এবং পরবর্তীতে ডু বোয়েসের চিন্তাধারা থেকে অনুপ্রাণিত হন এবং একই সঙ্গে সি. রাইট মিলস, অ্যালভিন গুল্ডনার ও কার্ল পোলানির র‍্যাডিকাল সমাজবিজ্ঞানের ঐতিহ্যকে একীভূত করেন।

১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এরিক ওলিন রাইট-এর সঙ্গে মাইকেল "সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ " পুনর্গঠনের এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প শুরু করেন, যা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল "পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের পরস্পরবিরোধী পুনরুৎপাদনের তত্ত্ব" হিসেবে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের পতনের পর দুর্বল হয়ে পরা মার্কসবাদের মুক্তিমূলক সম্ভাবনাকে পুনরুদ্ধার করা। গোরান থারবর্ন এই উদ্যোগকে একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের "প্রতিরোধী মার্কসবাদের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প" হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। এই উদ্যোগটি দুটি পরিপূরক পথে বিকশিত হয়েছিল-ডান পন্থীর "বাস্তবসম্মত কল্পজগত" প্রকল্প এবং মাইকেলের "জন সমাজবিজ্ঞান" ধারণা। উভয়ই সমাজবিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করেছিল বিভিন্ন জনসমাজের সঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে, সমালোচনামূলক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তরের বৃহত্তর আন্দোলনে অংশ নিতে। পরবর্তীতে উভয়েই

>>

> "মানব ইতিহাস সামাজিকভাবে নির্মিত এক বাস্তবতা; তাই তা সামাজিকভাবেই পুনর্গঠন করা সম্ভব—এবং সেই পুনর্গঠন আদর্শভাবে আরও ন্যায়সংগত হওয়া উচিত।"

আমেরিকান সোসিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন (এএসএ)-এর সভাপতি হন এবং মাইকেল পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ)-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ৪৪টি দেশে প্রচারণা চালিয়ে তিনি "জন সমাজ-বিজ্ঞান"-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বব্যাপী প্রচার করেন, যা সমাজবিজ্ঞানের এক নতুন গণমুখী অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়।

> লোক সমাজবিজ্ঞান

মাইকেলের ধারণায়, লোক সমাজবিজ্ঞান হলো এক প্রতিফলিত ও সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান, যা একাডেমিক পরিসরের বাইরে বৃহত্তর জনসমাজের প্রতি নিবেদিত এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র ও সংহ-তির মতো মুক্তিমূলক মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল। মাইকেল প্রায়ই রসি-কতার সঙ্গে বলতেন-যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে অধ্যয়ন করে এবং অর্থনীতি বাজারকে অধ্যয়ন করে, তবে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে নাগরিক সমাজকে, তার অন্তর্নিহিত বিরোধ ও ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জগুলোকে। অতএব অবাক হওয়ার কিছু নেই যে " লোক সমাজবিজ্ঞান" বিশ্বব্যাপী শ্রম, প্রকৃতি, অর্থ ও জ্ঞানের পণ্যায়নের বিরুদ্ধে লড়াইরত প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে সঙ্গতি স্থাপন করেছিল, বিশেষ করে ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পর। একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়েছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনগুলো অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর, বিশেষ করে ২০১০-এর দশকে ছড়িয়ে পড়া কর্তৃত্ববাদী জাতীয়তাবাদ, যা আজকের বৈশ্বিক ডানপন্থী উগ্রতার অন্যতম জ্বালানি। তাঁর যুক্তি ছিল-জন সমাজবিজ্ঞান অপরিহার্য, কারণ এটি সমকালীন স্বৈরতন্ত্রের এই "রোগগ্রস্ত উপসর্গসমূহ" (গ্রামসির ভাষায়) উৎপন্নকারী সামাজিক কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলো উন্মোচন করতে সাহায্য করে এবং একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের কৌশলগত ভিত্তি গড়ে তোলে।

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ)-এর সভাপ-তির দায়িত্ব শেষ করার পর মাইকেল বার্কলেতে ফিরে যান এবং শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিশ্চিত কর্মপরিবেশে নিযুক্ত খণ্ডকালীন শিক্ষকদের অধিকার রক্ষায় নেতৃত্ব দেন। ২০২৩ সালের শিক্ষাসহায়ক ধর্মঘটে তাঁর সক্রিয় সমর্থন সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর আজীবন অঙ্গীকারকে আরও একবার দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করে। জাম্বিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে নারীবাদী আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান, ইউক্রেন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ততা এবং গাজায় ফিলিস্তিনিদের গণহত্যার নিন্দা সহ তাঁর জীবনজুড়ে সামাজিক সক্রিয়তা ছিল বিস্তৃত ও ধারাবাহিক-যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মূল বিষয় ছিল। বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এতগুলো দেশে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন এবং একই সঙ্গে মানবতার মৌলিক ইস্যুগুলোর সঙ্গে এত গভীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা দেখিয়েছেন। মাইকেল বুরাওয়েকে স্মরণ করা উচিত এক নির্ভীক মার্কসবাদী, সংহতির শিক্ষক এবং এমন এক জনবুদ্ধিজীবী হিসেবে, যিনি সমাজবিজ্ঞানকে মানবমুক্তির হাতিয়ারে রূপান্তরিত করেছিলেন।

> ব্রাজিলে বুরাওয়ে

২০০৭ সালে রেসিফেতে অনুষ্ঠিত লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান কংগ্রেসে (এএলএএস) অংশগ্রহণ কালীন সময়ে মাইকেল প্রথমবারের মতো ব্রাজিলের সমাজবিজ্ঞানী সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। সে সময় তিনি সাও পাওলো, কাম্পিনাস, পোর্তো অ্যালেগ্রি এবং রিও ডি জেনিরোসহ ব্রাজিলের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তখন তিনি আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির (আইএসএ) সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং "জন সমাজবিজ্ঞান" ধারণাটি সক্রিয়ভাবে প্রচার করছিলেন-যা তিনি কয়েক বছর আগে প্রস্তাব করেছিলেন এবং আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতির (এএসএ) সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

এই প্রথম সাক্ষাৎকারের পর থেকে মাইকেল নিয়মিতভাবে ব্রাজিল সফর করতে শুরু করেন। তাঁকে প্রায়ই সেমিনার, সম্মেলন এবং একাডেমিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। ব্রাজিলিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি (এসবিএস) এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস (এএনপিওসিএস)-এ তাঁর উপস্থিতি এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে, যা তাঁকে দেশের অন্যতম স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে মাইকেল ব্রাজিলিয়ান সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলেন-যেখানে তাঁর চিন্তাধারার প্রতি গ্রহণযোগ্যতা এবং গবেষক ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সরাসরি সংলাপ ছিল মূল বৈশিষ্ট্য।

এই স্বীকৃতি কেবল প্রতীকী ছিল না। ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সাইইলো ডাটাবেসের ওপর ভিত্তি করে করা বিবলিওমেট্রিক জরিপে দেখা যায়, ব্রাজিলিয়ান জার্নালগুলোতে সর্বাধিক উদ্ধৃত আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মাইকেল প্রথম পনের জনের মধ্যে একজন। এটি তাঁর কাজের প্রাসঙ্গিকতা এবং ব্রাজিলের সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর "জন সমাজবিজ্ঞান"-এর ফলপ্রসূ সংযোগকে নির্দেশ করে-যা এক অংশগ্রহণমূলক ও বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে।

মূলত মাইকেলের উপস্থিতি ব্রাজিলের সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফোর দি স্টাডি অফ সিটিজেনশিপ রাইটস (সেনেডিক)-এর গবেষণা প্রকল্পগুলোতে এক নির্ধারক প্রভাব ফেলেছিল। তিনি একাধিকবার এই প্রতিষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। সবশেষে ২০২৩ সালে এবং বিভি-ন্ন ক্ষেত্রজুড়ে তিনি ফলপ্রসূ সহযোগিতায় যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রভাব আমার নিজস্ব বৌদ্ধিক যাত্রাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে-বিশেষত বাস্তবভিত্তিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানী মার্কসবাদের পুনর্গঠন এবং ব্রাজিলের শ্রমজীবী শ্রেণির রূপান্তর বিশ্লেষণে "এক্সটেন্ডেড কেস মেথড"-এর পরিশীলনে।

মাইকেলের সঙ্গে সংলাপ সেনেডিক-এর মধ্যে " লোক সমাজবিজ্ঞান"-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করেছিল-যা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন চিকো দে অলিভেইরা। এটি কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়

>>

যে, আমি ও মাইকেল যৌথভাবে সম্পাদিত Por uma sociologia pública (জনসমাজের জন্য সমাজতত্ত্ব) বইটির ভূমিকাটি চিকো দে অলিভেইরা নিজেই লিখেছিলেন। এই সহযোগিতা প্রতীকীভাবে লাতিন আমেরিকান মার্কসবাদী চিন্তাধারা ও আন্তর্জাতিক জন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যকার এক গভীর বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল।

২০২৩ সালে সাও পাওলোতে তাঁর শেষ সফরের সময়, মাইকেল আমার বই A angústia do precariado: trabalho e solidariedade no capitalismo racial (প্রিকারিয়েটের যন্ত্রণা: জাতিগত পুঁজিবাদে শ্রম ও সংহতি)-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বইটি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমজীবী শ্রেণির রূপান্তর নিয়ে রচিত এবং এতে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাঁর নতুন বৌদ্ধিক আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ডব্লিউ. ই. বি. ডু বোয়েসের চিন্তাধারার সঙ্গে। মৃত্যুর সময় মাইকেল ডু বোয়েসকে কেন্দ্র করে একটি বই রচনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ডু বোয়েসের সঙ্গে তাঁর এই গভীর সম্পৃক্ততা “জন সমাজবিজ্ঞান”-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় কর্মসূচিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল-অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক বৌদ্ধিক ঐতিহ্যগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে সমাজবিজ্ঞানের মূলধারার তত্ত্বের সমালোচনামূলক পুনর্গঠন।

এই উত্তরাধিকার ব্রাজিলে বিকশিত হয়েছে। ব্রাজিলে মাইকেলের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার আজও বিকশিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এফ্রোসেব্রাপ গোষ্ঠীর মতো উদ্যোগগুলো ডব্লিউ. ই. বি. ডু বোয়েসের রচনাগুলোর পর্তুগিজ অনুবাদ ও প্রচারকে ত্বরান্বিত করেছে, তাঁর চিন্তাধারাকে ব্রাজিলের সমাজ-বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের পরিসরে সংযোজিত করেছে। এসব প্রচেষ্টা বর্ণবৈষম্য ইস্যুকে আলোচনার কেন্দ্রে এনে পুঁজিবাদ ও বর্ণবাদের মধ্যকার বৈশ্বিক ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিশ্লেষণাত্মক পরিসরকে প্রসারিত করেছে। মাইকেল ও ডু বোয়েসের ভাবনার এই সংযুক্তি বিশ্বব্যাপী সমন্বিত জন সমাজ-বিজ্ঞান-এর ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে এবং একই সঙ্গে ব্রাজিলকে এমন এক ব্যাখ্যামূলক কাঠামো দিয়েছে, যা বর্ণভিত্তিক পুঁজিবাদের সমালোচনাকে গভীরতর করে তোলে এবং আন্তর্জাতিক তত্ত্ব ও জাতীয় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে এক সেতুবন্ধন রচনা করে।

> শেষ সাক্ষাৎ

আমি সর্বশেষ মাইকেলের সঙ্গে সরাসরি দেখা করি ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে। সেদিন স্মরণীয় নৈশভোজের পর (যেসব খাবারের বিল সব সময় তিনি নিজে জোর করে দিতেন) আমি তাঁকে আমাদের প্রিয় বন্ধু মিশেল উইলিয়ামস ও বিশ সাতগারের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করছিলাম, কারণ এক দশকেরও বেশি আগে মাইকেল নিজেই আমাকে দেখিয়েছিলেন, কেন সেই দেশের সমাজবিজ্ঞান এত অনন্য ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেই অনুপ্রেরণার জন্য আমি আজও গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সেদিন বিদায়ের সময় আমরা কথা বলছিলাম তাঁর ২০২৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য ব্রাজিলিয়ান সমাজবিজ্ঞান কংগ্রেসে অংশগ্রহণের বিষয়ে। তিনি সেখানে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চলমান হত্যাযজ্ঞ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক পরিবেশে এমন সংবেদনশীল বিষয় উপস্থাপন নিয়ে তিনি কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে সেখানে এমন এক শ্রোতৃমণ্ডলী থাকবে যারা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁকে শুনতে চায় এবং তাঁকে সেই হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় যে যিনি তাঁর প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ রুই ব্রাগা <ruy.braga@usp.br>

অনুবাদঃ
হেলাল উদ্দীন, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

> বুরাওয়ে এবং বৈশ্বিক লোক সমাজবিজ্ঞানের কারিগরি: রাশিয়ার সঙ্গে সংলাপধ

পাভেল ক্রোটভ, পিটিরিম এ. সোরোকিন ফাউন্ডেশন, বোস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; **তাতায়ানা লিটকিনা,** কোমি সায়েন্স সেন্টার, রাশিয়া; এবং **স্বেতলানা ইয়ারোশেঙ্কো,** সেন্ট পিটার্সবার্গ অ্যাসোসিয়েশন অফ সোসিওলজিস্ট, রাশিয়া।

মাইকেল বুরাওয়ি মাঠপর্যায়ে, কোমি, ২০০২। ছবি: তাতায়ানা লিটকিনা।

মাইকেল বুরাওয়ে, বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক তাত্ত্বিক ও পাবলিক সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা, ৭৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। সমগ্র জীবন তিনি সমাজতত্ত্বের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন-সমাজের অদৃশ্য সীমারেখাগুলো উন্মোচিত করেছেন, নানা রকম বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, এবং সমাজের ভেতরে ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রের মধ্যেও পারস্পরিক সংযোগ ও সংলাপের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছেন।

মাইকেল ছিলেন এবং সমাজতত্ত্বে চিরকাল থাকবেন-এক বহুমাত্রিক আলোকবর্তিকা; আমাদের বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও সহকর্মী। তাঁর জ্ঞানচর্চা ও বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার দীর্ঘদিন ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, বিশেষত তাঁদের জন্য যারা নব্যউদার পুঁজিবাদের গতিপথ এবং বাজার ও রাষ্ট্রীয় চাপে নাগরিক সমাজের ভঙ্গুরতা অন্বেষণ করেন। এই সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিতে, আমরা তার অসাধারণ কর্মজীবনের একটি অনন্য দিকের প্রতিফলন ঘটাই: রাশিয়ার সাথে তার সংযোগ এবং পুঁজিবাদের গতিশীলতা, রাশিয়ান জনগণের জীবন্ত অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞানের সম্ভাবনা বোঝার জন্য আমাদের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা।

> রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের অধীনে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা

১৯৮৬ সালে, পেরেস্ত্রোইকার সূচনালগ্নে, মাইকেল, এরিক ওলিন রাইটের সাথে, ইউএসএসআর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেণী চেতনার তুলনামূলক গবেষণায় একাডেমি অফ সায়েন্সেসের সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য মস্কো ভ্রমণ করেন।

দশ দিনের 'হতাশাজনক কিন্তু প্রকাশ্য' আলোচনার সময়, উল্লেখযোগ্য

>>

মাইকেল বুরাওয়ি পাবলিক বিতর্কে, সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি, ২০১৫। ছবি: তাতায়ানা লিটকিনা।

আদর্শিক এবং ব্যাখ্যামূলক বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশেষ করে মার্কসবাদী শ্রেণী এবং বাস্তব সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি খোলাখুলিভাবে বিশ্লেষণ করতে সোভিয়েত পণ্ডিতদের দ্বিধা সম্পর্কে।

পরবর্তীকালে, প্রতিটি পণ্ডিতই আলাদা পথ অনুসরণ করেছিলেন। রাইট রাশিয়ায় ফিরে আসেননি। বিপরীতে, বুরাওয়ে হাঙ্গেরিতে তার গবেষণার অনুরূপ সোভিয়েত শিল্পের একটি বিস্তৃত নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন শুরু করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে একটি দুঃখজনক বিচ্যুতি হিসাবে দেখেননি বরং এর একটি প্রকাশ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র যা সমালোচনামূলক এবং অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষার যোগ্য। তিনি শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক চেতনা এবং উন্নত পুঁজিবাদী সমাজের তুলনায় রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনগুলি আরও জোরালোভাবে আবির্ভূত হয়েছিল এই বিরোধিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন।

> বাজারভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তর

১৯৯১ সালে, বুরাওয়ে কোমির একটি আসবাবপত্র কারখানায় অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ শুরু করেন, যেখানে তিনি তার বই, ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট (১৯৭৯) এ প্রাথমিকভাবে উল্লিখিত একটি অনুমান পরীক্ষা করেন এবং পরে দ্য রেডিয়েন্ট পাস্ট (১৯৯২, জ্যানোস লুকাকসের সাথে সহলেখক) এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি শ্রম প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ (উৎপাদনের সম্পর্ক) এবং শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ (উৎপাদনের সম্পর্ক) এর মধ্যে পার্থক্য করেন। সোভিয়েত শর্তাবলীর অধীনে , ব্যবস্থাপকরা উৎপাদনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মক্ষম নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করার কারণে, ব্যবস্থাপকরা পদ্ধতিগত ঘাটতির কারণে শ্রমিকরা পরবর্তীটি ব্যবহার করত। এই বিপরীতমুখী স্বায়ত্তশাসন প্রশাসনিক-কমান্ড ব্যবস্থার নমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা উভয়েরই উদাহরণ ছিল।

প্রাথমিকভাবে সমাজতন্ত্রের শেষের দিকে সোভিয়েত এবং হাঙ্গেরীয় শ্রমের তুলনা করার লক্ষ্যে, ক্ষেত্রের ফলাফলগুলি একটি বিচ্ছিন্ন কমান্ড অর্থনীতি প্রকাশ করে যা ক্রমবর্ধমানভাবে বিনিময়-ভিত্তিক বিনিময় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, যার ফলে স্ব-সংগঠনের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কারখানাটি নৈরাজ্যকর খণ্ডিতকরণের একটি স্থানে পরিণত হয়েছিল, যা বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের উত্থান এবং একটি নবজাতক স্বল্পসংখ্যক শাসিত গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রবিন্যাস শ্রেণীকে উৎসাহিত করেছিল।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত, গবেষণাটি ভোরকুটার কয়লা অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, যেখানে খনি ধর্মঘট এবং সংস্কারগুলি দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের সহযোগিতায় পরিচালিত বারোটি খনির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শক থেরাপির ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি তুলে ধরা হয়েছিল। বাজার উদারীকরণের দ্বারা হতাশ শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সম্মিলিত প্রতিরোধ পরিত্যাগ করে 'ইতিহাসের দেবদূতের সামনে মাথা নত করে।'

> বাজারের চাপ, লিঙ্গভিত্তিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্বর্তিতা

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে পড়ার সাথে সাথে মজুরি বিলম্ব ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও অতিরিক্ত মূল্যের খাদ্যের আকারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৯৪ সাল থেকে, বুরাওয় এবং লিটকিনা পারিবারিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শ্রমিকদের বেঁচে থাকার কৌশলগুলি অনুসন্ধান করেন, কার্ল পোলানির দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজতন্ত্র-পরবর্তী পরিবর্তনের একটি তত্ত্ব তৈরি করেন। বুরাওয় পোলানির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিধ্বনি করেন: ধ্বংস বা প্রতিরোধ ছাড়া বাজার সমাজ তৈরি করতে পারে না।

সোভিয়েত-পরবর্তী রাশিয়ায়, এই প্রতিরোধের আবির্ভাব ঘটে বর্ধিত গৃহশ্রম, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং শ্রম, অর্থ, প্রকৃতি এবং যত্নের পণ্যীকরণের মাধ্যমে - প্রতিটি সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। একদিকে, নারীরা কার্যত পরিবারের প্রধান হয়ে ওঠেন, পুরুষদের মর্যাদা এবং কর্মসংস্থান হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে। অন্যদিকে, নারীদের আত্মীয়তা-ভিত্তিক সহায়তা নেটওয়ার্কগুলি প্রায়শই ব্যর্থ রাষ্ট্রের পরিবর্তে কাজ করে। পরিবারের ভেতরে এবং বাইরে, ব্যবসা বা সেবার ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসার সাথে জড়িত নারীসহ, শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের উদ্যোক্তা মনোভাব তাদের এবং তাদের পরিবারকে বঞ্চনার চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা দিয়েছে।

বুরাওয়ের সাথে মিলে ক্রোটভ এবং লিটকিনা এই 'বিপ্লব' কে অভিহিত করেছেন একটি পশ্চাদগামী অভিযোজন যা সামাজিক পুনর্গঠনের মূল্যে বেঁচে থাকার ধারাকে রক্ষা করেছিল।

>>

> নব্য উদারনৈতিক রাষ্ট্রের চাপ এবং বর্জনের যুক্তি

কোমি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ইনস্টিটিউট ফর সোসিওইকোনমিক অ্যান্ড এনার্জি প্রবলেম অফ দ্য নর্থ (আইএসইইপি) -এ ইনভল্যুশন প্রকল্পটি আয়োজিত হয়েছিল। বুরাওয়ের মাঠ পর্যায়ের কাজ এবং সহযোগিতামূলক সংলাপের প্রতি উন্মুক্ততা অভিজ্ঞতাগত চ্যালেঞ্জগুলিকে ধারণাগত অনুসন্ধানে রূপান্তরিত করে।

একটি নতুন উদ্যোগের আবির্ভাব: ১৯৯৬ সালের পর রাশিয়ার নির্বাচনী সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ। একসাথে, আমরা পরীক্ষা করেছিলাম কিভাবে গ্রামীণ এবং শহুরে বাসিন্দারা 'আনুষ্ঠানিকভাবে দরিদ্র' মর্যাদা অর্জন করেছে বা হারিয়েছে, এবং কীভাবে নীতির দ্বারা দারিদ্র্য নিজেই গঠিত হয়েছিল।

মার্কসবাদী শিকড় থাকা সত্ত্বেও, বুরাওয়ে তাত্ত্বিক বহুত্ববাদকে গ্রহণ করেছিলেন এবং রাশিয়ান প্রেক্ষাপটে উইলিয়াম জুলিয়াস উইলসনের নগর দারিদ্র্যের তত্ত্ব প্রয়োগের সম্ভাবনার সাথে একমত হয়েছিলেন, এটি দেখিয়েছিলেন যে অভিজ্ঞতাগত ভিত্তি কীভাবে তাত্ত্বিক বিভাগগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। শ্রম অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার সাথে সাথে এবং বৈধ ধর্মঘট প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ার সাথে সাথে, রাষ্ট্র শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ করে। একই সাথে, দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সংকুচিত হয়।

শ্রমিক অধিকার ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং আইনসম্মত ধর্মঘট প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠায় রাষ্ট্র শ্রমবাজারের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে আসে। একই সময়ে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা আরও সংকুচিত করা হয়। তদুপরি, দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতায় থাকা মানুষের সংখ্যা ও সামাজিক গঠন বাড়তে থাকলেও রাষ্ট্র "সহায়তার প্রয়োজন আছে এমন মানুষ" হিসেবে নিবন্ধনের নিয়ম পরিবর্তন করে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র স্বল্প আয়ের মানুষদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সামাজিক সুরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের পরিসর আরও বিস্তৃত করে। রাষ্ট্র, নীতিনির্ধারণী বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর দূরত্ব সমাজকে এক ধরনের "প্রাথমিক টিকে থাকার সংগ্রাম"-এর মধ্যে একা ফেলে দেয়, যেখানে দারিদ্র্য অস্বীকার করাই হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার কৌশল, আর শ্রেণি-চেতনা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়।

> জ্ঞানকে পণ্যায়ন করার প্রক্রিয়া এবং এর বিরুদ্ধে জনসমাজবিজ্ঞানের প্রতিরোধ

পরবর্তীতে, বুরাওয়ে তার মনোযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দেন, যেখানে নব্য উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার অধীনে জ্ঞান এবং একাডেমিক শ্রম ক্রমবর্ধমানভাবে পণ্যে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

২০০৭ সালে, স্বেতলানা ইয়ারোশেঙ্কোর আমন্ত্রণে, তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২০১৫ সালে তিনি 'একটি পেশা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান' উপস্থাপন এবং রাশিয়ান সমাজবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য ফিরে আসেন।

বুরায়ে জোর দিয়ে বলেন যে সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য বিভাজন নয় বরং ঐক্যবদ্ধ করা সৃস্টি রকম, যা একটি বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক-রাজনৈতিক শাখা উভয় হিসাবেই কাজ করে। তিনি প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে সমৃদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পক্ষে ছিলেন।

রাশিয়ান জনসমাজবিজ্ঞানের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও, তার আশাবাদ এবং বাধা অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা তার বিশ্বাসকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল যে পেশাদার এবং জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞান সহাবস্থান করতে পারে এবং সমৃদ্ধ হতে পারে।

২০১৫ সালে, ক্রমবর্ধমান একাডেমিক চাপের মধ্যে, তিনি সমাজবিজ্ঞানীদের একাডেমিক পারফরম্যান্স মেট্রিক্সের সমালোচনামূলক অনুসরণকে প্রতিরোধ করা, তাদের নিজস্ব সংগ্রামকে ঐতিহাসিকীকরণ করার, ব্যক্তিগতকে সামাজিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং অভিজ্ঞতাগতভাবে ভিত্তিযুক্ত, স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলি বিকাশের আহ্বান জানান - তা রাশিয়ান প্রেক্ষাপট দ্বারা ধার করা হোক বা আকৃতির হোক।

তিনি সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সংহতির পক্ষে কথা বলেছেন এবং একটি স্ব-সংগঠিত নাগরিক সমাজের সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ততার পক্ষে ছিলেন, যৌথ অনুসন্ধানের রূপান্তরকারী শক্তি এবং এর জনসাধারণের প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন।

> মাইকেল একজন জীবন্ত প্রতিফলন হিসেবে

মাইকেল বুরাওয়ে চমৎকারভাবে সমাজবিজ্ঞানের প্রতি তার আবেগকে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্যের তীব্র সচেতনতার সাথে একীভূত করেছেন। তার আন্তঃজাতীয় গবেষণা - রাশিয়া সহ - প্রমাণ করেছে যে সমাজবিজ্ঞানীরা একটি সম্ভাব্য 'বিপজ্জনক' বুদ্ধিজীবী শ্রেণী: নাগরিক সমাজের সাথে সংযুক্ত, বৈষম্যের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক এবং ব্যক্তিগত দুর্ভোগকে সম্মিলিত কর্মে রূপান্তরিত করতে সক্ষম।

সর্বোপরি, আমরা তাঁর মনোযোগীতা, উন্মুক্ততা, উদারতা এবং প্রজ্ঞাকে স্মরণ করি। তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সাথে কথা বলতেন, বিভেদ দূর করতেন, শ্রেণিবিন্যাস ভেঙে দিতেন এবং দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ায় সমতা প্রতিষ্ঠা করতেন। কাঠামো এবং কর্তৃত্ব সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি শ্রমিকদের জীবনের সাথে গভীর, সহানুভূতিশীল সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাগ্রত হয়েছিল।

আমাদের কাছে, মাইকেল বুরাওয়ে কেবল লোক সমাজবিজ্ঞানের একজন তাত্ত্বিক ছিলেন না - তিনি ছিলেন এর জীবন্ত মূর্ত প্রতীক। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
পাভেল ক্রোটভ: <pasha.boston1307@gmail.com>
তাতায়ানা লিটকিনা: <tlytkina@yandex.ru>
স্বেতলানা ইয়ারোশেঙ্কো: <svetayaroshenko@gmail.com>

অনুবাদ: মোঃ নাসিম উদ্দীন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

> মাইকেল বুরাওয়েঃ লোক সমাজবিজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির আশাবাদ

ফারীন পারভেজ, ম্যাসাচুসেটস অ্যামহার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএস

মাইকেল বুরাওয়ে ইউসি বার্কলে, হুইলার হলের বাইরে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ছবি: আনা ভিলারিয়াল।

মাইকেল বুরাওয়ে আমার পিএইচডির উপদেষ্টা (ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে) ছিলেন এবং ২০০১ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। টানা ২৪ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার এক সমৃদ্ধ ও চমৎকার আলোচনার সম্পর্ক বজায় ছিল। তাঁর মৃত্যুর খবর জানার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমি তাঁকে সর্বশেষ একটি ইমেল পাঠিয়েছিলাম। প্যালেস্টাইন টিচ-ইন নিয়ে আমার কিছু ভাবনা তারা সাথে শেয়ার করেছিলাম,যা তিনি শুধু সমর্থনই করেননি, বরং আমাকে উৎসাহিতও করেছিলেন। ২০০০ সালে লেখা তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধ 'মার্ক্সিজম আফটার কমুনিজম' পড়ানো শেষ করার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি একটি ভয়েসমেইল বার্তা পাই যেখানে তার সেই হৃদয়বিদারক মৃত্যুর খবর ছিল।

তাঁর স্মৃতি ও কাজকে সম্মান জানানো একই সঙ্গে কষ্টের ও হৃদয়স্পর্শী। মাইকেল তাঁর কাজের শুরু থেকেই জাতীয় বিভাজনের সীমানা পেরিয়ে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ইন্টারন্যাশনাল সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএসএ) মাধ্যমে, এবং গত পনেরো বছর ধরে গভীর নিষ্ঠা ও গুরুত্ব নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমাজতত্ত্ববিদদের সঙ্গে দেখা করেছেন।

মাইকেল প্রায় ৮০ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর গবেষণার তদারকি করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা শ্রম, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, এবং উত্তর-কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন। কেউ কেউ বৈশ্বিক তুলনামূলক কাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, আবার কেউ সমাজতত্ত্ব ও বিশ্বের প্রতি তাঁর মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলেন। আমি সেই শেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ, তখন আমি মাইকেলের অধিকাংশ প্রায়োগিক কাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলাম না। তবে এখন আমি সেগুলো নতুন করে আবিষ্কার করছি এবং যতটা সম্ভব গভীর আগ্রহে পড়ছি। যখনই আমি মাইকেলের লেখায় ফিরে যাই, তাঁর লেখার অন্তর্নিহিত কাব্যিকতা আমাকে মুগ্ধ করে। বাস্তব জীবনে তিনি যে আবেগ দিয়ে কথা বলতেন, সেই একই আবেগ আজও তাঁর লেখার প্রতিটি পৃষ্ঠায় জীবন্ত হয়ে আছে।

> একজন নৈতিক এবং দায়িত্বশীল নৃবিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ ও সর্বদা মার্ক্সবাদী

মাইকেল বুরাভোয় যখন নৃবিজ্ঞানী হিসেবে গবেষণা করতেন, তখন তিনি

>>

আসলে শ্রমিকদের মতোই কাজ করতেন। তিনি মেশিন অপারেটর, রেডিয়াল ড্রিল অপারেটর (আমি নিজেও নিশ্চিত নই, এটি ঠিক কী ধরনের কাজ!), রাবার ফ্যাক্টরি, শ্যাম্পেন ফ্যাক্টরি, রাশিয়ার আর্কটিক অঞ্চলের ফার্নিচার ফ্যাক্টরিসহ বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। (আমি মজা করে তাঁকে বলেছিলাম, জায়গাটা একবার দেখতে যেতে চাই।)

মাইকেলের প্রথম দিকের গবেষণা ছিল জাম্বিয়ার তামার খনিতে শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কেন আমেরিকান ফ্যাক্টরির শ্রমিকেরা নিজেদের শোষণকে মেনে নেয়। তিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, এবং ভিন্ন ভিন্ন আদর্শিক কাঠামো কীভাবে এই শোষণকে টিকিয়ে রাখে এসব নিয়েও লিখেছেন। পরবর্তীতে তিনি হাঙ্গেরিতে সমাজতন্ত্রের বাস্তব অবস্থা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও গভীর বিশ্লেষণ করেছেন।

মাইকেল সমকালীন সময়ের পোলানির কাজ বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রতিবাদী আন্দোলনের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তিনি বুর্দিয়ুর তত্ত্ব নিয়ে বহু বছর কাজ করেছেন। সম্প্রতি, ডু বোইসের সমাজতত্ত্ব এবং জ্ঞানভিত্তিক উপনিবেশমুক্তিকরণের বৃহত্তর প্রকল্প নিয়েও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন।

নৃবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তত্ত্ব নিয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন, এবং আমার প্রিয় বই 'দ্য এক্সটেন্ডেড কেইস মেথড' এর লেখক তিনিই। তিনি মার্কসবাদকে নতুনভাবে পুনর্গঠন নিয়ে লিখেছেন। এছাড়াও, মাইকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্যউদারীকরণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণভিত্তিক পুঁজিবাদ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ফিলিস্তিনের প্রতি তাঁর দৃঢ় অবস্থান। তিনি ফিলিস্তিনকে বসতি-স্থাপনকারী উপনিবেশবাদ হিসেবে দেখেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যমূলক শাসনের সঙ্গে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন, এবং সর্বোপরি আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদসহ আমাদের নৈতিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উৎসাহিত করেছেন যেন আমরা ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ লাঘবে নীরব না থেকে সক্রিয়ভাবে সোচ্চার হই।

> মাইকেলের সৃজনশীলতা

আমি তাঁর লেখা থেকে আমার প্রিয় কয়েকটি সৃজনশীলতা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি:

"ইতিবাচক বিজ্ঞান কী? অগাস্ট কোঁতে মনে করতেন, সমাজতত্ত্ব মেটাফিজিক্সের স'লাভিষিক্ত হবে এবং সমাজের বাস্তব নিয়মগুলো উদঘাটনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। এটি ছিল বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করা সর্বশেষ শাখা। তবে একবার এটি গ্রহণযোগ্য হলে, এটি বিশৃঙ্খলকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বিশৃঙ্খলা থেকে অগ্রগতির পথে শৃঙ্খলা তৈরি করবে। তাই, পজিটিভিজম একদিকে বিজ্ঞান, অন্যদিকে একটি বিশ্বাস বা আদর্শ (দ্য এক্সটেন্ডেড কেইস মেথড,পৃ.৩১) "প্রতিফলনধর্মী বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, হস্তক্ষেপ কেবল সামাজিক গবেষণার একটি অবশ্যম্ভাবী অংশই নয়, বরং এটি একটি গুণ, যা সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো উচিত। পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সমাজের শৃঙ্খলার বৈশিষ্ট্যগুলো আবিষ্কার করি। হস্তক্ষেপ এমন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে যা কেবল অপসারণযোগ্য গোলমাল নয়, বরং তা এমন সঙ্গীত, যা প্রশংসার যোগ্য–এটি অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বের গোপন রহস্যগুলো প্রকাশ করে।" (দ্য এক্সটেন্ডেড কেইস মেথড, পৃ. ৪০)

"ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের জন্য আমরা কি বিশেষ কিছু করতে পারি? হয়তো, ফিলিস্তিনিদের ওপর চলমান গণহত্যাই সবচেয়ে ভয়াবহ ও বর্বর নৃশংসতা। এটি আমাদের সামনে সরাসরি ঘটেছে; আমরা নিজের চোখে তা দেখেছি। ফলে এটি এড়ানো অসম্ভব। ইসরায়েলের পক্ষে পশ্চিমা শক্তিগুলোর নিঃশর্ত সমর্থন এই ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রদান করে। একজন সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে আমরা শুধু কারো পক্ষে সমর্থন করি না, বরং সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারগুলোকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে গেঁথে দিই। 'উত্তর-উপনিবেশবাদের' যুগে, ইসরায়েলি রাষ্ট্র কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের ওপর পদ্ধতিগত ও সুস্পষ্ট দমন-পীড়ন এটিকে অন্য সব ঘটনাগুলোর থেকে আলাদা ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এটি আমাদেরকে নিজেদের অতীত পুনরায় পরীক্ষা করতে বাধ্য করে এবং 'বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশবাদ' ধারণাটিকে নতুনভাবে গুরুত্ব দেয়, যা ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যগুলির ধ্বংসাবশেষের মতো।" এগুলো ছিল তার অনেক সৃষ্টির মধ্যে মাত্র তিনটি, যা সবসময়ই সুন্দর।

> ব্যক্তিগত প্রভাব এবং লোক সমাজবিজ্ঞানের কর্মসূচী

আমি প্রথমে আমার কাজে মাইকেলের প্রভাব এবং পরে লোক সমাজবিজ্ঞান নিয়ে কিছু কথা বলব।মাইকেল যখন ২০২৩ সালে অবসর নেন, তখন আমি ও তাঁর অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাজ নিয়ে কিছু লিখেছিলাম। আমি সেগুলোর একটি ছোট অংশ এখানে তুলে ধরছি। আমি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে। এর ঠিক দুই সপ্তাহ পর কংগ্রেস আফগানিস্তানে আক্রমণের পক্ষে ভোট দেয়, আর পৃথিবীটা যেন চিরতরে বদলে গেল। আমার এখনো মনে আছে সেই প্রথম দিকের দিনগুলিতে মাইকেলের (ঝড়প ১০১) ক্লাসের বক্তৃতাগুলো, যেখানে তিনি সাহসের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি অসাধারণভাবে আমাদের, পুরো ক্লাসরুম ভর্তি ছাত্রছাত্রীদের, ৯/১১ এবং তার পরের ঘটনাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন, ঠিক এমন এক সময়ে যখন আমেরিকান জাতীয়তাবাদ ছিল তুঙ্গে। তখনই আমি বুঝেছিলাম, এটাই আমার আসল জায়গা।

এর কয়েক বছরের মধ্যেই মাইকেল লোক সমাজবিজ্ঞানের কর্মসূচি তৈরি শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁর উত্তেজনা ও উদ্দীপনা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যেত, যা আমার কাজের পরিধিকেও প্রভাবিত করেছিল। মাইকেল তাঁর ফর পাবলিক সোসিওলজি (২০০৫) প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "যে সমস্ত গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রী পিএইচডি পাওয়ার জন্য কাজ করছে (প্রায় ৫০% থেকে ৭০%), তাদের অনেকেই আড়ালে বা পাশাপাশি লোক সমাজবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে, যা প্রায়শই তাদের সুপারভাইজারের কাছে লুকানো থাকে।" আজ যদিও আমার সরাসরি কোনো সুপারভাইজার নেই, তবুও পাশাপাশি লোক সমাজবিজ্ঞান নিয়েই আমি এখনও কাজ করে যাচ্ছি।

আজ আমার চিন্তাভাবনার ওপর মাইকেলের প্রভাব খুব সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর ও মজবুত। মরক্কোতে ধর্ম ও উন্মাদনা নিয়ে আমার গবেষণায় মাইকেলের কাছ থেকে শেখা, যা ফ্যাননের আলজেরিয়ায় মনোসমীক্ষণমূলক কাজ এবং ট্রমার সমাজতাত্ত্বিক দিকগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতের গৃহস্থালি ঋণ নিয়ে আমার গবেষণা আমাকে আমার প্রথম ভালোবাসা, মার্ক্সবাদের কাছে ফিরিয়ে আনে; যা তিনি লালন করেছিলেন। সত্যিই, মাইকেলের মার্ক্সবাদ ছিল আমার জন্য নিরাপদ আশ্রয়।আমি শুধু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যক্তিগত আকর্ষণের জন্যই তাঁর কাছে যাইনি। যে বিষয়েই আমি গবেষণা করতাম, পর্নোগ্রাফি শিল্প নিয়ে মানুষের ভাবনা হোক বা মুসলিম সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সংগঠন, সবকিছুর মধ্যেই আমি বিচ্ছিন্নতা ও শ্রেণী বৈষম্যের প্রভাব দেখতাম। এই গবেষণাগুলো আমার এমএ থিসিস এবং পিএইচডি প্রবন্ধের অংশ ছিল, যেখানে মাইকেল তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তা বই আকারেও প্রকাশিত হয়।

> বিশ্লেষণমূলক চিন্তার শিক্ষক- যাঁর লক্ষ্য ছিল সবসময় পৃথিবীকে বদলানো

মাইকেল আমাকে নৃবিজ্ঞানের কাজে উৎসাহিত করতেন যাতে আমি ক্ষমতার মূল কেন্দ্র এবং তথাকথিত বৈশ্বিক কসমোপলিটানিজম এড়িয়ে চলি।

>>

তার বদলে তিনি আমাকে ফ্রান্স ও ভারতে আমার গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে প্রান্তিক শহরগুলোর ওপর নজর দিতে বলেছিলেন। সেই কারণে আমি দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সে লিঁয় ও দক্ষিণ ভারতে হায়দ্রাবাদে গবেষণা করি। আমি এর জন্য তার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কারণ এতে আমি প্রান্তিক জায়গাগুলোতে বসবাস করতে শিখেছি।

মাইকেলের কাছ থেকেই আমি বিশ্লেষণমূলকভাবে চিন্তা করতে শিখেছি। যখনই আমি কোনো যুক্তি সাজাতে গিয়ে আটকে যাই, আমি তার পছন্দেও ২দ্ধ২ ছক ব্যবহার করি। এখান থেকেই আমি স্বচ্ছতা ও তীক্ষ্মতা পাই, যা অন্যভাবে পাওয়া কঠিন।মাইকেল আমার নৃবিজ্ঞান বোঝার ধারণা বদলে দিয়েছিলেন। গবেষণার ক্ষেত্রে গভীর নৈতিক প্রশ্ন এবং ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে যখন আমি কাজ করি, যেমন সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণার সময়, আমার মনে হয়েছে তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। এছাড়া আমার বইয়ের পদ্ধতিগত পরিশিষ্টেও আমি তাঁকে উদ্ধৃত করেছি।

এক্সটেন্ডেড কেস মেথড থেকে আবারও বলছি, “আমরা যার পক্ষেই থাকি না কেন, ম্যানেজার হোক বা শ্রমিক, সাদা হোক বা কালো, পুরুষ হোক বা নারী, আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্তৃত্বের সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। পর্যবেক্ষক হিসেবে আমরা যতই নিজেকে নিরপেক্ষ দেখাতে চাই না কেন, আমরা সব সময় ‘নিজেদের পক্ষে’ থাকি। আমাদের উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ, যেমন সামাজিক আন্দোলনকে বড় করা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা বা দৈনন্দিন জীবনের সীমানা চ্যালেঞ্জ করা। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা যতটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যান না কেন, তাদের নিজের স্বার্থ ও মানুষের স্বার্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।” মাইকেল কার্ল মার্ক্সের ‘থিসিস ১১’ হৃদয়ে ধারণ করে চলতেন: “দার্শনিকরা এতদিন শুধু এই জগতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আসল কথা হলো এটিকে বদলানো।”

আমি মনে করি তাঁর সব ছাত্রছাত্রীই একমত হবেন যে, তিনি তত্ত্বের জন্য তত্ত্ব বা কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞান অর্জনের চেয়ে সবার আগে পৃথিবীকে বদলানো এবং বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাসই আমার সমস্ত কাজের চালিকাশক্তি, বলতে গেলে, এটা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানে এর একটা মজার অবস্থান আছে। আমার মনে আছে, বহু বছর আগে আমার ক্লাসের এক ছাত্রের কাছ থেকে আমি একটা খুব নেতিবাচক মূল্যায়ন পেয়েছিলাম। সে লিখেছিল, “অধ্যাপক পারভেজের এই ক্লাসটা কোনো কাজের না, যদি না আপনি একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী হতে চান।” আমি বুঝতে পারছিলাম না, এটাকে অপমান হিসেবে নেব নাকি সম্মানের প্রতীক হিসেবে ধরে নেব। আমি মনে করি মাইকেল এটা শুনে হাসতেন এবং গর্বিত হতেন। যেমনটা জ্যাক লেভেনসন তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রবন্ধে লিখেছিলেন: “মাইকেল অভিজ্ঞতাবাদকে একদম সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু তিনি একইভাবে তাত্ত্বিকতাকেও অপছন্দ করতেন। তাঁর মতে, সমাজতান্ত্রিক মার্ক্সবাদের কাজ ছিল এই দুই ধরনের বিপদকে সাবধানে এড়িয়ে চলা।”

মাইকেলের মধ্যে যে আরেকটা চমৎকার বিষয় ছিল, যা আমাকেও প্রভাবিত করেছে বলে আমি আশা করি, তা হলো বিশ্ব বদলানোর সাথে সাথে নিজের চিন্তা ও নিজেকে বদলানোর ইচ্ছা। এটা মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার সাথেও মানানসই ছিল। যদিও তিনি বহু দশক ধরে তাঁর সমাজতত্ত্বের ক্লাস একটি নির্দিষ্ট ধরনে পড়াতেন, তবুও তিনি ডু বয়েসকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ নতুন আলোচনা শুরু করেছিলেন, এমনকি তাঁর তত্ত্বের কোর্সটিও পাল্টাতে শুরু করেছিলেন। ডু বয়েসের আগে, বোর্দিউকে নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজ ছিল। আমার মনে আছে, তিনি লোয়িক ওয়াকোঁর বোর্দিউয়ের ওপর গ্র্যাজুয়েট সেমিনারে একজন ছাত্র হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন এবং তাঁর কত হোমওয়ার্ক জমা দিতে হবে তা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন!

আমি সেই ভাগ্যবান দলভুক্ত ছিলাম যারা বোর্দিউয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছিল। মাইকেলের মধ্যে নিজের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে বোঝার এবং স্পষ্ট করার একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, আর সেই গতিশীলতার সামান্য অংশীদার হতে পারাটা ছিল আমার জন্য এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

> ইচ্ছাশক্তির আশাবাদ এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া

২০১১ সালে মাইকেল লিখেছিলেন, দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির একটি বিখ্যাত কথা আছে: ‘জ্ঞানের নৈরাশ্য, ইচ্ছাশক্তির আশাবাদ’ অর্থাৎ জ্ঞানের দিক থেকে হতাশ হও, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির দিক থেকে আশাবাদী হও। ‘জ্ঞানের নৈরাশ্য’ বলতে বোঝায়, সমাজের প্রক্রিয়াগুলো কাঠামোগতভাবে নির্ধারিত, যা সম্ভাব্য সব কিছুর ওপর সীমা টেনে দেয়।অন্যদিকে, ‘ইচ্ছাশক্তির আশাবাদ’ প্রয়োজন রাজনীতির জন্য কারণ রাজনীতি হলো সম্মিলিত ইচ্ছা তৈরি করা, সেই সীমাগুলো ভেঙে দেওয়া এবং অসম্ভবকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা। ইচ্ছাশক্তির আশাবাদ তৈরি হয় জ্ঞানের নৈরাশ্য থেকে, আবার উল্টোটাও সত্যি। তারা যেন একে অপরের পরিপূরক।

যদিও আমার কিছু ধারণা ছিল, আমি জানি না মাইকেল বিশ্বাস করতেন কিনা যে, যুক্তরাষ্ট্রে সংকটগুলো আরও গভীর হচ্ছে এবং এখানকার সমস্যাগুলো একসময় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে যে সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে। কিন্তু মাইকেল সবসময় সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনগুলিকে নিয়ে খুব উত্তেজিত এবং উৎসাহী ছিলেন। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনের ন্যায়বিচারের আন্দোলন পর্যন্ত, যা নিয়ে তিনি বহু বছর ধরে মাঝে মাঝে কথা বলতেন।

কিন্তু তিনি প্রায়ই আমাদের মনে করিয়ে দিতেন যে আমাদের এক নম্বর জনগণ হলো আমাদের স্নাতকের ছাত্রছাত্রীরা। আর যদি আমরা গ্রামসির ‘অবস্থানগত যুদ্ধে’ থাকি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় হলো সেই যুদ্ধের ভেতরের সুরক্ষিত ঘাঁটি। যারা আমরা শিক্ষার সাথে যুক্ত, তাদের জন্য সম্ভবত এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ: আমাদের শিক্ষার্থীদের মনোবল বাড়ানো, তাদের বুঝতে সাহায্য করা যে আমাদের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্'ার মূলে কিছু একটা গলদ রয়েছে, এবং হ্যাঁ, তারা জগতকে বদলাতে পারে এবং তাদের বদলাতেই হবে।

নিজের স্বাভাবিক বিনয়ী ভঙ্গিতে, মাইকেল সবসময় বলতেন যে জনমুখী সমাজতত্ত্ব আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ থেকে ভারত পর্যন্ত মূলত দক্ষিণের অনেক অঞ্চলে প্রচলিত সমাজতত্ত্বের অংশ। তিনি মনে করতেন না যে সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে আমাদের কাজ অবশ্যই সাধারণ মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে বা তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। আমার মনে হয়, তিনি গ্লোবাল সাউথের কর্মীবাহিনী ও সমাজতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। তাঁর ধারণা ছিল, গ্লোবাল সাউথের কর্মী ও সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই এই কাজটা করে আসছেন এবং তিনি বরং তাঁদের কাছ থেকেই শিখছেন।

> অর্গানিক লোক সমাজবিজ্ঞান: পদ্ধতি নাকি নৈতিকতা

“২০১১ সালে মাইকেল লিখেছিলেন: লোক সমাজবিজ্ঞান খারাপ সমাজবিজ্ঞান হতে পারে না; এটি নেতৃত্বের জাহির বা সস্তা জনপ্রিয়তার পথও হতে পারে না। বরং, সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে আমরা যা জানি, তার ভিত্তিতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের একটি সংলাপ শুরু করতে হবে।” (২০১১: ৭৫)।

আমাদের বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে এই এই আলোচনাগুলি চালিয়ে যেতে হবে যেন আমরা এই বিভাজন দূর করে সেই সত্যিকারের সংহতির

>>

দিকে এগিয়ে যেতে পারি, যা মাইকেল তাঁর কাজে দেখিয়েছিলেন। আমাদের জ্ঞানকে একটি বাস্তব, বহু-মাত্রিক উপায়ে আদান-প্রদান করে যেতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের কাছে এবং সামাজিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে আমাদের ভাবনাগুলো শেয়ার করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা সবসময় একমত নাও হতে পারি। বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানীদের যুক্তিগুলো হয়তো অনেক সময় সাধারণ মানুষ শুনতে নাও চাইতে পারে। তারপরও আমাদের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যেতে হবে, কারণ এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই–আর এটাই হলো একটি ঐতিহ্য গঠনের ভিত্তি।

তাঁর ২০২১ সালের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে আমার মনে হয়েছিল, মাইকেলে লোক সমাজবিজ্ঞানকে একটি নতুন দিকে নিয়ে যেতে গুরুত্ব দিয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন জনমুখী সমাজতত্ত্ব কেবল প্রচার বা মতামত প্রদানে সীমাবদ্ধ না থেকে, কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ''অর্গানিক লোক সমাজবিজ্ঞান' এর রূপ নিক। ব্যক্তিগতভাবে, আমিও ঠিক সেই পথেই এগোচ্ছি। এর কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা নকশা নেই; আমি কাজ করতে করতে শিখছি। আমি চেষ্টা করি সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও তত্ত্বকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সহিংসতা ও দুর্ভোগের শিকার মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাতে, হোক তা শরণার্থী সম্প্রদায়, অভিবাসী শ্রমিক বা রাস্তায় প্রতিবাদরত শ্রমিক শ্রেণীর কর্মীরা।

মাইকেল ক্ষমতার সম্পর্ক বা শ্রেণীগত বিভেদ নিয়ে গভীরভাবে যাননি। তবুও, আমি মনে করি আমরা তাঁর উদাহরণ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমার প্রশ্ন হলো: "অর্গানিক জনমুখী সমাজতত্ত্ব কি শুধু কাজ করার একটি পদ্ধতি, নাকি এটি নৈতিক দায়িত্বও?চ

মাইকেল হয়তো সরাসরি এই কথা কখনও বলতেন না, কিন্তু তাঁর কাজ দেখে মনে হয়, অর্গানিক লোক সমাজবিজ্ঞানে বিজ্ঞানের প্রতি দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাথে হৃদয় দিয়ে মেশারও প্রতিজ্ঞা থাকে। এর জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী নৈতিক বিশ্বাস এবং ভালো চরিত্র।

> মাইকেলের স্মৃতিচিহ্নঃ তার কৌতুক, উদ্যম, আশাবাদ ও নৈতিকতা আমাদের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সমর্থন দেয়

মাইকেল বুরাভোর কোন গুণগুলো পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল? তাঁর মধ্যে ছিল উদারতা, অন্যদের অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস, দয়া ও বিনয়, এবং এমন একটি গণতান্ত্রিক মনোভাব যে আপনি যে কারও কাছ থেকে শিখতে পারেন। তিনি সবাইকে সম্মানের সঙ্গে বিবেচনা করতেন, তা ছাত্রছাত্রী হোক বা পরিচ্ছন্নতাকর্মী। কখনও কখনও তিনি অস্থির হতেন, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অলসতা বা নিজের বড় দেখানোর চেষ্টা তিনি একেবারেই সহ্য করতেন না। মাইকেলের গ্লোবাল নর্থ থেকে গ্লোবাল সাউথ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তাঁর এই নীতিবোধ ও মানুষের প্রতি আচরণই তাঁর লোক সমাজবিজ্ঞানকে এত আন্তরিক ও শক্তিশালী করেছিল।

আমি শোকাহত যে এই অন্ধকার সময়ে লোক সমাজবিজ্ঞান এবং সংগঠিত হওয়া নিয়ে মাইকেলের সঙ্গে আর কোনো কথা হবে না। তবুও শোকের মধ্যে ভাবছি, আমি তাঁর সব প্রিয় গুণ, রসিকতা, শক্তি, আশাবাদ এবং নীতিবোধ নিজের করে নেব। আমার মতে, যারা তাঁর কাছাকাছি ছিলাম, তাঁর কাছ থেকে শিখেছি এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছি, আমাদের পথ হলো তাঁর গুণাবলী নিজের করে নেওয়া। তিনি তাঁর বই দ্য এক্সটেন্ডেড কেইস মেথড-এ লিখেছিলেন: "যখন আমাদের পায়ের নিচে মাটি সব সময় কাঁপতে থাকে, তখন আমাদের একটি লাঠির প্রয়োজন হয়।" আমার জন্য মাইকেল বুরাভোর লেখালেখি, যাকে আমি তাঁর সৃজনশীলতা মনে করি, এবং তাঁর নীতিবোধ, যা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, হবে সেই ভরসার লাঠি।■

এই লেখাটি ১ মার্চ ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশভিত্তিক সোশ্যাল থিওরি নেটওয়ার্ক আয়োজিত মাইকেল বুরাভোয়কে নিয়ে একটি ওয়েবিনারে দেওয়া মন্তব্যের ভিত্তিতে লেখা। ওয়েবিনারের শিরোনাম ছিল "পাবলিক সোসিওলজি ও গ্লোবাল সাউথ।" লেখাটির প্রথম সংস্করণ *বার্কলে জার্নাল অব সোসিওলজিতে* প্রকাশিত হয়েছিল।

সরাসারি যোগাযোগ ফারীন পারভেজ: <parvez@soc.umass.edu>

অনুবাদ: মো. শহিদুল ইসলাম, গবেষণা সহযোগী,
ট্রান্সপারেনসি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

> শ্রম প্রক্রিয়া এবং আধিপত্যের উৎপাদন: বুরাওয়ের অবদান

আয়লিন টোপাল, মিডল ইস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, তুরস্ক

আমি ২০১৩ সালে আঙ্কারাতে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান অ্যাসোসিয়েশন (আইএসএ) কর্তৃক আয়োজিত কনফারেন্স অব দি কাউন্সিল অব ন্যাশনাল অ্যাসোসিশেয়ন্স এ ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক মাইকেল বুরাওয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা করি। সেসময় তিনি আইএসএ-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তখন থেকেই, আমি আইএসএ এর একজন সক্রিয় সদস্য ও মাইকেলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হত । তার সাথে আইএসএ এর কনফারেন্সে দেখা হত এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে মেইল আদান প্রদান হত। তিনি সত্যিকার অর্থে একজন বহুমাত্রিকতা সম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। আমি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং আইএসএ এর সদস্য হিসেবে তার আন্তরিক মনোভাব এবং প্রশ্নভিত্তিক বহুমাত্রিক গবেষণাকে সাধুবাদ জানাই।

মাইকেল ও আমার একজন পরিচিত বন্ধু ছিলো: এরিক ওলিন রাইট যাকে আমরা ২০১৯ সালে হারিয়েছি। এরিক যখন লিউকোমিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলো সে তার জার্নাল আর্টিকেলে গভীরভাবে জীবন, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে লেখালেখি করছিল। আমি স্মরণ করি, মাইকেলের সঙ্গে এরিকের যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মেইল আদান প্রদানের সময়কে যেখানে তার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিজগতের সঙ্গে একটি গভীর সংযোগ যেমন মৃত্যুর পর আমাদের নশ্বর দেহ নক্ষত্রের ক্ষুদ্র কণা রুপে মহাবিশ্বে ফিরে আসে এগুলো নিয়ে কথা হয়েছিল। আমি জানি যে মাইকেল প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হওয়ার এই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধুবাদ জানান। তিনি শুধুমাত্র নক্ষত্রের ধূলিকণা রুপে আমাদের অস্তিত্বে থাকবেন না বরং তিনি বহু পণ্ডিত যারা পুঁজিবাদী শ্রম ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং শ্রেণি সংগ্রামের গতিবিধি পর্যালোচনা করছেন তাদের দ্বারা পঠিত এবং উদ্ধৃত হবেন। এটি তার সাহিত্যের অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ একটি লেখনী।

> শ্রমশক্তি

অর্থনৈতিক তত্ত্বে উৎপাদন প্রক্রিয়া একটি কেন্দ্রীয় আলোচনায় রয়েছে। সর্বোপরি অর্থনীতির সংজ্ঞা শুরুই হয় উৎপাদন দিয়ে। এটাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা কোনো বস্তুর কোনো নির্দিষ্ট ব্যবহার মূল্যকে ভিন্ন একটি ব্যবহার মূল্যে পরিবর্তিত করতে পারে। তাই উৎপাদন বলতে বুঝায় একটা নতুন ব্যবহার মূল্য তৈরি করা। এটি হল শ্রমের শক্তি যা উৎপাদনের উপর কাজ করে নতুন ব্যবহার মূল্যসমৃদ্ধ বস্তুতে পরিণত করে। এই পরিবর্তন এবং নতুন ব্যবহারমূল্য বাজারের জন্য খুবই অর্থপূর্ণ। কেননা এগুলো উচ্চ বিনিময়মূল্য তৈরি করে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সংঘাত রয়েছে। পুঁজিবাদী বাজারে শ্রমিকরা উৎপাদনের মাধ্যম, যা দিয়ে তারা উচ্চ বিনিময়মূল্য তৈরি করতে পারতো কিন্তু তারা সেটার মালিক নয়। এটার জন্য পুঁজিবাদীদের শ্রমশক্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে। এই বিনিয়োগ পুঁজিবাদীদের জন্য অনিবার্য কারণ একমাত্র শ্রমশক্তি পারে, বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন বিনিময় মূল্য তৈরি করতে যা পূর্ববর্তী বিনিময়মূল্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। শ্রমশক্তিতে বিনিয়োগ করা লাভজনক এজন্য যে, শ্রমিকরা যে মূল্যমান তৈরি করে তা ওই শ্রমশক্তির বিনিময়মূল্যের থেকেও বেশি। শ্রমিকের বিনিময় মূল্য হল মজুরি। এটা শ্রমশক্তির উৎপাদন ও শ্রমিকের পরিবার চালানোর জন্য সামাজিকভাবে নির্ধারিত ও পর্যাপ্ত। ইতোমধ্যে পুঁজিবাদীরা চায় শ্রমিকদের দিয়ে একটি নতুন মূল্যমান তৈরি করার জন্য যে সময় প্রয়োজন তার থেকে বেশি সময় কাজ করাতে যা আবার তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের সমান।

সুতরাং পুঁজিবাদীদের শ্রমপ্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে শুধুমাত্র ব্যবহারমূল্য ও শ্রমের বিনিময়মূল্য উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি সমাজে উৎপাদিত উদ্ধৃত মূল্য উৎপাদন এবং ব্যক্তিগতভাবে দখলের প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। পুঁজিবাদী শ্রমব্যবস্থায় উৎপাদনের সম্পর্কগুলোর একদিকে লক্ষ্য থাকে শ্রমিকের কাছ থেকে যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণ অবৈতনিক শ্রম নেওয়া আর অন্যদিকে শ্রমশক্তির বিনিময়মূল্যকে ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহের স্তরের চেয়ে বেশি করা। উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে নিহিত থাকার এই দ্বন্দ্বগুলোর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত উৎপাদন ও শ্রমপ্রক্রিয়া নিয়ে তেমন বিস্তারিত ও সংগঠিত বিতর্কের বড়ই অভাব ছিল।

> অগ্রগণ্য সমালোচনামূলক রচনা

১৯৫৪ সালে একদল সমাজবিজ্ঞানী তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমবাজার এবং রাষ্ট্র-ব্যবসা-শ্রমিক সম্পর্ক (একেএ শিল্প সম্পর্ক) কে গুরুত্ব দিয়ে শ্রমিক সম্পর্ক এবং শিল্প ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণাগুলো করার পেছনে মূল প্রেরণা ছিল শিল্পায়নের সর্বজনীন ধরণের সুই জেনেরিস শ্রমিক সম্পর্ক এবং শিল্প গঠন যা প্রতিটি বাজারে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা গঠিত সেগুলোকে উন্মোচন করা। ফোর্ড ফাউন্ডেশন এই দলের গবেষণাটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৬০ সালে ক্লার্ক কের এবং অন্যানরা সহ লেখক হিসেবে ইন্ডাসট্রিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডাসট্রিয়াল ম্যান নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইটি প্রকৃত শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি দেশে শিল্পায়নের নেতৃবৃন্দের প্রভাবকে তুলে ধরে। এই গবেষণাগুলো আধুনিকীকরণ তত্ত্বের কাঠামো যা শিল্পায়নে অভিজাত শ্রেণির ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়-যারা শ্রমিক নিয়োগকর্তার সাথে মধ্যস্ততা করে স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে সেই কাঠামোর বাইরে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ ও ফলাফলের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে উপেক্ষা করা মনোভাব এবং পুনর্বার একই কথা বলার প্রবণতা তাদের নিজের গোষ্ঠীর বাইরে কোনো আলোচনায় নিতে পারেনি।

১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হ্যারি ব্রেভারম্যানের লেবার অ্যান্ড মনোপলি ক্যাপিটাল: দি ডিগ্রিডেশন অব ওয়ার্ক ইন দি টুয়েন্টিনথ সেঞ্চুরি পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমব্যবস্থার কেন্দ্রিকতাতে সমালোচনামূলকভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অগ্রগণ্য কাজ। ব্রেভারম্যানের মতে, পুঁজিবাদ বলতে আধুনিক কলা কৌশলের উৎপত্তি বুঝালেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি কারখানা এবং অফিসে উভয় স্থানেই ব্যাপক দক্ষতা হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যাপক জনসাধারণের দক্ষতার বিলোপ সাধনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে তিনি পুঁজিবাদের ইতিহাস পড়েছেন যেখানে দক্ষ শ্রমিক যেমন প্রকৌশলী এবং

>>

> "জবরদস্তি ও সম্মতির পারস্পরিক ক্রিয়া, যা পুঁজিবাদের শোষণমূলক চরিত্রকে আড়াল করে।"

ব্যবস্থাপকের মতো খুবই স্বল্প সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে দক্ষতাহীন শ্রমশক্তি যন্ত্রের এক পরিবর্তনযোগ্য অঙ্গে পরিণত হয়। সংক্ষেপে বেভারম্যান টেইলরিজম কে "পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট মৌখিক প্রকাশ" ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না।

ব্রেভারম্যানের দক্ষতাহীনতার যুক্তির সঙ্গে চার্লি চ্যাফলিনের মর্ডান টাইমসে (১৯৩৬) শিল্পায়ন এবং পুঁজিবাদী শ্রম ব্যবস্থার অমানবিকীকরণের প্রভাবে সমালোচনার লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। জটিল কাজকে পুনর্বার এবং সহ-জীকরণ করার মাধ্যমে শ্রমিকদের তাদের শ্রম থেকে কাজের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় যা যন্ত্র গ্রাস করছে। এটা সত্য যে, কারিগরি দক্ষতাভিত্তিক শ্রমবিভাজন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত থেকে শ্রমপ্রক্রিয়াকে গঠন করছে। যেহেতু উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন কাজে বিভক্ত হয়ে যায় শ্রমিকরা কোনো পণ্য তৈরির পুরো প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন না। তারা সাধারণত সেই পণ্য তৈরির কোনো নিদিরিষ্ট একটি ধাপের উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত থাকেন। পুঁজিবাদী শ্রম ব্যবস্থার এই শক্তিশালী সমালোচনাটি অন্যান্য লেখনীকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রমব্যবস্থা নিয়ে উদ্দীপ্ত বিতর্ককে সফলভাবে রসদ জুগিয়েছে।

> ফ্রিডম্যান ও এডওয়ার্ডের দৃষ্টিভঙ্গি: নৃতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

যখন ব্রেভারম্যান পুঁজিবাদী শ্রমব্যবস্থার উপর থেকে পর্দা সরিয়ে নেন তখন একটি খুবই ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে ঘিরে বিতর্ক আবর্তিত হয়: কেন শ্রমিকরা যতটুকু দেওয়া সম্ভব ততটা পরিশ্রম দিয়েই কাজ করে? এটা অন্যজনকে আরেকটি প্রশ্নের উদ্রেক করে: শ্রমিকরা কীভাবে পুঁজিবাদী মৌলিকনীতি যা তাদের রুদ্ধ করে সেগুলোকে নিজের মধ্যে স্থান দেয়? ফ্রিডম্যান, এডওয়ার্ড এবং বুরাওয়ের থেকে এসব প্রশ্নের বিশ্লেষণাত্মক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছিল। এন্ড্রিও ফ্রিডম্যান পুঁজিবাদের অন্য আরেকটি রূপ মানবিক রূপের উপর গুরুত্ব দেন। তারমতে, সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বা তদারকির পরিবর্তে শ্রমিকদের "দায়িত্বশীল স্বাধীনতা" দেওয়া হয়। যেখানে তারা স্বপ্রণোদিতভাবে শিল্পের উদ্দেশ্যের সাথে নিজেদের একাত্মভাবে চিহ্নিত করে। ফ্রিডম্যান দেখিয়েছেন শ্রমিকদের প্রতিবাদের ধরণ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের ধরণ পরিবর্তন এবং খাপ খাইয়ে নেয়। একইভাবে রিচার্ড এডওয়ার্ডসও কর্মক্ষেত্রের সম্পর্কগুলোর পারস্পরিক ও কৌশলগত প্রকৃতির বিশ্লেষণে আরও সুক্ষ্ম ও বিশদ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন।

এডওয়ার্ডস উল্লেখ করেন, ব্রেভারম্যানের বিশ্লেষণ মূলত পুঁজিবাদের ইতিহাসের পর্যালোচনার মাধ্যমে টেইলরিজমের মূল বৈশিষ্ঠ্যের সাধারণীকরণ। বিংশ শতকে শ্রম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে টেইলরিজমের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতিগুলো গভীর ছাপ রেখেছে। তবুও এটি এখনও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত। এডওয়ার্ডস তিনটি মডেল তথা সহজ, কৌশলগত এবং আমলাতান্ত্রিক যেগুলো ভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল মেনে চলে সেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি "কনটেস্টেড" কাজের ক্ষেত্রের ধারণাটি কে এনেছেন, যেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমঝোতা করতে হয়। সুতরাং এডওয়ার্ডস, ব্রেভারম্যানের শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয়ভাবে উপস্থাপনের বিপরীতে কর্মক্ষেত্রের সম্পর্কের সংঘাতপূর্ণ প্রকৃতি এবং শ্রমিকদের প্রতিরোধের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। যদিও ফ্রিডম্যান এবং এডওয়ার্ডস উভয়ই তাদের বিশ্লেষণে শ্রমিকদের সক্রিয় ভূমিকাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তারা ওই বিভ্রান্তিকর প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

পুঁজিবাদী শ্রমব্যবস্থায় শ্রমিকদের শোষণের পেছনে তাদের সম্মতির প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, গবেষককে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞানে কোনো বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাটা একটি জটিল ও চ্যালেঞ্জিং ব্যাপারও বটে। এক্ষেত্রে অন্যদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রকৃত অর্থে বুঝতে গেলে গবেষককে তার পূর্বানুমান এবং পূর্বে অনুমিত তাত্ত্বিক ধারণাকে বাদ দিতে হবে। গবেষকের দিক থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রকৃত সহানুভূতি খুবই সীমাবদ্ধ থাকে। সহানুভূতির সীমাবদ্ধতার সীমা বাদেও বিস্তৃত হতে হলে গবেষককে নিজস্ব বাস্তবতার জায়গা থেকে সরাসরি বুঝার চেষ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে শ্রমব্যবস্থা সম্পর্কে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নৃতাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন।

> বুরাওয়ের মৌলিক ধারণাসমূহ

মাইকেল বুরাওয়ের শুধুমাত্র অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক তীক্ষ্মতায় ছিল না, তার মধ্যে সহানুভূতি, নম্রতা এবং আত্মপর্যালোচনার এক গভীর সমন্বয়ও ছিল। এই গুণাবলী নিয়ে তিনি শ্রমব্যবস্থার বিতর্কে অবদান রেখেছেন। অন্যান্য গবেষকেদের সঙ্গে তার পার্থক্য হল তিনি গবেষক হিসেবে ব্যক্তিগত অনুভূতির বাইরে গিয়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেননি, বরং একজন শিল্প কারখানার শ্রমিক হিসেবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর খুঁজেছেন। তিনি বেশ অনেকটা সময় কারখানায় কাজ করেছেন। এই অভিজ্ঞতা কর্মক্ষেত্রে কাজের ধারা ও সম্পর্ক, শ্রমিকের সম্মতি এবং পুঁজিবাদী শ্রম ব্যবস্থা ও শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝতেও সাহায্য করেছে।

তার ম্যানুফাক্চারিং কনসেন্টঃ চেঞ্জেস ইন দা লেবার প্রসেস আন্ডার মনোপলি ক্যাপিটালাজিম মূলত শিকাগোতে এলাইড কর্পোরেশনের মেশিন শপে একজন কারখানা শ্রমিক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তর পুঁজিবাদী শ্রমব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজতে হবে। কারণ এই প্রক্রিয়া সম্মতি এবং পণ্য দুটোই উৎপন্ন করে। ফ্রিডম্যানের 'দায়িত্বশীল স্বায়ত্বশাসন' ধারণার মতোই বুরাওয়ে লক্ষ করেছেন শ্রমিকরা নিজেদের মনে করে যে, এখানে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা বলতে কিছু আছে।

ঠিক এই নিজস্ব স্বাধীনতার ভ্রমটাই শ্রমিকদের পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলো অন্তরে গ্রহণ করে নিতে প্রভাবিত করে। একজন মেশিন অপারেটর হিসেবে বুরাওয়ের কারখানার ফ্লোরে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও দৈনন্দিন রুটিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, কীভাবে তিনি নিজে উৎপাদন কোটার চাপ, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের এত সব চাপ সামলাতেন এবং এর মধ্যেও অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি শ্রমিকরা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাবার জন্য কীভাবে উৎপাদন কোটার সীমাকে অতিক্রম করে যেত সেই বিষয়ে মূল্যবান ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই খেলার মতো কৌশলগুলো যেগুলো তিনি "মেকিং আউট" বলেন, তা শ্রমিকদের নিজেদের শোষণের প্রতি, শোষণের অংশ হিসেবে কাজ করে। তার দাবি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব পুঁজিবাদের প্রকৃত কার্যকাঠামো সম্পর্কে

>>

ধারণাকে অস্পষ্ট করে দেয়। তার চেয়ে, তিনি পুঁজিবাদের শোষণমূলক প্রকৃতির মধ্যে থাকা শ্রমব্যবস্থার জবরদস্তির এবং স্বেচ্ছাসম্মতির এবং এর মধ্যকার সম্পর্ক যা এই ব্যবস্থা বুঝাকে আরও কঠিন করে তোলে তা বুঝার উপর গুরুত্ব দেন।

> পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ উত্তর সমাজে উৎপাদন রাজনীতি

তিনি পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে তার বই দ্যা পলিটিক্স অব প্রোডাকশন এ বৃহত্তর ও বৈশ্বিক পর্যায়ে এই মৌলিক ধারণাগুলোর বিস্তর আলোচনা করেন। এই বইয়ে তিনি বিভিন্ন সময় ও স্থানের প্রেক্ষাপটে উৎপাদনের রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ধারণা দেন যে, রাষ্ট্র নীতিমালা, শ্রমবাজার সমূহ এবং শ্রেণি সংগ্রামের অবস্থা উৎপাদন রাজনীতিকে নির্ধারণ করে দেয়। এই সকল নীতি নির্ধারণী উপাদানের প্রভাবে পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশিক উত্তর সমাজে কাজের সংগঠন ও কর্মস্থলের কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন শ্রম ব্যবস্থা ও উৎপাদন রাজনীতর রূপে গঠিত হয়।

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে তিনি পুঁজিবাদী সমাজে মুনাফা বৃদ্ধি করাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, কীভাবে শ্রম আইন কল্যাণ নীতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা শ্রমিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকদের মধ্যকার সমঝোতা অনেক সময় রাষ্ট্রের চাহিদা ও শ্রমিকের চাহিদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় দ্বন্দ্ব বা সংঘাতমূলক সম্পর্ক তৈরি হত। এই উপাদানগুলো শ্রমিকদের সম্মতি আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদণার সুযোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন রাজনীতিকে বিকশিত করেছে। সর্বোপরি উপনিবেশিক উত্তর উৎপাদন রাজনীতির ক্ষেত্রে, কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কগুলো এখনও উপনিবেশিক উত্তর সমাজে শ্রমব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে বুরাওয়ে তা বলেছেন। তিনি এই বিশ্লেষণকে বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। বৈশ্বিক পুঁজিবাদ কীভাবে শ্রমব্যবস্থাকে গঠন করে এই বিষয়ে তার বিশ্লেষণই নব্য উদারবাদী শ্রমব্যবস্থা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে।

> বুরাওয়ে কর্তৃক মার্ক্সের বিশ্লেষণকে বাস্তবে প্রয়োগঃ উৎপাদনশীলতার অপরিহার্যতা

এই দুটো পরিপূরক বইয়ের মাধ্যমে বুরাওয়ে শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সাথে সংযুক্ত করে শ্রমব্যবস্থাকে বুঝার ক্ষেত্রে একটি পূর্নাঙ্গ কাঠামো দেখিয়েছেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিশ্লেষণের গুরুত্বকে জোর দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি আরও প্রস্তাব দেন যে, পুঁজিবাদী শ্রমব্যবস্থার উপাদানসমূহ নিয়ন্ত্রণ এবং সম্মতি উভয়কেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত যেহেতু তারা পুঁজিবাদে উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কে দ্বিমুখী প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত তিনি বলেন, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকরা যুগোপৎভাবে ক্ষমতায়িত এবং পীড়িত হয়। এটি উৎপাদন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধরণ ও শর্তকে প্রভাবশালী করে তোলারই একটি অংশ।

বুরাওয়ের বিশ্লেষণ শ্রম উৎপাদনশীলতার অপরিহার্যতাকে সঙ্গত কারণেই সম্মুখে নিয়ে আসে। তিনি ইতিবাচকভাবে মার্ক্সের শ্রম প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। কর্মজীবন বাস্তবিকভাবে উৎপাদনশীলতাকে কেন্দ্র করে গঠিত। উৎপাদনশীলতা অতিরিক্ত মূল্য তৈরি করে। পুঁজিবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হল পুঁজির স্ব উন্নয়ন সর্বাধিক মাত্রায় অর্জন করা।- যখন পুঁজিবাদীরা বাজারে বিনামূল্যে শ্রমশক্তি পায় এবং ব্যবহার করে তখন সম্মিলিত অর্থ পুঁজিতে পরিণত হয় এবং রূপান্তরিত হয়। সামাজিক বা সমষ্টিগত শ্রম ব্যক্তিগত শ্রমিকের থেকে বেশি উৎপাদনশীল। পুঁজিবাদের লক্ষ্য তাই যতবেশি পারা যায় মুনাফা বৃদ্ধি করা।এই অধিক মুনাফার জন্য পুঁজিবাদীরা বিশাল সংখ্যক শ্রমিকের থেকে শ্রম ক্রয় করে, সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করার জন্য। সুতরাং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য, একই প্রক্রিয়া বা ভিন্ন কিন্তু সংযুক্ত থেকে অনেক শ্রমিক নেওয়া হয় এবং তারা একসাথে কাজ করে। এই যুক্তির ধারাবাহিকতা আমাদেরকে মার্ক্সের "শ্রমিকদের সহযোগিতা" ধারণাকে বুঝতে সাহায্য করে। এমনকি শ্রমিকদের সহযোগিতা হল ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধানকারীদের সম্পত্তির মালিকের পক্ষের হয়ে তৈরি করা একটি পরিকল্পনা।

বুরাওয়ের কাঠামোতে বলা হয়েছে যে, শ্রমের বিভাজনই শেষ নয় বরং তা উৎপাদনশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এভাবেই শ্রমের উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেকে টিকিয়ে রাখে। যেহেতু শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি বিপুল পরিমাণ মুনাফা উৎপাদন করতে পারে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির একটি মূল উপায় হল কৌশলগত শ্রমবিভাজন বৃদ্ধি করা। সুতরাং এখানে ব্যবস্থাপনা শ্রমের বিভাজনে তত্ত্বাবধানের জন্য নয় বরং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। প্রাথমিকভাবে শ্রমিকরা নিজেরা পণ্যের বিভিন্ন অংশ তৈরি করে কিন্তু উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সম্মিলিত শ্রমই একটি পূর্নাঙ্গ পণ্য তৈরি করতে পারে। সুতরাং পুঁজিবাদী শ্রমব্যবস্থা শ্রমিকদেরকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করে। আবার একই সাথে সম্মিলিত শ্রমশক্তির অংশ হিসেবে রেখেও একইভাবে আধিপত্য বজায় রাখছে। মার্ক্স যেভাবে বলেছিলেন যে, উৎপাদনশীলতা উন্নতকরার লক্ষে সামাজিক উৎপদনের সম্মিলিত শ্রমশক্তির বৃদ্ধি করা হয় শ্রমকে একটি মাত্র উৎপাদনশীল একক হিসেবে সংগঠিত করার মাধ্যমে।

> শ্রেণি আধিপত্যের উৎপাদনে বুরাওয়ের কাঠামো

মার্ক্সের সঙ্গে একইভাবে বুরাওয়ে উল্লেখ করেন পুঁজিবাদীরা এবং তাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত কঠোরভাবে শ্রমব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। শ্রমিকরা পুঁজিবাদীদের জন্য কাজ করেন এবং পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রনে থাকেন। এর ফলশ্রুতিতে শ্রম পুঁজির অধিন্যস্ত থাকে। মূলত, পুজিঁ যার হাতে থাকে, সেই শ্রম প্রক্রিয়া কিভাবে পরিচালিত হবে তার শর্ত ও প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে দেয়। উৎপাদনশীল সংগঠনের উন্নয়ন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার নি-শ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা থাকা প্রয়োজনীয়। সুতরাং, কাজের ধরণ নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান করা এবং শ্রমব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা ইত্যাদি পূজির অন্যতম কার্যাবলী। তবুও পুঁজিবাদীদের শ্রমব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের চিন্তা শুধুমাত্র সহযোগিতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মধ্যে থেমে থাকেনি। পুঁজি এবং শ্রম অন্তর্নিহিতভাবে কর্মঘণ্টা ও অতিরিক্তি পণ্যের যথার্থতা নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কর্মক্ষেত্রে যেকোন বিদ্রোহপূর্ণ সংঘাত মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সম্মতির বিষয়বস্তু সর্বদা মার্ক্সের বিশ্লেষণে বিরাজমান ছিল। যাহোক, মার্ক্স মূলত একটি রাজনৈতিক লেখনী তৈরি করেছিলেন যেটা বুরাওয়ের সমাজতান্ত্রিক লেখার বিপরীতে ছিল তিনি তার লেখায় শ্রমজীবী শ্রেণি কীভাবে এবং কেন ব্যবস্থাপনাকে সম্মতি প্রদান করে তার বিশদ উত্তর প্রদান করেননি।

বুরাওয়ের গবেষণা শ্রেণির আধিপত্যের উৎপাদক বোঝার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী কাঠামো প্রদান করে যা মূলত কীভাবে পুঁজিবাদী শ্রমব্যবস্থা এর বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কিত কোনো চেতনার উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে তা প্রকাশ করেছে। যাহোক তিনি বলেন শ্রমিকরা প্রায়ই উৎপাদনের কোটা অর্জনের চাপ, কঠোর তত্ত্বাবধান, এবং একই রকম কাজ পুনর্বার করতে করতে কর্মক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট ও হতাশ হয়ে পড়ে। এটি সুনিদির্ষ্টভাবে শ্রেণি চেতনা নয়, বরং এটি এক ধরনের বিরোধী চেতনা যা নতুন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যদিও শ্রমিকরা সচেতনভবে জানেন যে, এখানে মূল বিষয় হচ্ছে, তাদের উৎপাদনের দ্বারা অতিরিক্ত মূল্য তৈরি করে মুনাফা বৃদ্ধি করা এবং তাদের চাহিদা সেখানে শুধুমাত্র মর্যাদা ও স্বাধীনতা। এভাবে উৎপাদনের

>>

উপকরণের সাথে শ্রমিকদের সম্পর্কের কারণে স্বাভাবিকভাবে সংঘাত তৈরি হয়, আর সেই সংঘাতই তাদের 'শ্রেণি ভিত্তিক' উপায়ে গঠন করে। থমসন উল্লেখ করেন, শ্রেণি সর্বদা অসন্তুষ্টি ও হতাশার মাঝে বিরাজমান থাকে। তবুও এই সংঘাতগুলো সব সময় শ্রেণি চেতনা হিসেবে প্রকাশ পায় না।

বুরাওয়ে গ্রামসির আধিপত্যের কাঠামোকে ব্যবহার করেছেন, যেখানে তিনি সম্মিলিত ইচ্ছার গঠনের সময়ের সাথে সম্মতি ও জবরদস্তিকে সমন্বিত করেছেন। গ্রামসি একটি তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামোর উপস্থাপন করেছেন যা আমাদের কীভাবে ব্যক্তিগত চেতনাসামগ্রিক কর্মকৌশলের ভেতরে সমষ্টিগত ইচ্ছা গঠনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। বুরাওয়ের বর্ণনা দেখায়, কীভাবে শ্রমিকদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা একজন থেকে অন্যজনের আলাদা, তাদের সমষ্টিগত পরিচয়কে উপেক্ষা এবং সমষ্টিগত ইচ্ছা তৈরি হয়। যেকারণে শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদনসীমা পূরণ করার জন্য। তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক চাহিদা সকল বিভাগের শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি তৈরির জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

যহেতু ফিলিপ্পিনি উল্লেখ করেছেন, গ্রামসি ব্যক্তিকে সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্তরায়িত ও বিরোধপূর্ণ সত্ত্বা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সুতরাং ব্যক্তিকে সমষ্টিগত মানুষ হিসেবে দেখা হয়। যার সাধারণ বোধশক্তি রয়েছে এবং যার আদর্শগত ধারণা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। বুরাওয়ে তার পলিটিক্স অব প্রোডাকশন গ্রন্থে ভাবাদর্শগত গুরুত্বের কথা উল্লেখ করলেও তার বিস্তারিত বিশ্লেষণে তিনি যাননি। তবুও বুরাওয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের অভাবে শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এভাবে, শ্রমিকদের এই অক্ষমতা থেকেই স্তরায়ন ও পরস্পর বিরোধী ব্যক্তিস্বার্থ তৈরি হয়। এর কারণে, তারা নিজেদের স্বার্থকে একটি সমষ্টিগত সংগঠনে রূপান্তরিত করতে পারে না।

প্যানিচ ও জিনডিন এর মতে, বুরাওয়ে ট্রেড ইউনিয়নকে একটি কেন্দ্রিয় আধিপত্যস্থাপনকারী কাঠামো হিসেবে দেখিয়েছেন, যা শ্রমজীবী শ্রেণি বিভিন্ন অংশকে আলোচনায় আনতে পারে এবং তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সংযুক্ত করতে পারে। এটা পরিষ্কার যে, সমষ্টিগত রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত শ্রমজীবী শ্রেণির বিভিন্ন অংশকে, শ্রমব্যবস্থা তাদের স্বার্থে ঐক্যের ভিত্তিতে বৃহত্তর অর্থনৈতিক বা পেশাগত এমনকি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অবস্থান তৈরি করতে দেয় না। আরও ভয়াবহ হল, বৈশ্বিক নব্য উদারবাদী চাপের কারণে ট্রেড ইউনিয়ন-যা নিম্নবর্গীয় শ্রেণির প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বিবেচিত, শ্রমিকদের থেকে সেই সংগঠনের কার্যক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

>শেষের বিকল্প

বুরাওয়ের কাজ দুটি প্রস্তাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত: ক) কর্মক্ষেত্র দ্বারা শ্রমিকদের জীবনে মৌলিক বাস্তবতার রূপ তৈরি; খ) শ্রমব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে পুঁজিবাদের গঠনের পরিবর্তন। এই দুটি চিন্তা থেকে, কাজের বিন্যাসে নব্য উদারবাদী পরিবর্তন এবং শ্রমিকদের সমষ্টিগত চাহিদা তৈরির উপর এই প্রভাবের বিশ্লেষণ এখনও প্রয়োজনীয়।

এটা সুস্পষ্ট যে, নব্য উদারবাদের যুগে অতিদ্রুত বেসরকারি করণের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর শ্রমিকরা চাকরি হারাচ্ছে এবং তাদের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবুও শ্রমিকরা এই বেসরকারিকরণ নীতিমালার বিরুদ্ধে খুব কমই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে সংঘাতমূলক কোনো লক্ষণের এই অনুপস্থিতি নিয়ে আরও বেশি গবেষণা হওয়া দরকার।

নতুন গবেষণাগুলো শ্রমব্যবস্থার কেন্দ্রিকতা এবং নব্য উদারবাদী ব্যবস্থায় আধিপত্য ও পাল্টা আধিপত্যের বিশ্লেষণের সাথে শ্রমিকদের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা গুরুত্ব দিয়ে হওয়া উচিত। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই নব্য উদারবাদী যুগে শ্রমিকদের কাজের স্থানের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তাই একটি সুসংগঠিত এবং সংগত নব্য উদারবাদী শ্রম ব্যবস্থা চিহ্নিত করা এবং বিশ্লেষণ করার চেয়ে নতুন গবেষণাগুলো প্রাথমিক মত এমনভাবে নিতে পারে যা অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং রূপের উপর প্রতিফলিত করতে পার। মাইকেল বুরাওয়ে পদ্ধতিগত ও ধারণগত কাঠামো এভাবেই নতুন নৃতাত্ত্বিকদের মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতাকে নির্দেশনা দিয়ে যাবে।■

সরাসরি যোগাযোগ: আইলিন টোপাল <aylintopal@gmail.com>

অনুবাদ: সাদিয়া বিনতে জামান, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

> ম্যাইকেল বুরাওয়ের সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ও বিতর্ক

আরি সিতাস, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যাপ টাউন এবং ইউনিভার্সিটি অফ স্টেলেনবোশ, দক্ষিণ আফ্রিকা

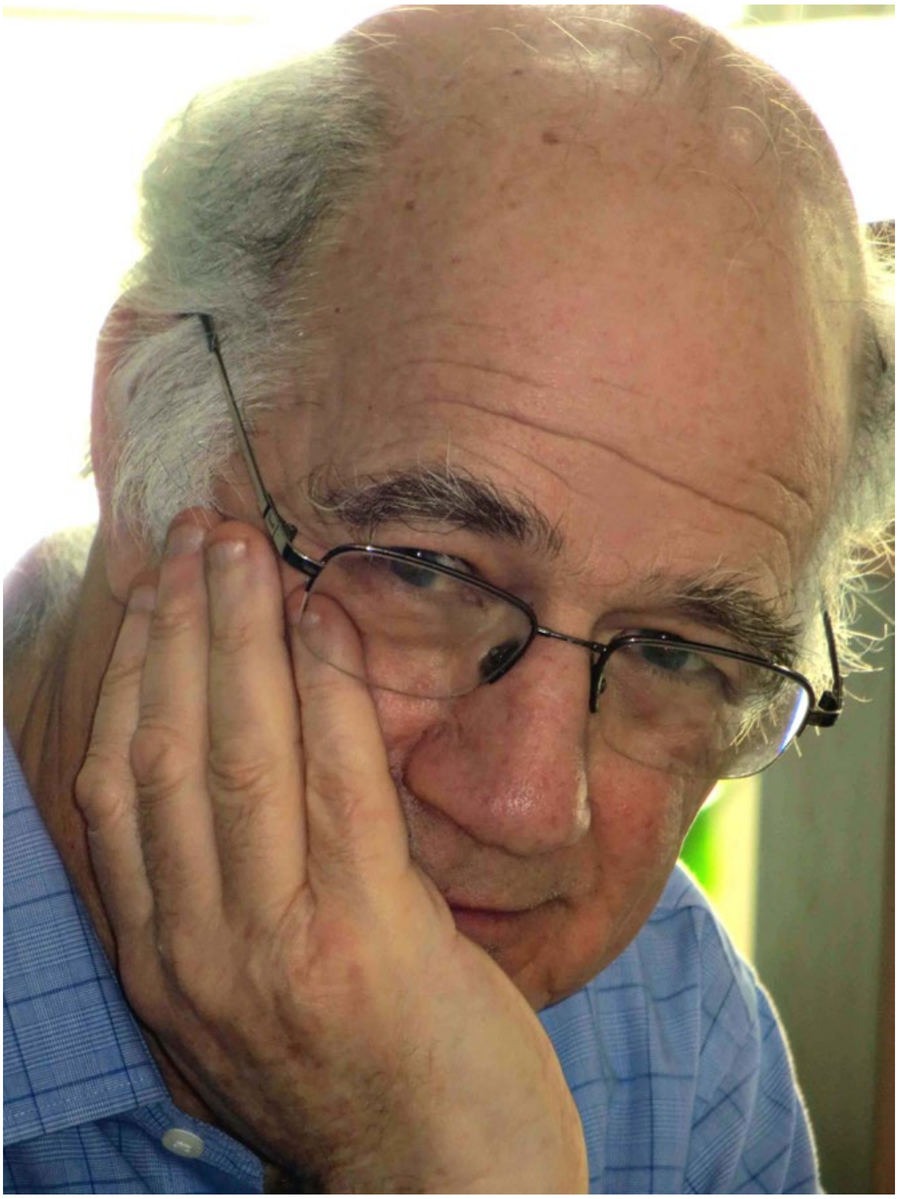

মাইকেল বুরাওয়ে কিয়েভে ইউক্রেনে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কিয়েভ-মোহিলা অ্যাকাডেমিতে একটি বক্তৃতার সময়।
ছবি: ভলোদিমির পানিয়োট্টো, উইকিপিডিয়ায়।

১৯৭৯ সালে ম্যাইকেল বুরাওয়ের কর্মের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমার শিক্ষক, ইডি ওয়েবস্টার, একটি সদ্য প্রকাশিত বই, ম্যানুফেচারিং কনসেন্ট : চ্যাঞ্জেস ইন দ্যা লেবার প্রসেস আন্ডার মোনোপোলি ক্যাপিটালিজম, হাতে নিয়ে আমার কাছে আসেন এবং উইস্টের পরিবর্তে আমি যে বক্তৃতাগুলো দিব তাতে আমি যেন এই বইটি অবশ্যই ব্যবহার করি তার উপর জোর দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "এটি একটি নিখুঁত সঙ্গী " এবং "হুও বেয়ননের ওয়ার্কিং ফর ফরড" যা বক্তৃতাগুলোর মূল অংশ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে। তাই, এই বইতে আমি খুঁজতে চেষ্টা করছিলাম কীভাবে শ্রমিকরা কারখানায় ঘটা বাস্তবতাগুলো মোকাবেলা করতে গিয়ে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে হেজিমনি বা আধিপত্য অর্জন করে এবং তা টিকিয়েও রাখে। ১৯২০ এর দশকে ইল্টন মায়ো যে পরিবেশে গবেষণা করে আবিষ্কার করেন যে সংহতির অনানুষ্ঠানিক

>>

যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রমিকরা মোকাবেলা করেছিল, ঠিক ঐ ধরনের উপযুক্ত পরিবেশে গবেষণা অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই বইটি লেখা। কিন্তু মায়োর বিপরীতে, ম্যাইকেল সেখানে কাজ করতেন। উৎপাদনের রাজনীতি অনুধাবন করতে তিনি এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় কাজ করে বেড়িয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর দ্বিতীয় বইটি, দ্যা পলিটিক্স অফ প্রোডাকশন : ফ্যাক্টরি রেজিমস আন্ডার ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড সোসিয়ালিজম, লেখার সোপান।

পরবর্তীতে আমি আবিষ্কার করি তিনি আমার পরামর্শদাতা এডি ওয়েবস্টার ও বিখ্যাত ইতিহাসবিদ লুলি ক্যালিনিকোসের কত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ১৯৮৯ সালে তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে তিনি আমার প্রতি তাঁর বন্ধুত্ব ও যত্নের উদারতা সবসময় দেখিয়েছেন। জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শ্রমিকদের থিয়েটার আন্দোলনের মধ্যে থেকে আমরা যেভাবে কাজ করছিলাম এবং আমরা যেভাবে আমাদের নিজস্ব "জন সমাজবিজ্ঞান" চর্চা করছিলাম তা তাকে ভিষনভাবে অভিভুত করেছিল। তথাকথিত নাটাল গৃহযুদ্ধের মধ্যে আমাদের চতুর্দিকের সামাজিক আন্দোলনের সফলতা নিয়ে আমরা তীব্র বিতর্ক করতাম।

পরবর্তীতে তিনি আমাকে বার্কলের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে দুইবার ১৯৯৩-১৯৯৪ এবং ১৯৯৯-২০০০অতিথি হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আসলে আমাকে গৃহযুদ্ধের শান্তি চুক্তির মিডিয়া ও সংস্কৃতি কমিটির সভাপতি হওয়ার যন্ত্রনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন, যেখানে আমাদেরকে দিনের বেলায় সংবাদমাধ্যমের কাছে অগ্রগতি সম্পর্কে কথা বলতে হত এবং প্রতি রাত্রে সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তির মুখোমুখি হতে হত। এটি ছিল একটি অবিস্মরণীয় বছর যখন তিনি তাঁর অনেক সহকর্মী ও বন্ধুর নিকট আমাকে পাঠাতেন- পিটার ইভ্যান্স, ম্যাইকেল ওয়াটস, গিলিয়ান হার্ট, আসেফ বায়াট, মিশেল ওয়িলিয়ামস, এবং এমনকি ম্যানুয়াল ক্যাসেল- যারা দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবর্তনের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ম্যাইকেল ইতিমধ্যে গ্লাসনস্ট উত্তর রাশিয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাই পরিবর্তনের তুলনা সেমিনারের ভুত হিসেবে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পরবর্তীতে, প্রথম প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এএনসি ভোটের একজন পর্যবেক্ষক হওয়ার জন্য আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

বুরাওয়ের যে ছবিটি মনে গেঁথে আছে সেটা হলো ওকল্যান্ড থেকে ক্যাম্পাসে এবং মন্টেরে মার্কেটের কাছে, যেখানে আমরা বসবাস করতাম, তাঁর স্পোর্টি বাই সাইকেল ও হেলমেট পরে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য। তার বলা "তোমার অবশ্যই এটা পড়া উচিত" "না, তুমি ঐটা পড়" - এই কথাগুলি সর্বদা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত কওে রাখত। এভাবেই আমি আস্তে আস্তেনৃতাত্ত্বিক কাজের ন্যায্যতা তাত্ত্বিকভাবে প্রমান করার তাঁর উদ্যোগের সাথে পরিচিত হতে থাকি। তার এই কাজই তাকে একজন নামকরা সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত করেছে।

পরবর্তী বছরগুলিতে এত সভাতে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আসতে হয়েছিল যে তা আমার কাছে একটি দ্বিতীয় বাড়ীতে পরিণত হয়েছিলঃ ২০১০ সালে ক্যাপ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি সেখানে এসেছিলেন এবং তাঁর বহু দিনের বন্ধু এন ম্যারি ওয়োল্পকেও আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আরেক বন্ধু ও সমাজবিজ্ঞানীর স্মরণে হ্যারোল্ড ওয়োল্প ট্রাস্টে সহযোগিতা করার জন্য বৃদ্ধ নারীবাদী ঐ জায়গাতেই জোরাজুরি করেন। ট্রাস্ট আয়োজিত আমার ম্যান্ডেলা ডিকেড বই এর প্রকশনা উৎসবে তিনি অংশীদার হতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকার ছিল। তাঁর আইএসএ সভাপতির সময় তিনি আমাকে তাঁর সাথে কাজ করার তাগাদা দিতেন, কিন্তু আট বছর ধরে সংগঠনের সব কাজ করতে করতে আমি ততদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

২০১২ সালে দিল্লির আম্বেদকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সুমঙ্গলা দামোদারানের কর্মক্ষেত্র ও শ্রমিক-শ্রেণি সম্প্রদায়ের উপর আমাদের নিজ নিজ গুণগত গবেষণা কর্ম নিয়ে আলোচনা করার জন্য একত্রিত করেন। এ সময় আমরা সত্য ও মিথ্যা নিয়ে দ্বিমত পোষন করেছিলাম! যা আমি মনে করেছিলাম তা হচ্ছেঃ কারখানার জায়গাগুলোতে তাঁর যাওয়া আসার ভিত্তি ছিল তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ এবং এইচ আর টকে তাঁর মার্ক্সীয় প্রভাবকে শিথিল না করা! কিন্তু বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি কখনও ব্যবস্থাপনাগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারিনি বরং দোকানদার ও তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। আমরা "এথনোগ্রাফিক" শব্দটি নিয়েও দ্বিমত পোষন করেছিলাম- কিছুটা গ্রীক বংশদ্ভুত হওয়ায় আমি সবসময় এমন একটি শব্দের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতাম যার অর্থ আপনার বিষয়গুলোতে "এথনোস" "লি-খুন"!

তারপর পুনরায়, আমাদের মধ্যে জোহাননেসবার্গে দেখা হয়েছিল যেখানে তিনি আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কার্ল ভন হোল্টের সাথে তাঁর বোর্ডিও বইয়ের কাজ করছিলেন । তারপর আমাদের বন্ধু ওইইবেক কেইমের মাধ্যমে ফ্রেইবার্গে জন সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ধারণার প্রচারের উপর একটি অনলাইন আলোচনায় আমাদের দেখা হয়। তারপর আবার ক্যাপ টাউনে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা ও এর নতুন ব্যবস্থাপনাগত বিষয় নিয়ে আলোচনায় আমাদের আবার দেখা হয়।। এবং সর্বশেষ, সারা মোসোয়েটসা ও মাইক্যাল ওয়িলিয়ামস এর আমন্ত্রণে আমরা আমাদের বন্ধু এডি ওয়েবস্টারকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য একত্রিত হয়েছিলাম। তিনি আরেক অবসরপ্রাপ্ত কিন্তু সাহসী বন্ধু জ্যাকি কোকেও শ্রদ্ধা জানান।

এর কয়েক সপ্তাহ পর মাইকেলকে ওকল্যান্ডে হত্যা করা হয়।

আমরা কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজবিজ্ঞান অনুশীলনের একজন নামকরা সমাজতাত্ত্বিক, এবং সমাজবিজ্ঞানের ম্যাক্রো ও মাইক্রো ট্রেন্ডের একজন ভালো সংশ্লেষককে হারিয়েছি। তাঁর অস্থির নাট্যতার একটি স্থির চিত্র রয়েছেঃ গতি, চক, কোয়াড্রন বিভাজনকে বোঝানোর জন্য তিনি একেছেন, নৃশংস, যা আমরা হয়ে চলছি, তার প্রতি তাঁর হাসি এবং তাঁর বিদ্রূপ। কর্তৃত্ববাদী জনপ্রিয়তাবাদ ও গণহত্যামূলক সহিংসতার উত্থানের উপর তাঁর প্রতিফলন তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। ■

সরাসরি যোগাযোগ: আরি সিতাস <arisitas@gmail.com>

অনুবাদ: বিজয় কৃষ্ণ বণীক, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

> মাইকেল বুরাওয়ে: এক আলোকবর্তিকা

শেখ মোহাম্মদ কায়েস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মাইকেল বুরাওয়য় গ্লোবাল সাউথের অসংখ্য সমাজবিজ্ঞানীর জন্য এক স্থায়ী অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি "সবার জন্য এক সমাজবিজ্ঞান" ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং "বিশ্বজুড়ে বহু সমাজবিজ্ঞান" বিদ্যমান থাকার পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় তিনি দক্ষিণের সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, জ্ঞান উৎপাদনের বৈশ্বিক স্তরবিন্যাসকে প্রশ্ন করেছেন, এবং আমাদের সমাজের জীবন্ত বাস্তবতার ভিত্তিতে নির্মিত তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশে কাজ করতে গিয়ে ডিকলনাইজড ও মুক্তিপ্রাপ্ত সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মাইকেলের সঙ্গে ২০০৮ সালে আমার পরিচয় হয়, যখন প্রফেসর সাইয়েদ ফরিদ আলাতাস আমাকে ২০০৯ সালে তাইপেতে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন আমি অত্যন্ত নবীন গবেষক, আত্মবিশ্বাসও ছিল কম। আমার সেই প্রথম আন্তর্জাতিক সভায় মাইকেল তাঁর স্বভাবসুলভ উদারতায় আমার সারসংক্ষেপ ও প্রবন্ধটি রচনায় সাহায্য করেছিলেন। সেই উৎসাহ আমি কখনোই ভুলতে পারব না। একই সময়ে, প্রফেসর রেওইন কনেলের মতো অন্যান্য জ্যেষ্ঠ পণ্ডিতের কাছ থেকেও সমর্থন পেয়েছিলাম, যা একটি স্বতন্ত্র 'দক্ষিণ সমাজবিজ্ঞান' অনুসন্ধানে আমার প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করেছিল।

মাইকেলের সুপরিচিত সমাজবিজ্ঞানের চারটি ধরণ, যেমনঃ পেশাগত, নীতি-সংক্রান্ত, সমালোচনামূলক এবং জন-সমাজবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ধারণা আমাকে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের অবস্থা নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রেক্ষাপটে আমি 'হাইব্রিড সমাজবিজ্ঞান'-এর ধারণাটি উপস্থাপন করি। এর মাধ্যমে আমি এমন এক সমাজবিজ্ঞানকে বুঝিয়েছি, যা তত্ত্ব ও পদ্ধতিগত দিক থেকে উত্তর থেকে আমদানি করা কাঠামোর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, আর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্ভর করে দক্ষিণের বাস্তবতার ওপর। এই হাইব্রিড অবস্থা নিজেই এক ধরনের সংকটের লক্ষণ: এমন একটি শাস্ত্র, যা নির্ভরশীলতার কাঠামো দ্বারা গঠিত, এবং এখনো সম্পূর্ণভাবে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। গ্লোবাল সাউথের বহু প্রেক্ষাপটে সমাজবিজ্ঞান এমনভাবে গঠিত হয়েছে যা বহিরাগত তাত্ত্বিক ধারা গ্রহণ করে, অথচ স্থানীয় জ্ঞান ও আমাদের সমাজের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে।

এই সংকরায়ন কোনো আকস্মিক বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়। এটি সেইসব সমাজে উদ্ভূত হয় যেখানে বিশেষ কিছু শর্ত সাধারণভাবে বিদ্যমান, যেমনঃ বহিরাগত একাডেমিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা, আমদানি করা ধারণার স্থানীয় সৃষ্টিশীলতার উপর প্রাধান্য, উপনিবেশবাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব, এবং জ্ঞান-বিন্যাসের বৈশ্বিক স্তরক্রমে দক্ষিণের পণ্ডিতদের প্রান্তিক অবস্থান। এসব শর্ত এমন এক সমাজবিজ্ঞান সৃষ্টি করে, যা স্বীকৃতি ও বৈধতার জন্য বাইরের দিকে তাকায়, নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে আস্থাশীল হয়ে উঠতে পারে না।

বাংলাদেশ এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ। আমার দেশে সমাজবিজ্ঞান দীর্ঘদিন ধরেই একটি অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত শাস্ত্র হিসেবে টিকে আছে এবং তা আজও তাত্ত্বিক, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সম্মুখীন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সংকটে জর্জরিত। এই শাস্ত্র প্রায়শই স্থানীয় বাস্তবতাভিত্তিক তত্ত্ব উৎপাদনের পরিবর্তে ইউরোকেন্দ্রিক কাঠামোর অনুকরণ করে চলে। পেশাগত সমিতিগুলো দুর্বল, আর উচ্চশিক্ষায় নব্যউদারনীতি-চালিত সংস্কারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি একাডেমিক ক্ষেত্র গঠনের সম্ভাবনাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই বাস্তবতা এমন এক সমাজবিজ্ঞানকে জন্ম দিয়েছে, যাকে আমি বলি 'হাইব্রিড সমাজবিজ্ঞান'-যা আমাদের একাডেমিক বিশ্বের টানাপোড়েন, নির্ভরশীলতা এবং সংকটগুলোকেই প্রতিফলিত করে।

তবুও, এই সংকট এক ধরনের সুযোগও সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে কিংবা অন্যান্য দক্ষিণের সমাজে সমাজবিজ্ঞানকে রূপান্তরিত করতে হলে আমাদের পাঠ্যক্রম সংস্কার করতে হবে, দেশীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে তত্ত্ব ও পদ্ধতি তৈরি করতে হবে, সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতাকে আমাদের সমাজে প্রমাণ করতে হবে, জাতীয় ও আঞ্চলিক পেশাগত সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং এমন এক মুক্তচিন্তা সম্পন্ন, আত্ম-পর্যালোচনামূলক নতুন প্রজন্ম প্রস্তুত করতে হবে যারা তাদের সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত।

এই ধারণাগুলোর বিকাশে মাইকেলের প্রভাব ছিল নির্ণায়ক। তিনি শুধু তাঁর তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে অনুপ্রাণিত করেননি, বরং হাইব্রিড সমাজবিজ্ঞানের ধারণা নিয়ে আমার নিজস্ব প্রচেষ্টাতেও সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তিনি আমার খসড়া পড়েছেন, মতামত দিয়েছেন, এবং যুক্তিগুলো আরও শাণিত করতে উৎসাহিত করেছেন। আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে যেমন তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক দীপ্তি, তেমনি তাঁর বিনয়ও। বাংলাদেশের একজন তরুণ ও অখ্যাত গবেষকের প্রতি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্বের এমন মনোযোগ ছিল বিস্ময়কর এবং গভীরভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক।

বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের বাইরেও, তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং মানবিকতা আমি কখনো ভুলতে পারব না। বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি ছিলেন সহজ-সুলভ, রসিক এবং উদার। ২০০৯ সালের তাইপে কনফারেন্সে অ্যাকাডেমিয়া সিনিকার খাবার ও আপ্যায়ন কেমন লাগছে তা তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এবং পরে রসিকতা করে বলেছিলেন, "শেখ যখন বলে এটা ভালো, তাহলে তো অবশ্যই ভালো!" ২০২৩ সালের মেলবোর্ন বিশ্বসম্মেলনে আমি প্রায় তাঁর পেছন-পেছন ঘুরে ছবি তুলছিলাম, যেন এক ধরনের পাপারাজ্জি! তিনি সে আচরণে হাসতেন এবং আনন্দের সঙ্গে সাড়া দিতেন। পরে যখন তিনি জানলেন যে আমি আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির (ওঝঅ) নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছি, তাঁর অভিনন্দন ছিল আন্তরিক আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ।

>>

“লোক সমাজবিজ্ঞান, বৈশ্বিক উত্তরের আধিপত্যের সমালোচনা, সক্রিয়ভাবে বিউপনিবেশিক জ্ঞানের প্রতিরক্ষা।”

আমার কাছে মাইকেল সত্যিই এক আলোকবর্তিকা ছিলেন। জাহাজের নাবিকেরা যেমন অন্ধকারে দিকনির্দেশনার জন্য বাতিঘরের আলো অনুসরণ করে, আমিও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের প্রায়শই বিভ্রান্তিকর জগতে তাঁর কাছ থেকে আলোকিত দিশা পেতাম। তাঁর উত্তরাধিকার-জনসমাজবিজ্ঞান, উত্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্যের সমালোচনা, এবং সম্পৃক্ত ও ডিকোলোনাইজড জ্ঞানের পক্ষে অবস্থান-আমার বৌদ্ধিক যাত্রাকে গঠন করেছে এবং গ্লোবাল সাউথের আরও বহু গবেষককে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

মাইকেল আইএসএ (ওঝঅ)-এর ম্যাগাজিন গ্লোবাল ডায়ালগ-এরও সূচনা করেছিলেন, যা বৈশ্বিক পরিসরের কণ্ঠগুলোকে একত্রিত করার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। বাংলাদেশে আমাদের দল এই ম্যাগাজিনের ব্যানারে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের কথা বিবেচনা করছিল, এবং আমি মাইকেলকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানানোর আশা করেছিলাম। দুঃখজনকভাবে, সেই ইচ্ছে আর পূরণ হবে না।

প্রিয় মাইকেল, আপনার স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়ে অমলিন থাকবে। আপনি আমাদের অনেকের পথ আলোকিত করেছেন। শান্তিতে থাকুন।■

সরাসরি যোগাযোগ: শেখ মোহাম্মদ কায়েস <skais11@yahoo.com>

অনুবাদঃ মাসুদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

> মাইকেল বুরাওয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি:

দক্ষিণ আফ্রিকার মিনিবাস ট্যাক্সি শিল্পের ওপর মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

সিয়াবুলেলা ফোবোসি, ইউনিভার্সিটি অব ফোর্ট হেয়ার, দক্ষিণ আফ্রিকা

মাইকেল বুরাওয় সমাজবিজ্ঞানে, বিশেষত জনসমাজতত্ত্বে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, যেখানে তার নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি এবং মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শ্রম, পুঁজিবাদ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বোঝাপড়াকে নতুন রূপ দিয়েছে। তাঁর কাজ এমন এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে গবেষকেরা পুঁজিবাদী অর্থনীতির শোষণ ও প্রতিরোধের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন। বুরাওয়ের পণ্ডিতত্বপূর্ণ অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, তাঁর তত্ত্বগুলো আজও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক, বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকার মিনিবাস ট্যাক্সি শিল্পের গবেষণায়।

১৯৭৯ সালে প্রকাশিত বুরাওয়ের গুরুত্বপূর্ণ রচনা, ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট - এ পুঁজিবাদের অধীনে শ্রমিকরা কীভাবে শোষণের মধ্যেও টিকে থাকে তা বোঝার ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে কর্মক্ষেত্রের কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মাধ্যমে শ্রমিকরা প্রায়শই নিজের শোষণকেই অনিচ্ছাকৃতভাবে মেনে নেয়। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং পুঁজিবাদী সংস্কারের উপর তাঁর সমালোচনা অনানুষ্ঠানিক শ্রম বাজারের গতিশীলতা বিশ্লেষণ করার জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে। এ তত্ত্বের একটি জীবন্ত উদাহরণ, দক্ষিণ আফ্রিকার মিনিবাস ট্যাক্সি শিল্পঃ যা বর্ণবাদ-যুগের স্থানিক বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এখনো অনিশ্চিত শ্রমপরিবেশে কাজ করে চলেছে।

১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে নিয়ন্ত্রণমুক্তি শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের সুযোগ করে দিয়েছিল, যা বুরাওয়ের “কৌশলগত নির্বাচনীতাচ ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে রাষ্ট্রীয় নীতিগুলো মূলধারার পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানকে সু-বিধা দেয়, অথচ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে অবহেলা বা প্রান্তিক করে। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেতে সাহায্য করে কেন দক্ষিণ আফ্রিকার সরক-ার পরবর্তী সময়ে ট্যাক্সি রিক্যাপিটালাইজেশন প্রোগ্রাম (টিআরপি) - এর মত একাধিক পদক্ষেপ নিলেও, তা মিনিবাস ট্যাক্সি শ্রমিকদের জীবিকা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এসব উদ্যোগ মূলত পুঁজির স্বার্থেই কাজ করেছে–অবকাঠামো আধুনিকীকরণ করেছে, কিন্তু শ্রমিকদের পরিস্থিতি উপেক্ষিত থেকেছে।

মিনিবাস ট্যাক্সি শিল্পে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, যেমন আমার নিজস্ব গবেষণা, বুরাওয়ের শ্রম বিভাজন এবং শ্রমিকদের কাঠামোগত শোষণের ধারণাকে প্রতিধ্বনিত করে। আমার গবেষণা, চুক্তি, সুবিধা বা আইনি সুরক্ষা ছাড়াই পরিচালিত মিনিবাস ট্যাক্সি চালকরা কীভাবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হন এবং বাজার-চালিত প্রতিযোগিতার শিকার হন যা তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা নষ্ট করে তা ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ সম্পর্কিত আমার বিশ্লেষণ বুরাওয়ের সেই যুক্তিকে শক্তিশালী করে, যেখানে তিনি বলেন–পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরের সংস্কার প্রায়শই শ্রমিকদের অধিকারের চেয়ে অর্থনৈতিক দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেয়।

ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট এর ১৯৮২ সালের সংশোধিত সংস্করণের প্রচ্ছদ। কৃতজ্ঞতা: দ্য ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস।

বুরাওয়ের কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অর্থপূর্ণ পরিবর্তন কেবল নীতি-পরিবর্তনে আসে না; এর জন্য সংগঠিত প্রতিরোধ ও কাঠামোগত রূপান্তর প্রয়োজন। তাঁর মার্ক্সবাদী কাঠামো ব্যবহার করে পণ্ডিত এবং কর্মীরা এমন সংস্কারের পক্ষে কথা বলতে পারেন যা শ্রম সুরক্ষা, ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি এবং মিনিবাস ট্যাক্সি চালকদের জন্য সম্মিলিত দর কষাকষিকে অগ্রাধিকার দেয়। এই প্রচেষ্টাগুলো শুধু বুরাওয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারকেই সম্মান জানায় না, বরং অনানুষ্ঠানিক শ্রমক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের সংগ্রামকেও এগিয়ে নিয়ে যায়।

মাইকেল বুরাওয়ের জনসমাজতত্ত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতি আমাদের শেখায়–স-ামাজিক অবিচারের মোকাবেলায় সক্রিয় গবেষণা অপরিহার্য। যারা পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বগুলো উন্মোচন করতে এবং ন্যায়সঙ্গত শ্রম সম্পর্কের দাবি তুলতে সচেষ্ট তাদের জন্য আজও তাঁর কাজ পথপ্রদর্শক । তাঁর অবদানকে সম্মান জানাতে, আমরা আরও ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা পুনর্ব্যক্ত করি।

সরাসরি যোগাযোগঃ সিয়াবুলেলা ফোবোসি <sfobosi@ufh.ac.za>

অনুবাদঃ তাসলিমা নাসরিন, এমএসসি স্টুডেন্ট, রসকিল্ড ইউনিভার্সিটি, ডেনমার্ক

> একটি সম্ভাব্য ইউটোপিয়ার পর্যায় সারণি

ডেভিড গোল্ডব্ল্যাট, মুক্ত সমাজবিজ্ঞানী ও সাংবাদিক, যুক্তরাজ্য

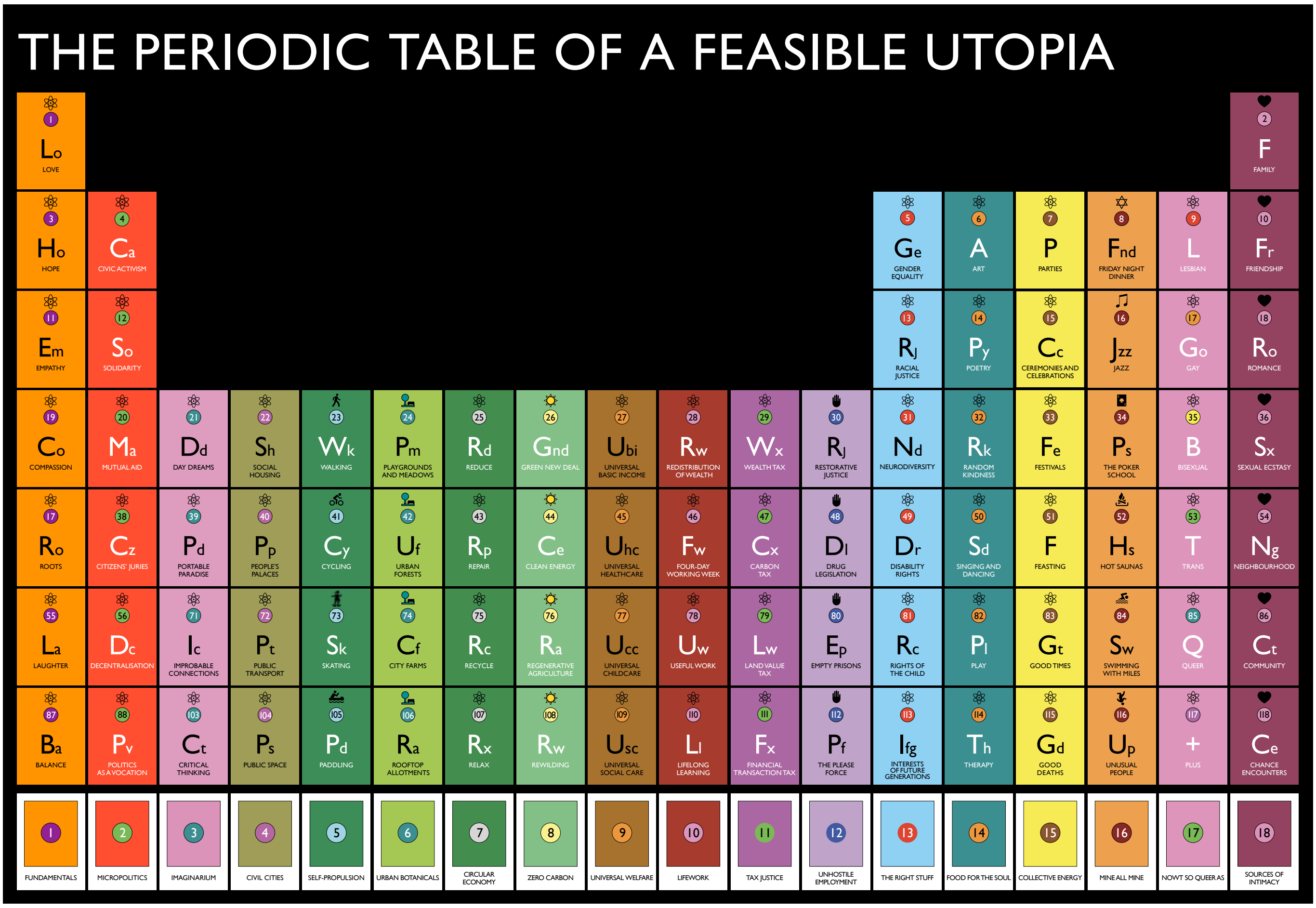

©David Goldblatt www.feasibleutopias.org

পিরিয়ডিক টেবিল অব আ ফিজিবল ইউটোপিয়া হল গোল্ডব্লাটের একটি শিল্প-স্থাপনা, যেখানে রাসায়নিক মৌলগুলোর পরিবর্তে একটি আকাঙ্ক্ষিত ও বাস্তবসম্ভব সমাজের উপাদানসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পর্যায় সারণির ধারণাটি কোথা থেকে এসেছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, তবে আমি এটিকে লকডাউন উন্মাদনার কাতারভুক্ত করব। যাই হোক, আমার জানামতে এর অনেক উপাদান ছিল। শৈশবে বিশ্বকোষে পর্যায় সারণীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। এর রঙিন আয়তক্ষেত্রের সারি এবং এর রহস্যময় নামাঙ্কনের আনন্দ আমার এখনও মনে আছে। রসায়নের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে, আমি এর বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৌন্দর্যকে সম্মান করি সেই সাথে অবাকও হই। প্রিমো লেভি'র পর্যায় সারণির পাঠক হিসেবে, আমার একটি আনন্দদায়ক অনুধাবন এই যে- এই সারণীটিকে একটি সমৃদ্ধ রূপকে পরিণত করা যেতে পারে যেখানে ইলেকট্রন কাঠামো এবং আবেগগত কাঠামো উভয়েরই একটি গ্রীড হতে পারে।

এটা নিশ্চিত যে, ইন্টারনেটে খোঁজ করলে পর্যায় সারণীর বিকল্পের কোনো অভাব নেই। খুঁজলে পাওয়া যাবে কফি, ইয়ার্কশায়ার কিংবা কিছু অশ্রাব্য, কিছু হাস্যকর, আবার কিছুই না এমন অনেক। তবে, ম্যান্ডেলিফ ভালো কিছুর দাবী রাখে- কিছুটা গভীর, কিছুটা অধিক মনোমুগ্ধকর। আমি তখন ইশতেহারগুলোর কথা ভাবছিলাম - শৈল্পিক, কাব্যিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য এবং বিস্মিত হই এই ভেবে যে বিক্ষিপ্ত, মনোযোগহীন এবং বহুল সচেতনতার এই যুগে এসব ইশতেহার অনেক বেশি দীর্ঘ, কথা বহুল এবং একমুখী- যার জন্য এদের টিকে থাকা অনেক কঠিন। ইনস্ট্রাগামের এই যুগে, একটি কাল্পনিক ইশতেহার কেমন হতে পারে? আমার ধারণা এখনো অনেক কিছু উদ্ভাবন হওয়া বাকী

>>

রয়েছে, যেটা হতে পারে - “সম্ভাব্য ইউটোপিয়ার পর্যায় সারণী ” ।

এর শুরুটা হয় স্কেচবুকে- কলম আর পেন্সিলের সাথে। তারপর এটি ডি-জিটাল রূপলাভ করে, এবং এরপরে কার্ডবোর্ডে মুদ্রিত হয়ে এক সন্ধ্যার জন্য একটি বড় দেয়ালে টানানো হয় - যে আমি পেয়েছিলাম একটি চিত্র প্রকল্পের পক্ষ থেকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে, আমি পোস্টার বানিয়েছিলাম (যেমনটা মাইকেল পর্যালোচনা করতেন) এবং পরিশেষে ব্রিস্টল শহরের কেন্দ্রস্থলের এক জরাজীর্ণ শপিং মলে খালি দোকানে সেই সারণিটি প্রদর্শনের আয়োজন করি।

আমরা সেই দোকানটিকে “ইউটোপিয়ান কেমিস্ট্রি” নামের এক প্রতীকী ফার্মেসিতে রূপান্তর করি এবং সাধারণ মানুষকে “পর্যায় সারণিটি ” খতিয়ে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। যারা থেকে যেতেন, তাদের আমরা জানাতাম-আমরা কোনো জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকারী নই। তাদের নিজেদের ইউটোপিয়া বা কল্পিত ভাবনায় আদর্শ সমাজের কি কোনো উপাদান আছে যা তারা যুক্ত করতে চান? যদি থাকত, আমরা তা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করতাম। এরপর সেই উপাদানের দুটি পোস্টকার্ড ছাপানো হতো-একটি তাদের উপহার হিসেবে দেওয়া হতো, আর অন্যটি আমরা দেয়ালে লাগাতাম, যার মাধ্যমে তৈরি হতো আরেকটি শিল্পকর্ম-“ জনগণের দ্বারা তৈরি একটি বাস্তবসম্মত ইউটোপিয়ার পর্যায় সারণি।”

মাইকেল ব্যুরাওয়ে এই “একটি সম্ভাব্য ইউটোপিয়ার পর্যায় সারণি” নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তিনি একে এরিক ওলিন রাইটের “বাস্তব ইউটোপিয়া” ধারণার এক গ্রাফিক বা দৃশ্যমান উপস্থাপন হিসেবে দেখেছেন। আমার মনে হয়, মাইকেল এই অংশগ্রহণমূলক ও জনপ্রিয় সংস্করণটি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন-বিশেষত সেই উন্মুক্ত, নিবিড় এবং খানিকটা অপ্রচলিত আলাপচারিতাগুলো, যেখানে মানুষ কল্পনা করত পৃথিবী আসলে কেমন হতে পারে - অনেক সময় এ ধরণের চিন্তা কর সেই মানুষগুলো যাদের আগে কখনো ইউটোপিয়ান চিন্তা করার সুযোগ হয়নি। আমার ধারণা, এই কথাটি আমাদের সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সরাসরি যোগাযোগ: ডেভিড গোল্ডব্ল্যাট <tobaccoathletic@yahoo.co.uk>

অনুবাদ

মোছাঃ সুরাইয়া আক্তার, গবেষণা সহযোগী, বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর

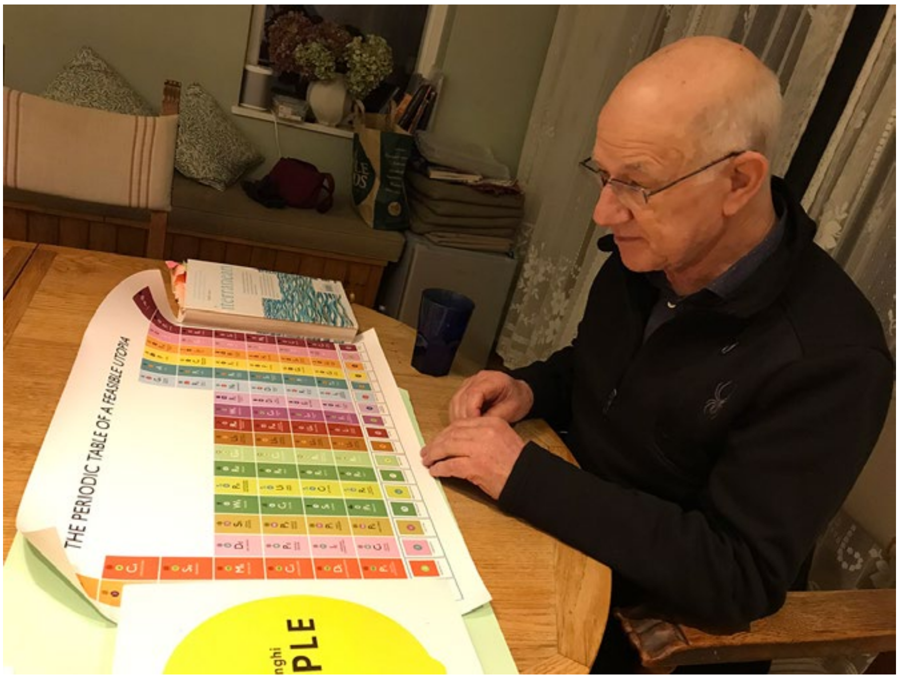

মাইকেল বুরাওয়ে লন্ডনে, ২০২৪ সালে “পিরিয়ডিক টেবিল অব আ ফিজিবল ইউটোপিয়া” পোস্টারটি আগ্রহের সঙ্গে দেখছেন।

যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টলে একটি শপিং মলে মঞ্চস্থ “পিরিয়ডিক টেবিল অব আ ফিজিবল ইউটোপিয়া” শিল্প ইনস্টলেশনের দর্শকরা তাদের নিজস্ব প্রস্তাবনা যোগ করার জন্য আমন্ত্রিত হন, যাতে একটি দ্বিতীয় “জনতার” পর্যায় সারণী তৈরি করা যায়।

> সমাজবিজ্ঞানের উপযুক্ত সময়

আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি

বর্তমান সময়ে, যখন রাষ্ট্রনেতারা বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাবকে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং সমাজবিজ্ঞানের ওপর আক্রমণ বেড়েই চলেছে;

এমন এক সময়ে, যখন গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণের তুলনায় ভুয়া খবরের বিস্তার ও প্রভাব আরও ব্যাপক;

যে সময়ে অনেক রাজনৈতিক নেতা ঘৃণার ভাষা প্রচার করছেন এবং সমাজের একাংশকে পূর্ণ নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি দিচ্ছেন না;

যে সময়ে, যখন নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে অমানবিক হিসেবে উপস্থাপন করা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও সংহত করার এক সাধারণ কৌশলে পরিণত হয়েছে;

যে সময়ে, যখন নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে অমানবিক হিসেবে উপস্থাপন করা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও সংহত করার এক সাধারণ কৌশলে পরিণত হয়েছে;

যে সময়ে রাষ্ট্রগুলো গণহত্যা, কাঠামোগত সহিংসতা ও বর্ণবাদ নিয়ে কথা বলাদের নিপীড়ন করছে,

সময়ে অভূতপূর্বভাবে সম্পদের ঘনীভবন ঘটেছে, ফলে অল্প কয়েকজন ধনী ব্যক্তি গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে

যে সময়ে মানবতা এমন এক বৈশ্বিক সঙ্কটসমষ্টির মুখে, যার ফলাফল নির্ধারণ করবে আসন্ন প্রজন্মের তাকদীর,

বর্তমান সময়ে, যখন প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রেও শিক্ষাবিদদের স্বাধীনতা বিপন্ন; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সমাজবিজ্ঞানীদের সমালোচনামূলক পদক্ষেপ এখন চরম প্রয়োজনীয়।

এবং আমরা আমাদের কাজের মূল মূল্যবোধ ও অঙ্গীকারগুলো পুনর্ব্যক্ত করি, যা আমাদেরকে গবেষক, শিক্ষক এবং জনবুদ্ধিজীবী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে।

আমরা বিশ্বাস করি এবং সমর্থন করি:

- একটি **তত্ত্বনির্ভর সমাজবিজ্ঞান** যা তথ্য ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে, সরলীকৃত কাহিনীকে অগ্রাহ্য করে এবং বিশ্বের বহুমাত্রিকতা গ্রহণ করে,
- একটি **স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান,** যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ক্ষমতাশালীদের কথা সবসময় সত্য নয়,এবং যে মিথ্যা হাজারবার বলা হলেও তা মিথ্যাই থাকে;
- একটি **সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান,** যা ক্রমবর্ধমান অসমতার প্রশ্ন তোলে এবং স্বনির্ভর মানুষ, বাজার ও ভোগবিলাসের সরলীকৃত গুরত্বপূর্ণ, এবং আলফা পুরষত্বের মিথকে চ্যালেঞ্জ করে;
- একটি **জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞান,** যা নাগরিক বিতর্কে অংশ নেয়, দাবি করা বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতার আসন থেকে নয়,বরং তাদের সঙ্গে সংলাপে যারা সমাজ পরিবর্তন এবং সাধারণ কল্যাণ রক্ষায় কাজ করছেন;
- একটি **সাধারণ সমাজবিজ্ঞান,** যা অতি স্বল্পকেন্দ্রিকতা ও বিভাজনের ঝুঁকি মোকাবেলা করে এবং আমাদের সময়ের জরুরি বিষয়গুলোকে সামনে আনে;
- একটি **বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান,** যা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের গবেষক ও সামাজিক কর্মীদের কাছ থেকে শেখে কীভাবে ২১শ শতকের চ্যালেঞ্জগুলো বোঝা এবং মোকাবেলা করা যায়, এবং একটি সাধারণ মানবতার অনুভূতি গড়ে তোলায় অবদান রাখে।

>>

> “সীমিত এক গ্রহে একসঙ্গে বসবাস করার জন্য সমাজবিজ্ঞান আজ এক অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।”

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সমাজবিজ্ঞান এবং একাডেমিক স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং এগুলোকে রক্ষা ও উন্নত করা অপরিহার্য। আমরা বিশ্বাস করি যে তথ্যভিত্তিক, ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক জনবিতর্ক আমাদের সময়ের সংকটগুলো বোঝা এবং সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সমাজবিজ্ঞান কেবল আমাদের পৃথিবীকে বোঝাতে সাহায্য করে না, বরং আরও ন্যায্য, বাসযোগ্য, শান্তিপূর্ণ এবং টেকসই ভবিষ্যত গঠনেও সহায়ক। বর্তমান সময়ে, যখন জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ, অসাম্য ও ঘৃণা ক্রমশ বাড়ছে, সমাজবিজ্ঞান সীমিত সম্পদের এই গ্রহে একসাথে বসবাসের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

এই ঘোষণাপত্রটি ৬ জুলাই, **২০২৫ সালে রাবাতে অনুষ্ঠিত ৫ম আইএসএ ফোরাম অব সোসিওলজিতে আইএসএ প্রেসিডেন্ট জেফি প্লেয়ার্স** দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। এটি সমর্থন করেছেন আইএসএর প্রাক্তন প্রেসিডেন্টরা: সারি হনাফি, মার্গারেট আব্রাহাম, এবং মিশেল ভিয়েভিওর্কা; আইএসএর বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্টরা: অ্যালিসন লোকনটো, বান্দানা পুরকায়াস্থা, এলিনা ওয়াইনাস এবং মার্টা সোলার, পাশাপাশি ইউরোপীয় ও লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতি এবং লাতিন আমেরিকান সামাজিক বিজ্ঞান কাউন্সিল -এর সভাপতি: কাজা গাদোভস্কা, জেসুস ডিয়াজ, এবং পাবলো ভোমারো।

রাবাত, জুলাই, ২০২৫

অনুবাদ: ফারহীন আক্তার ভুঁইয়া, প্রভাষক, সাইন্স এন্ড হিউম্যানেটিজ বিভাগ (সমাজবিজ্ঞান), মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি।

আমরা ব্যক্তিগত সমাজবিজ্ঞানী এবং বিস্তৃত সমাজবিজ্ঞান সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমর্থন সংগ্রহ করছি। এই সম্মিলিত অঙ্গীকার ও সংহতির ঘোষণায় আপনার নাম যোগ করে আমাদের সাথে যোগ দিন, এই ফর্মটি পূরণ করে।

International Sociological Association

ISA PUBLICATIONS

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/

www.isa-sociology.org